প্রকাশক—

সাধু আনন্দভাই

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

দক্ষিণেশ্বর ; আদ্যাপীঠ

২৪ পরগণা

প্রাপ্তিস্থান—

কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তকালয়গুলি

এবং

আদ্যাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলিকাতা কেন্দ্র)

৭/২/ডি, নেবুতলা রো ; কলিকাতা

প্রিণ্টার—

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল বিশ্বাস

দি ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ

২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

Acc. No. 15372
Date 9.9.2002
Call No. B/B-6631
Don. by. Madan Mohan Banerjee.

ভূমিকা

ঈশ্বরপ্রেম লাভ করতঃ মহাপুরুষ বা মহাজন বলিয়া ভক্ত সমাজে যাঁহারা পূজা পাইয়াছেন, ভক্তিমতী মীরাবাই তাঁহাদিগের অন্যতম। মহাপুরুষদিগের জীবনে এত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় যে, সমসাময়িক ঐতিহাসিকদিগের চেষ্টা যত্ন ব্যতীত তাঁহাদিগের জীবনী পাওয়া দুরূহ। এ বিষয়ে ভারতে ইংরাজ অধিকারের প্রাক্‌কালীন যুগের ঔদাসীন্য মীরাবাই জীবনীর ঐতিহাসিক অংশ তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

'মিবারলক্ষ্মী' নাটকে চিত্রিত মীরাবাই চরিত্রের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা লইয়া নাটক রচয়িতা বৃথা পরিশ্রম করেন নাই। বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার কোন একখানি উপন্যাসের ভূমিকায় যেন লিখিয়াছিলেন—'উপন্যাস—উপন্যাস; তাহা ইতিহাস নহে।' সাহিত্য সম্রাটের উক্ত বাক্যের অনুসরণ করিয়া এই নাটকখানি সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায় যে, 'নাটক—নাটক; তাহা খাঁটি ইতিহাস নহে।' তবে ঐতিহাসিক নাটকে, ইতিহাসের মর্য্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, যতদূর সম্ভব তাহাও দেখিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু মীরার জীবনের সঠিক এবং সর্ব্ববাদীসম্মত ইতিহাস পাওয়া দুরূহ, সেজন্য পূজনীয় শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় মীরার পিতৃপরিচয়, পতিপরিচয়, আবির্ভাব, তিরোভাব প্রভৃতির গৌণ প্রয়োজন মোটামুটি টড্ সাহেবের রাজস্থানের ইতিবৃত্ত অনুযায়ী মিটাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি সুবিখ্যাত টড্ সাহেবের বিবরণই তিনি অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে দোষ হয় নাই, যেহেতু বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সম্পাদিত ও সংগৃহীত বিবরণাদি অধিকাংশ স্থলেই অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল হয়; এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যায় যে টড্ সাহেবের লেখায় মীরাবাই জীবনে আকবরপ্রসঙ্গ নাই। কিন্তু টড সাহেবের লেখায় না থাকিলেও মীরাবাইয়ের ভজন শুনিবার আগ্রহে ছদ্মবেশে সম্রাট আকবরের মীরাবাই সন্নিধানে গমনের কাহিনী অন্যত্র পাওয়া যায়।

আরো একটি কথা। ধর্ম্মপ্রাণ সাধক গ্রন্থকার সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্য লইয়াই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে ইহা পাঠ করিয়া বা ইহার অভিনয় দেখিয়া, পাঠক বা দর্শকের মনে ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠে। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া মনে হয়; কারণ মীরার মনের ভক্তিশুদ্ধভাব, ভগবানের প্রতি তীব্র ও ঐকান্তিক আসক্তি ও প্রেম, তাঁর ভাবময় সুমধুর কণ্ঠের ভজন গীতির দ্বারা ভগবানের স্তুতি আরাধনা ও তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন—ইহাই মীরা জীবনের লক্ষ্য এবং এই নাটকের মুখ্য বিষয়। মনে হয় পরহিতব্রত সাধক গ্রন্থকারের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে ও সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। আশাকরি ধর্ম্মপ্রাণ মীরাবাইয়ের এই জীবনালেখ্য, পাঠক পাঠিকার হৃদয়মধ্যে ধর্ম্মের এক উজ্জ্বল পবিত্র জ্যোতি ফুটাইয়া তুলিবে। ইতি—

কলিকাতা
১৮ই আশ্বিন, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

'মিবারলক্ষ্মী' নাটকের রচয়িতা শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় দেশবাসীর সামাজিক ও নৈতিক জীবনের গতি লক্ষ্য করিয়া সমাজের উন্নতিকল্পে অভিনয় সাহায্যে মহাপুরুষদিগের জীবনী প্রচার একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বুঝিতেন। এই প্রয়োজন কতক পরিমাণে মিটাইবার জন্য স্বর্গীয় ঠাকুর মহাশয় প্রথম জীবনে মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই নাটকগুলির মধ্যে এই 'মিবারলক্ষ্মী' নাটকখানি অভিনয় করাইবার চেষ্টায় ইহার প্রতিলিপি স্বর্গীয় ঠাকুর মহাশয়ের জীবনকালেই কোন রঙ্গালয় কর্ত্তৃপক্ষের পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত হইয়াছিল। নাটকখানির সেই প্রতিলিপি রঙ্গালয় কর্ত্তৃপক্ষ হারাইয়া ফেলায় উৎসাহ ভঙ্গ হওয়ার কারণ সে চেষ্টা তখনকার মত স্থগিত হয়। পরে রচয়িতা স্বর্গীয় ঠাকুর মহাশয় আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা ও ভগবান রামকৃষ্ণের আদিষ্ট কার্য্য পরিচালনে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকায় এই নাটক অভিনয়ের চেষ্টা আর অগ্রসর হয় নাই। বর্ত্তমানে শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের লিখিত নাটকগুলির নমুনা হিসাবে 'মিবারলক্ষ্মী' নামে নাটকাকারে লিখিত এই মীরাবাই জীবনী তাঁহার দেহান্তের বহুকাল পরে প্রকাশিত হইল। ভক্ত ও সুধী সমাজে এবং বিশেষভাবে নাট্য ও চিত্রজগতে ইহা গৃহীত হইলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রী৺ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত অন্যান্য পুস্তকের মত এই নাটক-খানির আয়ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কার্য্যে ব্যয় হইবে। ইতি—

আদ্যাপীঠ; দক্ষিণেশ্বর
শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা; ১৩৫৬ সাল

সাধু আনন্দ ভাই

নিবেদন

এই নাটকের প্রারম্ভে প্রকাশকের নিবেদনে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রন্থকার শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কার্য্যে ব্যয় হইবে। এই সঙ্ঘের প্রথম এবং প্রধান কার্য্য ভগবান রামকৃষ্ণের আদিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ। মন্দিরের মর্ম্মর আচ্ছাদনের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কার্য্যে এখনও প্রায় পাঁচ লক্ষ (৫০০০০০৲) টাকা প্রয়োজন হইবে। এই সম্বন্ধে দাতা ভক্তদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন। ভগবানের কৃপা লাভের জন্য যাঁহারা উৎসুক তাঁহাদের জন্য এই কর্ম্ম ৺ভগবান কৃপা করিয়া শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুরের মারফৎ সুসম্পন্ন করিতে দিয়াছেন। আদ্যাপীঠের সাধুগণ ইহার রক্ষী মাত্র। দাতা ভক্তগণ কৃতী স্বরূপ এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অমর হউন; ইহাই প্রার্থনা।

স্বাক্ষর—

শ্রীমৎ আনন্দ ভাই

সভাপতি

স্বাক্ষর—

শ্রীরাধাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর ভাই

যুগ্ম সম্পাদক

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

নাট্যোল্লিখিত পুরুষগণ

মহারাণা কুম্ভসিংহ	...	মিবারেশ্বর
রণমল্ল (রাণীর শৈশব সহচর)	...	সেনাপতি
শম্ভুসিংহ	...	রাণীর সম্পর্কীয় ভ্রাতা
কল্যাণসিংহ	...	শম্ভুসিংহের বন্ধু
দেবল	...	হীনপ্রকৃতি কুটিল ব্রাহ্মণ
তুলারাম	...	পুরোহিত পুত্র
তন্ত্রাচার্য্য	...	রাজগুরু
আকবর	...	দিল্লীশ্বর
তানসেন	...	ঐ সহচর
দূতরাজ	...	মীরাবাই জনক
শ্রীরূপ গোস্বামী	...	ব্রজবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব

শ্রীকৃষ্ণ, চারণবালকগণ, বৈষ্ণবগণ, নাগরিকগণ, প্রহরীগণ, ভিখারী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

আনন্দীবাই		মিবারেশ্বরের প্রথমা মহিষী
শান্তিবাই	...	ঐ ভগিনী
মীরাবাই (দূতরাজ দুহিতা)	...	মিবারলক্ষ্মী
উদাসিনী (মিবারের হিতৈষিণী)	...	কল্যাণসিংহের ভগিনী
ছবি ও হাসি	...	মীরার সঙ্গিনীদ্বয়
মঙ্গলা	...	বড়রাণীর পরিচারিকা

নর্ত্তকীগণ, সখিগণ, চারণীগণ, অপ্সরাগণ, ও দেববালাগণ ইত্যাদি।

শ্রীশ্রী৺অন্নদা ঠাকুর

মিবারলক্ষ্মী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ

(নেপথ্যে গীত)

এস নিরাশা নিধনকারী ;
এস আশার কিরণ উজল বরণ
হৃদি পাপতাপহারী।

(দূরে একটি মৃগ লক্ষ্য করিয়া শিকারী বেশে
মহারাণা কুম্ভ সিংহের প্রবেশ)

কুম্ভ। ঐ মম লক্ষ্যভ্রষ্ট মৃগ ! ওঃ
কত দূর নিয়ে এল মোরে ;
এই বার শেষ বার ; আর রক্ষা নাই—
লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে আর দিব না নিশ্চিত।

(ঝোপের অন্তরালে অবস্থান)

(পুনঃ নেপথ্যে গীত)

এস গো এস হৃদয়বিহারী
হাসির লহরে মিশি ;
অমিয় বরণ সোহাগ ভূষণ
হৃদাকাশ প্রেমশশী।

কুম্ভ । এ কি ! এ নির্জ্জন নিবিড় কাননে,
বামাকণ্ঠ সুনিঃসৃত সঙ্গীত লহরী
কোথা হতে ভেসে আসে লহরে [illegible]রে ?
তাইত—এ সঙ্গীতের সম্মোহন সুরে
মোহিত করিল মোর প্রাণ !

(পুনঃ নেপথ্যে গীত)

এস ফুল্ল প্রসূন চারু হাসিরাশি
শুভ্র জ্যোছনা মাখা ;
এস পরাণ ধন ভকত রমণ
হৃদি বৃন্দাবনচারী ।

কুম্ভ । আহা মরি মরি ! কি স্বর্গীয় স্বর !
সঙ্গীতের কি সুন্দর শক্তি সম্মোহিনী !
ভাল ; হোক আগে শিকার সাধন
তার পর অন্বেষণ করিব ইহার ।

(অন্যমনস্কভাবে তীর নিক্ষেপ ও মৃগের পলায়ন)

ধিক্ লক্ষ্য ! ধিক্ শত ধিক্ !
কি আশ্চর্য্য ! ব্যর্থ হল মোর লক্ষ্য আজি ?
পলাইল ক্ষুদ্র মৃগ বজ্র পায়ে ঠেলে ?
বুঝিয়াছি ; সঙ্গীত ইহার হেতু
অন্য কিছু নয় ।

(নেপথ্যে সঙ্গীত শুনিয়া)

ঐ, ঐ, ঐ সেই সঙ্গীত ধ্বনি ;
দেখি কে—বা কারা—
কিন্নরী কি অপ্সরী ইহারা ?

(প্রস্থান)

(বিপরীত দিক হইতে গাহিতে গাহিতে পূজোপকরণ হস্তে মীরা ও ছবি হাসির প্রবেশ)

ছবি। (হাসির প্রতি) ভাই ! এ কি ? একমনে গান কর্‌তে কর্‌তে যে অনেক দূর এসে পড়েছি ; সম্মুখে যে নিবিড় বন !

হাসি। (সভয়ে) হাঁ ভাই ! তাইত ; (মীরার প্রতি) সখি ! সখি ! এ কি ! আমরা কোথায় এসে পড়েছি ?

মীরা। কি বল্‌ছ ছবি হাসি ? রাধাকিষণজীর মন্দির কি এ দিকে নয় ?

ছবি। এ যে নিবিড় বন ভাই ! এখানে রাধাকিষণজীর মন্দির কোথায় ?

হাসি। হাঁ ভাই ! দেখ্‌না ; ও মা দেখ্‌ দেখ্‌ ; সম্মুখে কারা আস্‌ছে না ? কি হবে ভাই ? আমার যে বড় ভয় হচ্ছে (মীরাকে আলিঙ্গন)।

মীরা। না, না ; কিসের ভয় ? জীবনের ? এ জীবন তুচ্ছ ; অসার ; আজ আছে কাল নেই—এর জন্য আবার ভয় কি ? বল জয় রাধাকিষণজীকি জয় !

হাসি। হাঁ ভাই বল জয়—

সকলে। জয় রাধাকিষণজীকি জয় !

মীরা। এখন চল অগ্রসর হই ; বিপদবারণ আমাদের উদ্ধার কর্‌বেন—

(সকলে অগ্রসর হইলে)

ছবি। না ভাই! আর অগ্রসর হয়ে কাজ নেই ; (স্বগতঃ) যেমন কথা তেমন কাজ, তেমনই বিশ্বাস। ...ছি আর কি!

হাসি। (বাধা দিয়া) এখন ফিরে চল দেখি ; রা...
থাকুন্, আর দর্শনে কাজ নেই ; উঃ হ...
এমন ভুল পথ দেখিয়ে দিলে ?—

(দূরে বৃক্ষান্তরালে দস্যুবেশী দেবলের আবির্ভাব)

ছবি। হাঁ ভাই! না জানি আজ কপালে কি আছে ; (মীরার প্রতি) কি ভাই! দাঁড়িয়ে কেন আর ? চল ?

মীরা। বুঝেছি ; শুভ কার্য্যে এমন করেই বাধা পড়ে ; ছবি হাসি! বেশ বুঝলুম্ সঙ্গগুণেই আজ রাধাকিষণজীর দর্শন অদৃষ্টে ঘট্‌ল না! রাধাকিষণজী আজ আর দেখা দিলেন না ; জয় রাধাকিষণজীকি জয়!

(দ্রুত উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। চুপ্ চুপ্ ;

ছবি হাসি। (সাহ্লাদে) এই যে উদাসিনী দিদি! আর ভয় কি ?

উদা। চুপ্ চুপ্ ; মহা বিপদ! শিগ্‌গির ফিরে চল—

মীরা। (বিস্মিতভাবে) তুমিও ঐ ? তোমারও ভয় ?

উদা। (সচকিতে চারিদিক চাহিয়া) চুপ্! এ যে দস্যুর আবাস ; এ পথ তোমাদের কে দেখিয়ে দিলে ? শিগ্‌গির চল! (মীরার হস্ত ধারণ)

(সন্তর্পণে দেবলের অগ্রসর)

দেবল। (জনান্তিকে) ঠিক্ এসে পড়েছি ; এইত সেই মীরাবাই! কি কৌশল করেই এখানে এনেছি! এখন আর যায় কোথা ?

তাইত— ও বেটী আবার কে? মীরাকে যে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চায় দেখ্‌ছি?

উদা। [illegible]বার সময় নাই; শিগ্‌গির, শিগ্‌গির পালিয়ে এস!

[illegible]) সর্ব্বদর্শী গোপাল আমার! এই কি তোমার

(গমনোদ্যোগ)

(দেবলের ইঙ্গিতে "হারে রে রে রে হেইও" বলিতে বলিতে দেবল ও দস্যুগণের প্রবেশ ও আক্রমণ; ভয়ে ছবি হাসির "ওরে বাবারে! রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার)

মীরা। জয় রাধাকিষণজীকি জয়!

দেবল। ধর, ধর; বাঁধ, বাঁধ; ঐ, ঐ বেটী মীরাবাই।

উদা। (আক্রমণকারীদিগের প্রতি ত্রিশূল উঠাইয়া) সাবধান! সাবধান পিশাচ! জীবনের মমতা থাকেত শীঘ্র পলায়ন কর; অবলার প্রতি অত্যাচার ধর্ম্মে সইবে না।

ছবি হাসি। ওগো! কে কোথায় আছ, রক্ষা কর; রক্ষা কর। দস্যু! দস্যু! (তৎশ্রবণে দস্যুগণের কুপিতভাবে ছবি হাসির মুখ বাঁধিতে চেষ্টা; ছবি হাসির—উদাসিনীকে জড়াইয়া ধরা এবং দস্যুদল কর্ত্তৃক উদাসিনীর উদ্যত ত্রিশূল চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা)

মীরা। দয়াময়! কোথা তুমি? আমরা যে আজ দস্যুহস্তে!

উদা। কে কোথায় আছ? শীঘ্র এস, অবলাদের রক্ষা কর।

(মীরাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া "ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! কোথায় তুমি? রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার এবং দেবল মীরাকে লইয়া টানাটানি ও "ভয় নাই ভয় নাই" বলিতে বলিতে দ্রুত কুম্ভ সিংহের প্রবেশ এবং দেবলের প্রতি শর নিক্ষেপ)

দেবল। (মীরাকে ছাড়িয়া) "উঃ মাগো" (বলিতে বলিতে বসিয়া পড়িয়া) "আক্রমণ কর ; শত্রুকে আর্ত্ত্রাণ কর।" (বলিতে বলিতে উত্থান ও স্খলিতপদে পলায়ন)

কুম্ভ। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া)

দাঁড়া! দাঁড়া পাপিষ্ঠের দল!

উপযুক্ত প্রতিফল প্রদানিব আজি—

(সকলের কুম্ভকে আক্রমণ ও ক্ষণকাল যুদ্ধের পর দস্যুগণের পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও কুম্ভ কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবন)

মীরা। ধন্য! ধন্য দয়াময়! দেখ্‌লে ছবি হাসি! আমার গোপাল এমনি করেই সবাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকেন; এখনো ধর্ম্ম আছে।

উদা। উঃ! কি দুর্ব্বিপাক হতে আজ ভগবান আমাদের উদ্ধার করলেন!

ছবি। (মীরার প্রতি) ভাই! এই কি তোমার প্রাণের গোপাল?

হাসি। ইনিই তোমার আরাধ্য দেবতা?

মীরা। সর্ব্বভূতে বিরাজেন গোপাল আমার;
সর্ব্বশক্তিমান শান্তির নিদান।
বিশ্বরূপ গোপালের রূপ;
বিশ্বশক্তি শক্তি গোপালের।

(রক্তাপ্লুতদেহে কুম্ভসিংহের প্রবেশ)

কুম্ভ। সত্য ধনি! তব এ বারতা;
বিশ্বশক্তি শক্তি গোপালের,
বিশ্বরূপ গোপালের রূপ।

(অবসন্নভাবে উপবেশন)

মীরা। (কাতর দৃষ্টিতে) দেখ, দেখ দিদি ! দেখ ছবি হাসি !
ওঃ ! ওঃ ! কি ভীষণ অস্ত্রচিহ্ন দেহে !
সর্ব্বাঙ্গে বহিছে তপ্ত রুধিরের ধারা ;
জানি কি দারুণ যন্ত্রণা !
খশ্রী ক্রমশঃ মলিন ; ওঃ !
কাঁপিতেছে হস্ত পদদ্বয়।
দেখে মোর বুক ফেটে যায়,
বল বল দিদি ! কি হবে উপায় ?

কুম্ভ। ধনি ! বৃথা চিন্তা মোর তরে তব।
শ্রান্ত ক্লান্ত হইলেও আহত শরীর,
আনন্দ হিল্লোলে তবু নাচিছে হৃদয় ;—
দস্যুভয় হতে ত্রাণ করিয়াছি সবে,
এই মোর সৌভাগ্য অশেষ !
এখনো এ বাহুবল অটুট আমার ;
(উঠিতে উঠিতে)
এখনো শতেক দস্যু চারিদিক হতে
আক্রমণ করে যদি মোরে—
অনায়াসে পারি জয়ী হতে।
শুধু নরহত্যা পাপে হয় হস্ত কলঙ্কিত,
এই হেতু প্রাণ লয়ে ফিরেছে দস্যুরা ;
অন্যথা এ শাণিত কৃপাণে
খণ্ড খণ্ড করিতাম সবে।
ধনি ! কাতর নয়ন কেন তব ?
কেনই বা দৃষ্টি সকরুণ ?

নহে ইহা তপ্ত রক্ত মম,
ক্ষত্রিয়ের অঙ্গের ভূষণ।
(অর্দ্ধ স্বগতঃ) আহা! রমণী হৃদয়—
সরল মধুর সুকোমল।
(উদাসিনীর প্রতি) দেবি! কে এই রমণী?
হেন রূপ হেরিনি নয়নে,
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

উদা। দয়াময়! দূতরাজ দুহিতা—
হরিগতপ্রাণা মীরা ইনি।

কুম্ভ। (বিস্মিতভাবে) সত্য বটে,
ইনি সেই হরিগতপ্রাণা—
রাঠোরের সমুজ্জ্বল রত্ন কোহিনূর
কুমারী কুলের মণি ধর্ম্মমতি মীরা?

মীরা। (লজ্জিতভাবে) অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র কীট আমি।

ছবি। প্রভো! দয়া করে আশ্রমে কি
হবে পদার্পণ?

হাসি। হে বীরেন্দ্র! আতিথ্য গ্রহণে যদি
আপত্তি না থাকে,
সেবা করে ধন্য হই মোরা;

উদা। জীবন সার্থক হয় তবে।

মীরা। ধার্ম্মিক প্রবর!—
হবে কি করুণা দাসী প্রতি?

পরশি ও পূত বপু শুশ্রূষা করিতে
'পাইলে মানিব মম ধন্য এ জীবন !

কুম্ভ। কুমারী কুলের যিনি
কোহিনূর মণি ;
তাঁর স্পর্শে সুপবিত্র হব—
ইহা হতে কি সৌভাগ্য হতে পারে আর ?
যদিও অদূরে মম আছে রক্ষিগণ,
তথাপি আতিথ্য আজি করিব গ্রহণ।

উদা। বীরবর ! পুণ্য প্রতিকৃতি—
আমরাই সেবা করি পবিত্র হইব।
এস মীরা ! এস ছবি হাসি !
প্রাণদাতা ভয়ত্রাতা ধনে
অতিথি আবাসে পুণ্য
লয়ে চল ত্বরা। (মীরা কর্ত্তৃক কুম্ভের হস্ত ধারণ)

কুম্ভ। (স্বগতঃ) মরি ! মরি ! কি পবিত্র স্পর্শ সুকোমল !
সুখস্পর্শে নবস্রোত বহিছে হৃদয়ে।
নবশক্তি উঠিছে জাগিয়া। (ধীরে গমন)

ছবি। (জনান্তিকে হাসির প্রতি) ভাই ! এইবার আমাদের সখির স্বভাব ঠিক পরীক্ষা হবে।

হাসি। হাঁ ভাই ! শাপে বর হলো দেখছি ;

(ধীরে গমন)

উদা। না জানি এ পবিত্র মিলনে
পরিণাম কি হয় মীরার ?

নিশ্চয় হইবে কোন রাজার তনয়—
সরলহৃদয়া মীরা সঙ্কোচবিহীনা—
না জানি কি বিধির বিধান !

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(দুই দিক হইতে দুই জন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাঃ। নমস্কার ভায়া ! নমস্কার।

২য় নাঃ। নমস্কার ! নমস্কার ! তারপর খবর কি ঠাকুর মহাশয় ?

১ম নাঃ। খবর আর কি ? "কাঁঠাল খায় কাকে, বকের মুখে আঠা।"

২য় নাঃ। (সবিস্ময়ে) কি রকম !

১ম নাঃ। এ আর বুঝ্‌লে না ? ওই "উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে"। শোন—নি—রাজা আমাদের চম্পটমূলের ব্যবস্থা করে এসেছেন ?

২য় নাঃ। বল কি হে ?

১ম নাঃ। তুমি যে দেখ্‌ছি আকাশ থেকে পড়্‌লে ? জান না, রাজার পেটে রস ঢুকে শৌর্য্য বীর্য্য একদম হজম করে ছেড়ে দিয়েছে ? ভাগ্যি রাণীর ভাই না কে হয় ঐ রণমল্ল রাজবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল—তাই এখনো রাজার হয়ে লড়্‌ছে ; নইলে কি আর এ প্রেমের হাটে লড়াই ঝগড়া বরদাস্ত হয় ?

২য় নাঃ। খুব যা হোক ; রণমল্ল লড়্‌বে না ত লড়্‌বে কে ? সেই সেনাপতি হয়ে এখন মহারাজের সকল কার্য্যে প্রধান সহায় হয়েছে।

১ম নাঃ। হাঁ, হাঁ, কুপোকাত হ'ল বলে ; আজ তিন দিন রাজার খোঁজ খবর নেই।

২য় নাঃ। বল কি ? রণপণ্ডিত কুম্ভসিংহ গুর্জ্জররাজের কাছে পরাজিত হবেন বল্‌তে চাও ? তাহলে চিতোরের উপায় ?

১ম নাঃ। আশীর্ব্বাদ কর ভায়া, আশীর্ব্বাদ কর ;—ঐ রণমল্ল ছোক্‌রা কিছুদিন বেঁচে থাক ; আর না হয় বাপ্পারাওয়ের সাধের চিতোর চিৎপাত হয়ে কেবল প্রেমপিপাসায়—খাবি খাবে হে খাবি খাবে।

২য় নাঃ। "আকার সদৃশো প্রজ্ঞঃ" ; ভায়ার যেমন সূক্ষ্ম চেহারা তেমনি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ; আরে যদি তাই হয়, তা হলে কি আর নাগোর রাজ্য অধিকার করে মহারাজ সেখান থেকে সেই বহুমূল্য কপাটশুদ্ধ বিশাল হনুমানের মূর্ত্তি নিয়ে আস্‌তে—

১ম নাঃ। (বাধা দিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ কি বীরত্ব ! আরে ঠাকুর ! এ আর হনুমানের মূর্ত্তি নয় ; এ বাবা জ্যান্তো মোগলের গুঁতো।

২য় নাঃ। আরে মোগলের গুঁতোই হোক আর পাঠানের ঠেলাই হোক, কুম্ভসিংহ ও কম নয় ; প্রমারগণের দীর্ঘকালের অধিকারভুক্ত দুর্ভেদ্য সেই গিরিদুর্গের কথা মনে পড়ে কি ? একবার ভেবে দেখ দেখি কি বীরত্বেই মহারাজ সেই দুর্গ হস্তগত করেছিলেন।

১ম নাঃ। হাঁ, হাঁ, সেও সেই ; সেই রণমল্ল। রণমল্লকে বড় কম মনে করো না ; এ আর সেই রাণা চণ্ডের শত্রু রাজপুতকুলকলঙ্ক নরপিশাচ রণমল্ল নয় ; এ রণমল্ল রাণা কুম্ভের দক্ষিণ হস্ত ;

ভগবানের নির্ম্মাল্য ; তবে কি না—না আঁচালে বিশ্বাস নেই ভায়া—না আঁচালে বিশ্বাস নেই। যাক্ ওসব রাজা রাজড়ার কাণ্ড—এখন চল্লুম ভায়া, নমস্কার! (স্বগতঃ) প্রেমের খেলা বোঝা ভার।

(প্রস্থান)

২য় নাঃ। মুর্খ! "রামও বলে কাপড়ও তোলে"। প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আবার সন্দেহও ষোল আনা। জানে না যে রণমল্ল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ; মহারাণার মঙ্গল ভিন্ন তার সহযোগিতার অন্য কোন লক্ষ্য নাই ; রাজা রাণীর সুখই যে তার কাম্য—বর্ত্তমান যুদ্ধে রণমল্লের আত্মোৎসর্গই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কুসুম উদ্যান

(প্রস্তর ফলকের উপর উপবিষ্টা শান্তিবাই ব্যথা বিজড়িত কণ্ঠে গাহিতেছেন ও একধারে অতি সন্তর্পণে আসিয়া শম্ভু সিংহ সতৃষ্ণনয়নে তাহাকে দেখিতেছেন)

গীত

শান্তি।

সখা তুমি পার কি গো আর ফাঁকি দিতে ?
দাঁড়ায়ে যে মনের মাঝে আছ নিভৃতে।
কি করে আর আমায় ফেলে,
যাবে তুমি দূরে চলে ?
আমি তোমায় দেখ্‌ব শুধু প্রাণের আলোতে ;
আমি তোমায় ধরতে যাব সবারই সাথে।

যদি কভু আমারেও আমি ভুলে যাই,
তুমি তবু আমার সাথে রবে সর্ব্বদাই ;
নিরাকার ও সাকার তুমি
তুমি যে গো বিশ্বস্বামী ;
জানি তোমায় জানি আমি জনম হইতে।
পার কি নাথ ! পার তুমি আমায় ত্যজিতে ?

শম্ভু। মরি ! মরি ! কি সুমধুর কণ্ঠ ! কি অপরূপ রূপ ! কুরঙ্গ নয়নার কটাক্ষপূর্ণ নয়ন-যুগলের কি অপূর্ব্ব শোভা ! অনিমেষ নয়নে অনন্তকাল যদি এই রূপসুধা পান করি তবুও বোধ হয় প্রাণের তৃপ্তি সাধন হয় না। শশধর নিন্দিত মুখমণ্ডল চঞ্চল চক্ষুর কুটিল কটাক্ষে ও অপূর্ব্ব ভ্রূবিলাসে কি অপরূপ শোভাই না ধারণ করেছে ! আহা ! কি ভুবন মোহন রূপ !

(ধীর পদক্ষেপে সন্নিকটে গমন)

সত্যই এ রত্ন রণমল্লের উপযোগী ? কিন্তু—না—তাহোক—আমি যে রূপমুগ্ধ ! গুণমুগ্ধ ! আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে এ মূর্ত্তি চির অঙ্কিত। (স্পষ্ট করিয়া) শান্তি ! শান্তি ! (সন্তর্পণে পৃষ্ঠে হস্ত রাখিলেন।)

(চমকিতভাবে মুখাবলোকন করিয়া শান্তি স্থিরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করুণ দৃষ্টিতে বলিলেন)

শান্তি। কে ? শম্ভুদা ! তুমি আজ এখানে যে ?

শম্ভু। ও কি শান্তি ! তোমার দৃষ্টি আজ এত করুণ কেন ? স্বর বাষ্পবিজড়িত ব্যথামাখা কেন ? তোমার মুখমণ্ডলে যেন কি

এক দুশ্চিন্তার ছায়া এসে পড়েছে ;—কেন শান্তি ! কি হয়েছে বল না ? (শান্তি নীরবে মুখ নত করিলেন) শান্তি ! শান্তি !

শান্তি। শম্ভুদা ! যুদ্ধের খবর কি ?

শম্ভু। সে কি ? তুমি কিছুই জান না ? যুদ্ধে যে আমরা জয়ী হয়েছি।

শান্তি। (পুলকিত দৃষ্টিতে) দাদা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন ?

শম্ভু। দাদা নয় শান্তি ; দাদা নয় ; হাঁ—তা দাদাও বলা চলে ; তবে ঘটেছে কি জান ? বীরবপু রণমল্ল রাজবেশ পরিধান করে মহারাজ কুম্ভসিংহকে ছদ্মবেশে শিবির হতে বার করে দেন ; পরে স্বয়ং মিবারেশ্বররূপে অপূর্ব্ব প্রতাপে মালবরাজের অসংখ্য অশ্বারোহী সেনাকে যুদ্ধে পরাভূত করে মালবাধিপতি রাজমহম্মদকে কৌশলে বন্দী করে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে মিবার অভিমুখে যাত্রা করেছেন। আজই এসে পৌছাবার কথা। আনন্দ কর শান্তি ! আনন্দ কর !

শান্তি। সত্যি ? না—না—তুমি আমায় ঠাট্টা কর্‌ছো ; কেমন শম্ভুদা ! নয় ? বল ?

শম্ভু। শান্তি ! আমাকে তুমি কখনও মিথ্যা কথা বল্‌তে শুনেছ ?

শান্তি। না।

শম্ভু। তবে ? বল এ সুখবর নয় ?

শান্তি। তুমি বেঁচে থাক শম্ভুদা ! খুব সুখবর ? খুব আনন্দ ! (কর-জোড়ে) শূলধারী ! তুমিই সত্য ! যাই শূলধারীর পূজার আয়োজন করিগে।

শম্ভু। (সহর্ষভাবে) আর আমার পুরস্কার ?

শান্তি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা তুমি চির শান্তিতে থাক।

শম্ভু। শান্তিকে নিয়ে শান্তি ত ?

শান্তি। (চিন্তিত মনে মুখের পানে চাহিয়া) শম্ভুদা !

শম্ভু। বল শান্তি ! ওকি ! হঠাৎ ফুল্ল মুখকমল বিষাদের ছায়ামণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লো কেন ? শান্তি ! শান্তি !

শান্তি। শম্ভুদা ! সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাস ?

শম্ভু। শান্তি ! অলৌকিক রূপলাবণ্য পরিস্ফুট ঐ সরলতাপূর্ণ হাসি-ভরা মুখখানি দেখে, কে না তোমাকে ভালবেসে থাক্‌তে পারে বল ?

শান্তি। তাই তুমি ভালবাস ?

শম্ভু। শুধু রূপ কেন শান্তি ! তুমি যে গুণের আকর—নারীপ্রকৃতি-সুলভ দয়া মায়া ও স্নেহে তোমার উন্নত হৃদয় যে পরিপূর্ণ শান্তি ! শান্তি ! দোহাই শান্তি ! প্রকৃতিবিরুদ্ধ চাহনিতে আমায় দগ্ধ করো না। অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ মধুর তোমার দৃষ্টি ; সুকোমল কমনীয় মাধুর্য্যময় তোমার মুখভাব ; তুমি স্থির ধীর প্রশান্তময়ী প্রতিমা ! আর ওরূপ তীব্র দৃষ্টিতে আমায় দগ্ধ করো না শান্তি ! (শান্তির লজ্জায় অধোবদনে অবস্থান)

(নেপথ্যে নহবৎধ্বনি)

শান্তি। (চমকিত হইয়া) ও কিসের নহবৎধ্বনি শম্ভুদা ?

(নেপথ্যে বারম্বার জয়নাদ)

শম্ভু। ওই শোন শান্তি ! নিশ্চয়ই বিজয়ী রণমল্ল ফিরে এসেছেন ; তাই নগরময় এই জয়নাদ ও নহবৎধ্বনি।

শান্তি। (গমনোদ্যতা) তবে যাই দেখিগে—

শম্ভু। (হস্তধারণপূর্ব্বক) কোথায় ?

শান্তি। ছাড় শম্ভুদা (হস্ত টানিয়া লইয়া) তুমি যাবে না ? আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)

শম্ভু। দাঁড়াও, দাঁড়াও—তাইত ; চলে গেল ? আশা নদীর দুকুল ভাঙতে আরম্ভ হলো ? হা অদৃষ্ট ! দিদি কি তবে—না তাওত নয় ; মহারাজ মীরাবাঈএর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন শুনে অবধি দিদি যে আরও অধীর হয়ে উঠেছেন ; কিন্তু এইটুকু সন্দেহ হয়—রণমল্লের হাতে শান্তিকে তুলে না দিয়ে—ভাল ; শান্তির হৃদয় বেশ করে পরীক্ষা না করেই কি দিদি এ কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন ?—তাই বা বিশ্বাস করি কি করে ?—যার জন্য তিনি অহরহঃ জ্বল্‌ছেন ; রাজরাণী হয়েও শান্তি পাচ্ছেন না—এমন কি রণমল্লকে সেনাপতির চেয়ে অধিক সম্মানের পদ দিয়েও তৃপ্ত হতে পাচ্ছেন না ;—তবে কি রণমল্লকে চিরকুমার করে রাখাই দিদির অভিপ্রায় ? তাতেই তিনি সুখী হবেন ? শৈশব সঙ্গীর পরিণয় ব্যাপার কি প্রণয়িণীর পক্ষে এতই অসহ্য ? —হাঁ, তাই হবে—না হলে শান্তির সঙ্গেইত রণমল্লের বিবাহ দিয়ে আনন্দ কর্‌তে পার্‌তেন। দিদি বল্লেন, শান্তির নামে কিছু জায়গীর আছে। আমি দরিদ্র—শান্তিকে বিবাহ কল্লে আমি তা পাব ; সেই জন্যই আমার সঙ্গে শান্তির বিবাহ। আর রণমল্ল দিদির কাছে বলেছেন শান্তিকে নাকি তাঁর পছন্দ হয় না ; হবেও বা—যার যেমন রুচি। শান্তি কিন্তু রূপে গুণে অদ্বিতীয়া—আমার চোখে দেবীপ্রতিমা।

(চিন্তিত মনে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কিষণজীর মন্দির

বহিঃপ্রাঙ্গন

(কথা কহিতে কহিতে উদাসিনী ও পুষ্পমাল্য হস্তে মীরাবাই এর প্রবেশ)

উদা। মীরা! যা বল্লেম যেন মনে থাকে—অনেক প্রলোভন দেখিয়ে অনেক বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে তোমায় লোকে ভুলাতে চেষ্টা কর্‌বে; সাবধান! কখনও দুর্ব্বলচিত্ত কপটাচারী বিশ্বাসঘাতক পুরুষজাতিকে বিশ্বাস করে পতিপদে বরণ কর্‌তে যেও না। সংসারের অসারতা দেখে, কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা পরিপূর্ণ জগতের অলীকতা বুঝ্‌তে পেরে ধন সম্পত্তি ও রাজৈশ্বর্য্যের মত্ততা উপলব্ধি করে আজ আমি তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি; সাবধান মীরা! মানুষকে কখনও স্বামীভাবে ভালবাস্‌তে—যেও না; মানুষ ভালবাসা বোঝে না। প্রকৃত ভালবাসা মানুষ পায় না; ভালবাসা স্বর্গের বস্তু; মর্ত্ত্যের নয়। আশৈশব যাঁর পূজা, যাঁর ধ্যান, যাঁর নাম কীর্ত্তন করে এসেছ, পিতার ইচ্ছায় যাঁকে পতিত্বে বরণ করে পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছ, মনে রেখো মীরা! সেই তোমার জীবন মরণের সাথী; সেই স্বামী! সেই প্রেমময় পরম পুরুষই তোমার একমাত্র ভালবাসার ধন! আরাধ্য দেবতা!

মীরা। উদাসিনী দিদি! আমি বেশ জানি আমার গোপাল ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ নাই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর দিদি—আমার হৃদয় হতে যেন আমার প্রাণের গোপাল কখনও অন্তর্হিত না হন। আমি যেন এ জীবনেই তাঁর

অপূর্ব্ব লীলা খেলা উপলব্ধি করে অপার আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হই।

উদা। রাধাকিষণজী যেন তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করেন, এই আমার চির প্রার্থনা! আচ্ছা মীরা! মহারাজের যাত্রা কর্‌বার পূর্ব্বে যে তোমায় ছল করে ডেকে নিয়ে এলাম এতে তুমি প্রাণে কোন ব্যথা পাও নিত?

মীরা। না দিদি! কিছু না; তবে তিনি যদি কোনরূপ দুঃখ করেন, তাই ভেবেই আমার প্রাণ থেকে থেকে কেমন করে উঠ্‌ছে।

উদা। আমি মহারাজের আচরণে সন্দেহ করে এ নিষ্ঠুর কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌তে সাহসী হয়েছি; মীরা! আমায় ক্ষমা কর্‌বিত বোন?

মীরা। মহারাজের এমন কি আচরণ দেখ্‌লে দিদি? যাতে তুমি—

উদা। (বাধা দিয়া) শোন মীরা! তোমার হৃদয় দেবভাবপূর্ণ, সরলতা মাখান, সঙ্কোচবিহীন; তাই তুমি মানবচরিত্রের অবিশুদ্ধতা ভাল বুঝ্‌তে পার না।—আমরা সংসারের সংশয়ী কীট! হতে পারে মহারাজ আদর করে অপত্যস্নেহে তোমায় কোলে করেছিলেন। হতে পারে তিনি উচ্চ, মহৎ ও বিরাট পুরুষ! হতে পারে তিনি বিশ্ববিজয়ী বীর; কিন্তু কামজয়ী যে তিনি নন একথা নিশ্চিত। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মীরা। (উদাস দৃষ্টিতে উদাসিনীর দিকে চাহিয়া) তুমি কি বল্‌ছ দিদি!

উদা। মীরা! নিশ্চয়ই জেনো কামজয়ী পুরুষ কখনও নারীর ভালবাসায় মুগ্ধ হয় না; আরও বলি—ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত উন্মাদগ্রস্ত ও

ভয়ার্ত্তকে দেখে যেমন তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে হয় না, অন্তরের ছায়া মুখে প্রকাশ পায় ; সেই রূপ বোধশক্তি থাক্‌লে, মুখ দেখেই কামুক বা কামজয়ীর স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে মানুষ সমর্থ হয় ; বুঝ্‌লে মীরা ?

মীরা। দিদি ! তুমি যাই বল ; তিনি আমাদের জীবনদাতা।

উদা। তার জন্য তিনি অসংখ্য ধন্যবাদ পেতে পারেন ; কিন্তু কামগন্ধ নিয়ে কুলকুমারীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

মীরা। সে কথা একশবার বল্‌তে পার।

উদা। বলা আর কেন ?—তোমার মনে কোন উদ্বেগ না এলেই আমি নিশ্চিন্ত, মীরা !

মীরা। না দিদি ! আমার বিচলিত হবার কিছুই নেই।

উদা। তুমি যে দেবী ! —তবে এস মীরা ! রাধাকিষণজীকে দর্শন করে পরিতৃপ্ত হই ; (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মন্দির দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া) সর্ব্বনাশ ! পুরোহিত যে দরজা বন্ধ করে চলে গেছে ; তাহ'লে উপায় ?

মীরা। দিদি ! আমি মহাপাতকিনী ! তাই রাধাকিষণজী আমায় কিছুতে দর্শন দেবেন না।

উদা। তুমি দুঃখ করো না মীরা ; এখানে একটু দাঁড়াও ; আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে চাবিটা নিয়ে আসি—কেমন ?

মীরা। তাই যাও দিদি ; যদি উপায় হয়।

(উদাসিনীর প্রস্থান)

(করজোড়ে) হে গোপাল!
অপরাধী তব পদে আমি ;
অপ্রশস্ত অন্তর আমার ;
জানি আমি যোগ্যা নহি তব,
দেব তুমি, মানবী এ দাসী।
অন্তর্যামী! অন্তরে করিছ সদা বাস
অন্তরের ভাব নহে তব অবিদিত।
রিপুবশবর্ত্তী মম মন——
ইন্দ্রিয় অধীন সদা
সর্ব্ব কার্য্যে সন্দেহ উদয়।
তা বলে কি ভুলিয়া রহিবে?
পাপিনীরে পায়ে ঠেলে
দেখা নাহি দিবে আর?
তবে কেন পাপী তাপী
পরিত্রাহি রবে,
পতিত পাবন বলে
সদা ডাকে তোমা?
হে শান্তি নিদান! হে মহান্!
তবে কেন দীনবন্ধু নামে
ডাকে তোমা দীনহীন জনে?
দেখা দাও! দেখা দাও!
হৃদয় জুড়াও হৃদয়েশ!
এ দাসীর একমাত্র
তুমিই সম্বল।

(গান করিতে করিতে ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

গীত

চল প্রেম সোপানে চড়িয়া—
শান্তি লভিতে সাধ থাকে যদি
ভ্রান্তি চরণে দলিয়া।

অসার অলীক আশার আশয়ে
ডুবিয়া রয়োনা আর ;
ভুলিয়া যেওনা ভবেশ ভাবনা
যেতে হবে পর পার ;

বৃথা ভোগ নিয়ে ভোগ্য হারায়ে
মুখ্য যেও না ভুলিয়া ;
লক্ষ বাধা দলিয়া চল
আপন লক্ষ্য ধরিয়া।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
সকলই মিলিবে তোর ;
ঘুচিবে দৈন্য দুঃখ জালা
কেটে যাবে মায়া ডোর।

স্বভাবে বিভোর মন প্রাণ তোর
যাতে হয় মতি রাখিয়া ;
ধীরে ধীরে ধীরে বৈরাগ্য বিচারে
চল না আসক্তি নাশিয়া ॥

মীরা। (স্থির নেত্রে গান শুনিয়া বিহ্বল কণ্ঠে) কে তুমি বালক !
ছদ্মবেশে সম্মুখে আমার ?

হেরে মনে হয়, নও তুমি সামান্য মানব ;
শুনাইতে সার ধর্ম্ম হে শান্তিনিদান !
আসিয়াছ ছদ্মবেশে স্বয়ং সম্মুখে !
বল বল রঙ্গরাজ !
কোন রঙ্গ দেখাইতে আজি
ধরাতলে হইলে উদয় ?
ধরিলে এ নব মূর্ত্তি নারীর সম্মুখে ?

কৃষ্ণ। হাঁ গা ! তুমি কি বল্‌ছ ? তোমার কথা শুনে যে আমার হাসি পাচ্ছে ? কে গা তুমি ? কোথায় যাবে গা ?

মীরা। (অর্দ্ধ স্বগতঃ) তবে কে এই বালক ?
না না ; ভুল এ ধারণা মম।
হতে পারে শিক্ষাদাতা তিনি
কিন্তু এ মানব !
নহে ছদ্মবেশী গোপাল আমার।

কৃষ্ণ। হাঁ গা ! কথার জবাব দিচ্ছ না কেন গা ? তুমি কি কাণে—কম শুন ?

মীরা। ভাই ! তুমি কোথায় যাবে ?

কৃষ্ণ। আমি ?—তবে তুমি কাণে—শুন্‌তে পাও ?

মীরা। হাঁ—

কৃষ্ণ। আমি যাব হৃদয়পুরে।

মীরা। হৃদয়পুর কোথায় ?

কৃষ্ণ। অন্তরে ; এখান থেকে অল্প দূর।

মীরা। সেখানে কি তোমার বাড়ী ?

কৃষ্ণ। হাঁ, আমার বাস সেখানে।

মীরা। সেখানে তোমার কে কে আছে ?

কৃষ্ণ। আমার সবাই আছে।

মীরা। সবাই কে কে ? বল্‌তে কি কোন আপত্তি আছে ?

কৃষ্ণ। হৃদয়পুরে, বিশ্বাস নামে আমার পিতা আছেন, ভক্তি নামে মা আছেন, শ্রদ্ধা নামে এক ভগ্নী ও বিবেক নামে এক ভাই আছেন, আরও বল্‌তে হবে ?

মীরা। বাঃ বেশ নামগুলি ত! আর তোমার নামটি ?

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) এই সেরেছে! এবার বুঝি ধরা পড়ি ; (স্পষ্ট) হাঁ গা আমার নাম জিজ্ঞাসা কর্‌ছ ?

মীরা। হাঁ—

কৃষ্ণ। আমার নাম—আমার নাম হচ্ছে—প্রেম।

মীরা। বাঃ বেশ নামত! প্রেম ? হাঁ তা মুখ দেখে প্রথমেই মনে করেছিলাম—তাইত সন্দেহ হয়েছিল ; ভাই—! বেশ নামটি তোমার ; মুখখানিতেও যেন নামটি মাখা জোখা। কি কাজ কর ভাই ?

কৃষ্ণ। হৃদয়পুরে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াই।

মীরা। তাতে তোমার চলে ?

কৃষ্ণ। কেন চল্‌বে না—ঢের ঢের।

মীরা। কিন্তু আমার কাছে ত এখন কিছুই নেই ;

কৃষ্ণ। বল কি ? তুমি আমায় এত দিলে—কিছুই নাই বল্‌ছ ?

মীরা। কি দিয়েছি ভাই ? কই ? কিছুই ত দিই নি ?

কৃষ্ণ। হাঁ দিয়েছ বই কি ? এতক্ষণ কথা কইলে কি কিছু পাওয়া যায় না ? (অন্য মনে) হাঁ দিয়েছ—পেয়েছি ত—

মীরা। কি পেয়েছ ভাই ?

কৃষ্ণ। ভালবাসা।

মীরা। সে কি ?

গীত

কৃষ্ণ।

আমি ভালবাসা শুধু চাই।
কি আছে ধরায় ? কি দিবে আমায় ?
কিছু নাই আর কিছু নাই।

জগত ভুলিয়ে মন প্রাণ দিয়ে
যে আমারে ভালবাসে ;
আমি হই তার সে হয় আমার,
দুখ ঘুচে অনায়াসে।

আমি আর কিছু নাহি চাই ;
ভালবাস সবে, ভালবাসা পাবে,
মোক্ষ লভিবে ভাই।

আমি ভালবাসা ভালবাসি।
চাহি না সাধন, ভজন পূজন,
নহি তপ জপ অভিলাষী।

ছেলের মতন ভালবাস মোরে,
যে ভাবে বা প্রাণ চায় ;
যে ভাবেই মোরে, বাস গো ভাল
আমি সদা সুখী তায়।

ভালবাসা মম স্বরূপ প্রকৃতি
ভালবাসা চাহি তাই।
আমি ভালবাসা শুধু চাই ॥

(গান করিতে করিতে বালকের অন্তর্দ্ধান)

(অশ্রুভারাক্রান্ত নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে মীরার অবস্থান ও উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। মীরার এ কি ভাব ? এক দৃষ্টে কার পানে চেয়ে আছে ? অশ্রুজলে বক্ষ ভেসে যাচ্ছে সে দিকে লক্ষ্য নাই ; আমি এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছি— কোন কথা নাই ? এ কি ভাব ? মীরা ! মীরা ! ভগ্নী আমার !

মীরা। (দৃষ্টি ফিরাইয়া) কে ? কে তুমি দেবী ?

উদা। মীরা ! তুমি আমায় চিন্তে পাচ্ছ না ?

মীরা। কে ? দিদি ! উদাসিনী দিদি ! দিদি ! (বলিয়া ব্যাকুল ভাবে উদাসিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন) ।

উদা। এ কি ? কাঁদ্ছ কেন বোন ?

মীরা। দিদি ! আমায় দেখাও—শীঘ্র দেখাও—প্রাণ বাঁচাও—শীঘ্র দেখাও ?

উদা। মীরা ! স্থির হও, কাল সকাল সকাল এলেই ঠিক দর্শন হবে। আজ উদ্দেশ্যে নমস্কার করে ফিরে চল।

মীরা। কি ? চাবি পাও নি দিদি ? আজ আর দোর খোলা হবে না ? আমরা দর্শন করতে পাব না ?

উদা। না বোন আজ আর—

(মীরা ছুটিয়া গিয়া মন্দির দ্বারে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে সরোদনে গান ধরিলেন)

গীত

মীরা। (করজোড়ে)

দ্বার উন্মোচন কর নারায়ণ। ওহে নয়নরঞ্জন স্বামি !
তুমি হৃদয়শোভন শান্তিনিকেতন দীনাহীনা অতি আমি।

(আজি হের্‌ব তোমায় ; হের্‌লে হৃদি জ্বালা জুড়ায়)
খোল আবরণ ভুবনমোহন হও ভকত ভূষণ তুমি ;
(সখা তোমার ভক্তের তরে)
তুমি কি না করেছ কি না সয়েছ ওহে প্রভু অন্তর্যামী ;
ভাবিছ বুঝিছ করিছ সকলই যখনকার যাহা তুমি ;
(ছলনা করোনা আর ;—দেখাও মধুর মূরতি তোমার)
আজি হেরিব বলিয়ে এসেছি ছুটিয়ে বহু দূর হতে আমি ;
পূজিব বলিয়ে পরশিতে চাই দাও হে ও—পদ দুখানি !

(মীরার প্রণত অবস্থায় সশব্দে দ্বার উদ্ঘাটন)

উদা। (বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে) আ হা—হা—হা ! মীরা ! মীরা ! চেয়ে দেখ্—চেয়ে দেখ্—ভক্তের প্রতি ভগবানের কি অসীম দয়া ?

মীরা।

(মাথা তুলিয়া করজোড়ে মন্দিরাভ্যন্তরে গমনান্তর)

জয় জয় গোপাল গোবিন্দ চন্দ্র
গোপীমনমোহন গোপ্তা গোপেন্দ্র
গোলোক আলোক ভূলোক নন্দ
নন্দক নটবর নন্দিত চন্দঃ
গৌরব চুম্বিত চৌম্বক চেতঃ
চৈতন্য যুক্তশ্চরাচর দীপ্তঃ
মৃগমদ সৌরভ সর্ব্ব শরীরে।
দেহি পদ আস্পদ অজ্ঞ অধীরে॥

(মীরার প্রণতি ও মন্দির দ্বার রোধ)

পঞ্চম দৃশ্য

আনন্দীর সুরম্য শয়নকক্ষ

পালঙ্কোপরি অর্দ্ধশায়িতা আনন্দী

আনন্দী। (চিন্তিত মনে) কর্ম্মফলই যদি মানুষের কর্ম্মভোগের কারণ হয়, আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করেছি যে আমাকে এ বয়সে এত জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মর্‌তে হচ্ছে? অহর্নিশি প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছি—নারীর জীবনে যতটুকু সুখ, সম্পদ, স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, তা ত আমার যথেষ্ট আছে; আমি আবার মহারাজের একমাত্র সহধর্ম্মিণী, একমাত্র সোহাগের—ভালবাসার। কিন্তু হায়! শৈশবের ভালবাসা কি ভয়ানক রূপই না ধারণ করেছে? কিছুতেই কি ভুলা যায় না? উপেক্ষা করা যায় না? মহারাজ আজ তিন চার দিন ধরে কত করে আমায় বুঝাচ্ছে, কত করে বুকে টেনে নিতে চেষ্টা কর্‌ছে—আমায় শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ দিতে চাচ্ছে—কিন্তু আমি? আমি উপেক্ষার হৃদয়হীনা মূর্ত্তি সেজে—ওঃ—আর পারি না; ভগবান! কি জ্বালা!—আবার—ঐ আবার মহারাজ আস্‌ছেন।

(মহারাজের প্রবেশ)

কুম্ভ। আনন্দী! আমি বেশ জানি মীরা কুসুমের কমনীয় হাসি অপেক্ষা পবিত্র; শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্না অপেক্ষাও নির্ম্মল। মীরার হৃদয় অপার্থিব সম্পদ ও অলৌকিক প্রেমে পরিপূর্ণ। তুমি আমায় সন্দেহ করো না।

আনন্দী। আমায় ক্ষমা কর ; বার বার তোমার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি, আমায় ক্ষমা কর ; তুমি মীরাকে পেয়ে সুখী হও।

কুম্ভ। আবার সেই কথা! সেই পুরান কথা আনন্দী! এ কি সত্য ? তোমার প্রাণের কথা। প্রলাপ নয় ? আনন্দী! তোমার মতিচ্ছন্ন হয়নি ত ?

আনন্দী। (বিরক্তভাবে) জানি না ;

কুম্ভ। আনন্দী! তোমার হৃদয় যে কি উপাদানে গঠিত তা আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম্ না ; ভগবান কি তোমার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্গীয় সৌষ্ঠবে সুসজ্জিত করে হৃদয়টুকু কেবল পাষাণে গঠিত করেছিলেন ?

আনন্দী। (অন্যমনস্কভাবে) হবে—

কুম্ভ। অসম্ভব! কখনই নয়! তাহলে এত সৌন্দর্য্য এত কমনীয়তা এত রূপ ভগবান এ অঙ্গে ঢেলে দিতেন না। আনন্দী! প্রাণাধিকে! প্রণয়ীকে দীর্ঘ বিরহের দণ্ড কি এমন করেই দিতে হয় ? বল, বল আনন্দী! এ তোমার অভিমান মাত্র ; অন্তরের কথা নয়—এ তোমার ঠাট্টা, কৌতুক ; সত্য নয়!—আর বল, আমা বই তুমি কাউকে জান না ; তোমার মন বুদ্ধি মিবারেশ্বরের শুভ কামনা বই অন্য কোন বাসনা করে না।

আনন্দী। তুমি যাই কেন ভাব না, আমি যা বলেছি সব অভ্রান্ত সত্য।

কুম্ভ। আনন্দী! আর আমায় সন্দেহের অন্ধকূপে নিমজ্জিত করো না। বল, সত্য সত্যই কি তুমি আমার পুনরায় দার পরিগ্রহে সুখী ?

আনন্দী। হাঁ, সুখী—

কুম্ভ। ওঃ বুঝেছি ; এতদিনে আমার চক্ষু ফুটেছে। হা অভাগী ! স্বীয় মান সম্ভ্রম সৌজন্য পদদলিত করে কোন কুহকে যে আত্ম-সমর্পণ করেছিস্,—আপন আরাধ্য ধনে হেয় অপমানিত বিতাড়িত করে কোন সুখ স্বপ্নের বুকে যে মুখ লুকাতে ছুটে চলেছিস্ তাকি কখনও আমার নয়নগোচর হবে না ? দেখি এ পাপের প্রজ্জ্বলিত অনলে কে দগ্ধীভূত হয় ? ধর্ম্মে কত সয় ? হা ভগবান ! এও আমার অদৃষ্টে ছিল ! ধিক্—কুম্ভসিংহ ! ধিক্ তোমার রাজৈশ্বর্য্যে ! ধিক্ তোমার প্রেমাভিনয়ে !

(বিক্ষিপ্তচিত্তে প্রস্থান)

আনন্দী। (ব্যস্তভাবে কুম্ভসিংহকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়া পুনঃ পশ্চাদপসরণ) না, বাধা দিব না ; যাও বীরকেশরী ! আর তোমায় এ লৌহময় পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখ্‌ব না। আজ তুমিও—মুক্ত, আমিও মুক্ত। রণমল্ল ! দেখে যাও—আজ তোমার আশায় উন্মাদিনী আনন্দী কি কঠোর সঙ্কল্পে বুক বেঁধে পাষাণপ্রতিমা সেজে পতিপ্রেম বিসর্জ্জন দিতে বসেছে।

(ভয়বিহ্বলভাবে শম্ভুসিংহের প্রবেশ)

শম্ভু। দিদি ! দিদি ! মহারাজের আজ এ কি মূর্ত্তি দেখ্‌লাম্ ?

আনন্দী। শম্ভু ! ভাই ! সবই তোমার জন্য ! অনেক কষ্টে মহারাজকে স্বীকার করিয়েছি—অনেক মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত করে রণমল্লকে মহারাজের বিরাগভাজন করেছি।

শম্ভু। (আশ্চর্য্যভাবে) এঁ্যা ! সেকি ? রণমল্লকে মহারাজের বিরাগভাজন ?

আনন্দী। হাঁ, শান্তির দিক দিয়ে—আজ হতে শান্তি তোমার।

শম্ভু। (সাহ্লাদে) তাই বল ;—দিদি! আমিও আজ হতে তোমার কাছে কেনা রইলাম।

আনন্দী। এখন যাও ভাই ; আমার মন বড় অস্থির। আমি একটু বিশ্রাম করি। (স্বগতঃ) রণমল্ল! এখনও—তোমার সময় হল না ?

(শয্যায় গিয়া উপবেশন)

শম্ভু। (যাইতে যাইতে) শান্তি! তুমি আমায় উপেক্ষা কর্‌লেও ন্যায়বান পরমেশ্বর আমার আশা কখনও অপূর্ণ রাখবেন না, আমার প্রার্থনা কখনও উপেক্ষা কর্‌বেন না।

(প্রস্থান)

(সহাস্যে মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। রাণীমা! সুখবর ; সেনাপতি দ্বারদেশে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

আনন্দী। (গাত্রোত্থান) এসেছেন ? যাও যাও—নিয়ে এস।

(মঙ্গলার প্রস্থান)

মঙ্গলা সত্য সত্যই আমার মঙ্গলময়ী প্রতিমা ; ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের ন্যায় দুর্লভ ও পবিত্র—ওই যে—ওই যে আমার জীবনসহচর—রণমল্ল—

(রণমল্ল ও মঙ্গলার প্রবেশ এবং আনন্দী কর্ত্তৃক কণ্ঠ হইতে এক ছড়া হার খুলিয়া মঙ্গলাকে দান)

মঙ্গলা! খুসী হয়েছ ?

মঙ্গলা। (হার দেখিতে দেখিতে) হাঁ মা! খুব খুসী।

আনন্দী। তবে এখন এস।

মঙ্গলা। হাঁ (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) মঙ্গলা! রাণীর মন জুগিয়ে চল্‌তে পারিস্ ত এমন কত পাবি।

(প্রস্থান)

রণমল্ল। মহারাণি !

আনন্দী। রণমল্ল !

রণমল্ল। আনন্দীবাই !

আনন্দী। রণমল্ল ! এত দিনে মনে পড়েছে ? (সন্নিকট গমন)

রণমল্ল। আনন্দী ! আজ তোমার বাহ্যিকভাব দেখে মনে হচ্ছে তুমি একটু অপ্রকৃতিস্থ ! এর কারণ কি আনন্দীবাই ?

আনন্দী। এস রণমল্ল ! আগে আলিঙ্গন করি ; তারপর অন্য কথা (রণমল্লের পশ্চাদপসরণ) রণমল্ল ! তুমি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছ শুনে আমার প্রাণে কত আনন্দ ! কিন্তু তুমি কি নিষ্ঠুর ! একবার দেখাটি পর্য্যন্ত কর্‌তে এলে না ? ও কি ! তুমি সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন ? এস আমায় আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গনোদ্যত)

রণমল্ল। (সম্ভ্রমে দূরে সরিয়া) আনন্দীবাই ! তুমি রাজরাণী ! রাজরাণীর মত আচরণ কর ; তাতেই আমি সুখী হব।

আনন্দী। (সবিস্ময়ে) না, না ; ও কি কথা ! তুমি যে আমার শৈশব সহচর ; এরি মধ্যে সব কথা ভুলে গেলে ?

রণমল্ল। না ভুল্‌লেও এখন সে ব্যবহার ভোলা প্রয়োজন মনে করি ; কারণ কালের পরিবর্ত্তনে সবারই পরিবর্ত্তন হয়।

আনন্দী। (সবিস্ময়ে) ভালবাসারও ? সে কি ! রণমল্ল ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমন দীপ্ত মুখখানি মলিন হয়ে গেল কেন ? এ কি ?—তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ? রণমল্ল ! স্থির হও ; (হস্তধারণপূর্ব্বক) বল—ভালবাসারও পরিবর্ত্তন ঘটে ?

রণমল্ল। (হস্ত মুক্ত করিয়া) আনন্দী ! ভালবাসার নাম করে ভগবানের আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য পদদলিত করো না। ও কি !

চমকিতভাবে বিহ্বল দৃষ্টিতে মুখের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে—উন্মাদ ! তুমি সত্যই উন্মাদ !

আনন্দী। হাঁ সত্য সত্যই উন্মাদ ;—কিন্তু কে আমায় উন্মাদ কর্‌লে রণমল্ল ? বল, বল ; আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—সেই প্রণয় সম্ভাষণ, সেই পবিত্র ভালবাসা, সেই অভ্রান্ত আনন্দ কোলাহল ? সেই এক বৃন্তে দুটি ফুলের মত পরস্পরের অভিন্নভাব—সব ভুলে গেলে ?

রণমল্ল। চেও না ! অমন করুণ কটাক্ষে আমার পানে চেও না আনন্দী ! তোমার ওই—কাতর দৃষ্টি,—প্রাণের নিভৃত প্রান্তে কি যেন এক অজানা বিস্ময় জাগিয়ে তোলে ; ঐন্দ্রজালিক শক্তির মত আমায় বিমোহিত করে ফেলে। স্থির হও আনন্দী ! চিত্ত সংযত কর ! মহারাণা যদি তোমার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করে থাকেন, তোমার প্রাণে আঘাত দিয়ে থাকেন, আমি তার প্রতিবিধানের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা কর্‌ব।

আনন্দী। রণমল্ল ! সহানুভূতি সমবেদনার করুণ বাণী শোন্‌বার জন্য আজ তোমায় আমি আহ্বান করি নি। যদি আমার জন্য তোমার এক বিন্দু ভালবাসা থাকে ত আর অমন করো না ; এস (আলিঙ্গনোদ্যত) এই দগ্ধ প্রাণ শীতল কর ; আমায় আলিঙ্গন দাও।

রণমল্ল। (পশ্চাৎ সরিয়া) শুন আনন্দী ! নারী হয়ে নারীর কর্ত্তব্য ভুলে যেও না—ভালবাসায় অন্ধ হয়ে ভ্রমজালে নিপতিত হয়ো না—আর আমার সান্নিধ্যই যদি এ তীব্র বাসনা, দুরাকাঙ্ক্ষা ও পাপ তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলেছে—বলে মনে কর, তবে বল, আমি আজই এ রাজ্য হতে চিরতরে বিদায় হই। বল বল আনন্দী ! তোমার কি অভিলাষ ?

আনন্দী। পাষাণ তুমি! কি বল্‌ছ? তুমি দূর দেশে চলে গেলে, চোখের অন্তরাল হলে, আমি তোমায় ভুল্‌ব! হৃদয়হীন! তোমায় কি করে দেখাব বল, এ হৃদয়ে, কোন মধুময় স্মৃতি চিরলুক্কায়িত? ধমণীর প্রতি রক্তস্রোতে কোন মধুময় নামের ঝঙ্কার বয়ে যাচ্ছে? রণমল্ল! কি করে তোমায় বুঝাব বল। এতে ত কাব্যের ঝঙ্কার নাই, কবির উচ্ছ্বাস নাই, ভাবের তরঙ্গ নাই; এ যে সত্য সত্যই প্রাণের কথা, হৃদয়ের দুঃখ, অন্তরের ব্যথা।

রণমল্ল। আনন্দী! আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি আমাদের শৈশব সাহচর্য্যই এই অভিনয়ের মূল। বলি শুন, রণমল্ল সংক্রান্ত স্নেহ মমতা চিরতরে ভুলে যাও; মস্তিষ্ক হতে সেই ভালবাসা বিজড়িত স্মৃতিকে সমূলে উৎপাটিত করে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দাও! হৃদয়ের যে যে স্থানে রণমল্ল সংক্রান্ত প্রীতি, প্রেম, কোমলতা আছে, সেই সেই স্থানে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বেলে দিয়ে পরম গুরু পতিদেবতার পবিত্র প্রতিমার প্রতিষ্ঠা কর। চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই; আনন্দী! সুখী হবে; শান্তি পাবে; নারীজীবন ধন্য হবে।

আনন্দী। নির্দ্দয়! বুঝেছি; অনুতাপের দগ্ধশিখায় চিরদগ্ধীভূত হওয়াই এই ভালবাসার চরম প্রায়শ্চিত্ত। ধর রণমল্ল! তোমার যুদ্ধজয়ের যৎকিঞ্চিৎ উপঢৌকন—আনন্দীর স্বহস্তরচিত এই মুক্তার হার—

(গলায় পরাইয়া দিতে উদ্যত)

রণমল্ল। (বাধা দিয়া) আমার হাতে দাও; মাথায় তুলে নিচ্ছি।

আনন্দী। (বিরক্তিসহকারে) তুমি মহা পাপিষ্ঠ! নির্দ্দয়! হৃদয়হীন শত্রু! যাও; আমার সম্মুখ হতে দূর হয়ে যাও।—বুঝলাম,

অদৃষ্টই আমার জীবনসঙ্গী। উঃ ভগবান!

(মাল্যহস্তে শ্রান্তভাবে শয্যায় উপবেশন)

রণমল্ল। হৃদয়! কাঁপ্‌ছ কেন? কোন পাপ প্রহেলিকায়? কার মোহিনী মায়ায়? স্থির হও! মোহের বশবর্ত্তী হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠো না। প্রলয়ের ঝড় বয়ে যায় যাক্—ঝঞ্ঝাবাত হয় হোক—বিদ্যুৎ চম্‌কে ওঠে উঠুক—ইন্দ্রের অশনি খসে পড়ে পড়ুক—তুমি স্থির থাক! কর্ত্তব্যের পথে দৃঢ় বল নিয়ে অগ্রসর হও; মানব নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা কর।

(দ্রুত প্রস্থান)

আনন্দী। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) দাঁড়াও—দাঁড়াও—যেও না রণমল্ল! দাঁড়াও, যেও না; চলে গেলে! চলে গেলে! যা ভেবে ছিলাম তাই হল? কথা শুন্‌লে না? অনুরোধ রাখ্‌লে না? দম্ভভরে চলে গেলে—কাতর আহ্বান উপেক্ষা করে চলে গেলে? উঃ নির্দ্দয়—কি জ্বালা—মাগো!

(চক্ষে বস্ত্র দিয়া ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

শূলধারীর মন্দির

(উজ্জ্বল দৃশ্যে বৃষবাহন শূলধারী)

(পূজোপকরণ হস্তে গান করিতে করিতে শান্তি ও পুরবালাগণের প্রবেশ)

সকলে।

গীত

নমো বিভূতি বিভূষণ নীল গলোজ্জ্বল বৃষবাহন শূলধারী;
জটাজুট বেষ্টিত সুরধুনী শোভিত ভুবন বিলোড়নকারী।

নমঃ দেব দিগম্বর ধবল ধরাধর চরাচর দুখচয়হারী ;—
অধমে করুণা কর জীব পাপ তাপ হর নিবার নিবার মোহ অরি।
নমঃ দেবদেবেশ ঈশ ! জীবজীবননাশ নাশ সংসার সুখভূরি—
নাশ ভুবনত্রাস ভবভয় পরমেশ ! বম্ বম্ হর হর সঙ্কটহারী।
হর হর শঙ্কর সঙ্কটহারী ॥

(ধূপ দীপ উপচারে সকলের পূজা ও শূলধারীকে মালা পরাইয়া
করজোড়ে স্তব পাঠ ; স্তব পাঠান্তে ধ্যান মগনা শান্তি
ব্যতীত প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান ও
মহারাণার বিক্ষিপ্তচিত্তে প্রবেশ)

কুম্ভ— জয়—জয় ! শূলধারীজিকি জয় !
হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ—
কি মজার সংসার সৃজেছ ;
বলিহারি শূলধারী !
কার শক্তি সৃষ্টিতত্ত্ব করে উদ্‌ঘাটন !—
জালাময়ী আশা প্রাণে
জাগায়ে জীবের—
মায়ার কুহকে অন্ধ করে
হাত ধরে নিয়ে যাও সংসার আগারে ;
আবদ্ধ হইলে জীব অজ্ঞানতা হেতু
ছেড়ে দিয়ে দেখ তার রঙ্গ চমৎকার।
মুগ্ধ জীব ভুলে যায় তোমা—
পেয়ে দারা সুতা সুত ঐশ্বর্য্য বিপুল ;
ভাবে কর্ত্তা স্বয়ং নিজেরে।—
জানে না সে নহে ইহা চিরদিন স্থান ;
নাহি এতে শান্তি উপাদান।

ক্রিমিজাল সঙ্কুল এ দেহ
দুর্গন্ধ পুরীষ মূত্রে পরিপূর্ণ ইহা।
জানে না সে রমণীর চঞ্চল চকোরে
আছে তীব্র হলাহল ;—হৃদয়ে বিদ্বেষ—
বাক্যে তীক্ষ্ণ কশাঘাত—
রূপে অভিমান ;
জানে না সে ভালবাসা স্বার্থের ছলনা ;—
বিনিময়ে হেয়জ্ঞান, উপেক্ষা সম্বল।
বুঝেছি—বুঝেছি এবে আমি—
আর মোরে মায়াজালে নারিবে ফেলিতে।
রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য ! কিবা সুখ তাহে ?
মাদকতাপূর্ণ বলে মত্ত রয়ে সবে ;—
নহে কেন হে পরেশ ! ছাড়ি স্বর্ণপুরী
শ্মশানে মশানে ফের ভিখারীর বেশে ?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ভাঙ্গিয়াছে আজ মোর
নিশার স্বপন—
ছুটিয়াছে মোহ ঘোর ;—
ছিঁড়িয়াছে মায়ার শৃঙ্খল !
জয়—জয় শূলধারীজিকি জয় !—

(চমকিতভাবে মহারাণাকে দর্শন করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া)

শান্তি। দাদা ! দাদা ! হেন বেশ কেন আজি তব ?
এ কি ! নয়নের দৃষ্টি কেন স্থির অচঞ্চল !—
মুখভাব ভয়াবহ উন্মত্তের প্রায় !
দাদা ! দাদা ! (ধীর পদবিক্ষেপে সন্নিকটে গমন)

কুম্ভ। (পশ্চাৎপদ হইয়া) কে?—শান্তি!—এস না;
ঘেঁস না আমার কাছে;
বল কিবা আছে বলিবার?

শান্তি। দাদা!—

কুম্ভ। বল, বল, যেতে হবে বহুদূর পথ।—

শান্তি। কোথা যেতে হবে দাদা?—

কুম্ভ। শান্তি রাজ্যে—
আত্মজন যেথানে আমার।

শান্তি। দাদা! শুনিয়াছি সব—
জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান তুমি,
উন্নত হৃদয় তব—
হেন ভাব তোমার কি সাজে?
সামান্যা নারীর—

কুম্ভ। না না, বল না ও কথা;
নারী নহে সামান্যা কদাপি!
এ মায়া শৃঙ্খলে সবে
বাঁধিবারে পারে
এক মাত্র নারী এই ভবে।
পুনঃ মুক্ত করিতেও নারী;
নারীগুণ বর্ণিবারে নারি।
ভগিনী! ক্ষমা করো মোরে—
উপযুক্ত পাত্রে তোমা নারিনু অর্পিতে;
জেনো তুমি তাও হেতু একমাত্র নারী।
ভাব তুমি সদা শূলধারী
ভক্তিভরে পূজ তাঁরে সদা;

আশুতোষ হইলে সন্তোষ,—
সাধ তব পূর্ণ হবে ত্বরা ;
চলিলাম স্বস্থানে আমার।

শান্তি। (ব্যাকুলভাবে) দাদা ! দাদা !
কোথা যাবে ছাড়িয়া সবারে ?
পিতৃমাতৃহারা—
আদরের ভগ্নী আমি তব ;
কোলে পিঠে করে মোরে মানুষ করেছ ;
সাথে লও আমারেও তবে ;
যেথা যাবে সাথে সাথে রব।
ভ্রাতা ভগ্নী একত্রে রহিব ;—
আনন্দে কাটিবে কাল ;—
বল, সঙ্গে নেবে ; সাথে রব আমি।

কুম্ভ। ওহে শূলধারী !
এ কি বিঘ্ন ঘটালে আবার ?—
এ আবার কোন মরীচিকা ?
শান্তি ! শান্তি ! ফিরে যারে আপনার পথে ;
ভুলে যারে স্নেহ ভালবাসা।
মুছে ফেল মন হতে অতীতের স্মৃতি,—
ধুয়ে ফেল ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ সকল ;—
মুক্তি দেরে এ বন্ধন হতে। (গমনোদ্যত)

শান্তি। না, না—দাদা !
একাকী যেও না ;
পায়ে পড়ি, সঙ্গে লও মোরে। (কুম্ভের পদধারণ)

কুম্ভ। (পদ মুক্ত করিয়া) ছাড়, ছাড় পদ ; মুক্ত পথ মম—

(গমনোদ্যত ও দ্রুত রণমল্লের প্রবেশ)

রণমল্ল। মহারাণা ! মুক্ত পথে,
কোথা যেতে সাধ ?
শুনিয়াছি সব কথা আমি।
বিবেচক ! ইহাই কি রাজ বিবেচনা ?
ইহাই কি রাজবুদ্ধি, রাজ ধর্ম্মোচিত
কার্য্য সুশৃঙ্খল ?
মিবার ঈশ্বর !
স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি ছেড়ে,
ছেড়ে রাজ সিংহাসন,
রাজ্যলক্ষ্মী, পুত্র সম প্রজা—
যেতে সাধ কোথা বীরবর ?
হে বীরেশ ! হিংস্রকের ভয়ে—
কোন মুনি ঋষি ছাড়ে স্বীয়
তপোবন পুণ্যের আলয় ?
শিশোদীয় বংশের গৌরব
কোন বীর—কোন মহাজন—
হেন ভাবে ঠেলিয়াছে পায়ে ?—
পুণ্যপ্রাণ ! করুন—আদেশ
কোন কার্য্য হইবে সাধিতে।
যাও রাজভগ্নী ! স্বস্থানে আপন ;
মহারাজে লয়ে যাব আমি।

(শান্তি বারেক রণমল্লের দিকে অর্দ্ধাবলোকন করিয়া শূলধারীকে নমস্কার করিতে করিতে প্রস্থান)

কুম্ভ। রণমল্ল ! যুক্তিপূর্ণ বারতা তোমার ; (আলিঙ্গন)
কিন্তু সখা ! বড় ব্যথা পেয়েছি অন্তরে।
প্রাণের অধিক যারে ভাবিতাম আমি,
যার রূপে মুগ্ধ দিবানিশি—
সে আমারে উপেক্ষা করেছে ;—
কটুবাক্যে অপমান করেছে আমায়।
প্রতিশোধ উপযুক্ত তার
পারি যদি কভু প্রদানিতে
তবে মুখ দেখাব তাহারে।

রণমল্ল। ভাল—করুন আদেশ
কি উপায়ে প্রতিশোধ হবে প্রদানিতে ;
আমি হব অগ্রণী তাহার।

কুম্ভ। যাব আমি ছদ্মবেশে মীরার সম্মুখে—
ভুলায়ে পত্নীত্বে তারে করিতে বরণ।
নারীরত্ন মীরাবাই—ধর্ম্মপ্রাণা অতি
শ্রীকৃষ্ণেরে পতিভাবে করে উপাসনা।—
হয় যদি সেই রত্ন হৃদয়সঙ্গিনী—
শান্তি পাব প্রাণে আমি—
শাস্তিভোগ হবে আনন্দীর।

রণমল্ল। (অর্দ্ধ স্বগতঃ) আনন্দী ! মূর্খা নারী !
স্বীয় হস্তে কণ্ঠহার গ্রীবা হতে খুলে
না জানি কোন অন্ধকূপে দিলি বিসর্জ্জন !
শিরোমণি পায়ে দলে হায় ! হায় !
সযতনে তুলে নিলি বৃশ্চিক অঞ্চলে ?
বড় ভুল করিলি জীবনে !

উন্মাদে করে না যাহা,
তাই তুই করিলি সজ্ঞানে।
ভুঞ্জ এবে কর্ম্মফল আজীবন ধরে।
(প্রকাশ্যে) মহারাণা! যুক্তিপূর্ণ তব এ বারতা।—
চলুন আবাসে মম ;
বিচারে যা স্থির হয় সাধিব নিশ্চিত।

কুম্ভ। চল রণমল্ল !
মিবারের বন্ধু তুমি বাল্যকাল হতে ;—
অনুরোধ লঙ্ঘিব না তব।—
শূলধারী ! পূর্ণ হোক যাহা ইচ্ছা তব।

(উদ্দেশ্যে প্রণামান্তে উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

মীরার বাসস্থান ; উদ্যানবাটী

(কুসুম উদ্যানের এক পার্শ্বে মীরার উপাসনা মণ্ডপ ; সম্মুখে কৃষ্ণমূর্ত্তি
পূজার আসনে ধ্যানমগ্না মীরাবাই। সখিগণ গান
করিতে করিতে কুসুমচয়ন করিতেছেন)

গীত—

সখিগণ। সোহাগে কুসুম কলি ফুটেছে বন আলো করে।
(কেমন) মৃদুল মধুর বায়ে ঢলে পড়ে মধু ভরে ;
গুঞ্জরি নাগর অলি, করে কত কোলাকুলি,
চুমায় মধু পিয়ে শুধু নেয় সারা প্রাণ ভরে।
আ মরি কি প্রেমশোভা ! মুনিজনমনলোভা
প্রকৃতি প্রণয়রূপিণী (কত) আদর করে প্রণয়ীরে ॥

(গান করিতে করিতে প্রস্থান)

ীরা। কই গোপাল! কথা কও! নয়নরঞ্জন হৃদয়শোভন স্বামী —সজীব হয়ে আমায় দেখা দাও—তোমার নব জলধর মোহন মূর্ত্তি দর্শন করে, তোমার মুখের মিষ্ট মধুর মীরা সম্বোধন শ্রবণ করে, দাসী পরিতৃপ্ত হোক!—কই? আজ এখনও কাছে আস্‌ছ না কেন? প্রাণেশ! প্রাণবল্লভ! প্রাণাধিক! এ দগ্ধ হৃদয়ে কি তোমার প্রেমবারি সিঞ্চিত হবে না?—এ কি! আজ থেকে থেকে আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে কেন? সর্ব্ব শরীর যেন ক্রমশঃ অবশ হয়ে আস্‌ছে— ছবি হাসি—এরাও আজ এতক্ষণ ফুল তুলে আস্‌ছে না কেন?

স্তব

বৃন্দাবনধন যশোদাজীবন
গোপিনীশোভন স্বামী!
দেখা দাও এসে না জানি কি বিষে
অধীরা হয়েছি আমি।
দগ্ধ মরু প্রায় এ হৃদয় হায়!
ধূ ধূ রবে জ্বলে প্রাণ;
এস প্রেমধন মীরার জীবন
করহে বিপদে ত্রাণ॥

(আসনে ঢলিয়া পড়িলে কৃষ্ণমূর্ত্তি সজীব হইয়া গাহিতে গাহিতে মীরার পার্শ্বে আসিলেন)

গীত

জাগ মীরা জাগ চোখ খুলে দেখ
আমি এসেছি কাছে এসেছি।
(তোমার) নয়নরঞ্জন হৃদয়শোভন
কিবা সাজে আজি সেজেছি।

ঘুম ঘোরে মজে রয়োনাক আর—
জেগে উঠে দেখ কে আমি তোমার ;
(তুমি) ভালবাস তাই বাঁশরী বাজাই
নূপুর পায়ে নেচেছি।
ভক্তি পেলে আমি মাতোয়ারা হই,
ভক্ত হৃদয়েতে দিবানিশি রই ;
তুমি ভক্তিমতি প্রেম প্রতিকৃতি
কাছে কাছে তাই রয়েছি।
(তোমায়) হৃদয়ে ধরিতে এসেছি ॥

(মীরার নিকটে উপবেশন ও মস্তক কোলে লইয়া চুম্বন)

কৃষ্ণ। মীরা! লক্ষ্মী প্রতিমা আমার! চেয়ে দেখ তোমার প্রাণসখা তোমার চির আরাধ্য দেবতা আজ তোমার বুকের কাছে এসে বসেছে—চেয়ে দেখ—(পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া)

গীত

আমি এমনি ভাবে ভক্ত নিয়ে রই ;
চুপি চুপি কাছে এসে
এমনি করে হৃদে লই !
সোহাগ ভরে হেরি তারে,
ডাকি মৃদু মধুর স্বরে,
চুমু খাই আদর করে
(আমি যে) আপন চেয়ে আপন হই ॥

(পুনঃ চুম্বনপূর্ব্বক মীরার মস্তক আসনের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বিগ্রহমূর্ত্তিতে পরিণত হইলে আনন্দচিত্তে ছবি হাসির প্রবেশ)

হাসি। (মীরাকে শায়িত দেখিয়া) ও ভাই! আমাদের সখি বোধ হয় সেদিনকার মত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করছেন।

ছবি। হাঁ ভাই! জাগাস্নে। দেখ্ছিস্ না পতি বিচ্ছেদোন্মুখী নারীর মত মুখখানি যেন হাসিশূন্য ম্লান হ'য়ে গেছে, দু চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নির্গত হচ্ছে, বুকটা যেন ধড়াস্ ধড়াস্ করছে—দেখ্ না দেখ্ (হাসির হাত ধরিয়া মীরার বক্ষে স্থাপন)—না ভাই ?

হাসি। চুপ্ চুপ্! আস্তে!—ভাই! আমি ভাব তত ভাল বুঝ্ ছি না; মহারাজের বিদায়ের দিন থেকে আমাদের সখির ভাব যেন দিন দিন কেমন কেমন ঠেক্ছে।

ছবি। কেমন বুঝ্ ছিস বল দেখি!

হাসি। তোর কি মনে হয় ?

ছবি। আমার মনে হয় যত নষ্টের মূল ঐ উদাসিনী দিদি।

হাসি। ঠিক বলেছিস; সেদিন মহারাজের কাছ থেকে ওরকম করে নিয়ে যাওয়া তাঁর ঠিক হয় নি।

ছবি। সত্যি ভাই! উদাসিনী দিদি যেন কি ? —প্রাণে ভালবাসার লেশ নেই—যেন একটা কাটখোঁট্টা।

হাসি। ওলো! অল্প বয়সে স্বামী হারালে ওই রকমই—হয়।

ছবি। শুধু তা নয় ভাই! আবার ভগবানের পথে গেলেও ওরকম হয়ে থাকে; রাস্তায় ঘাটে সাধু সন্ন্যিসিগুলোকে দেখিস নি—অস্থিচর্ম্মদেহ—রক্তচক্ষু—চাইলে যেন মনে হয় গিল্তে আস্ছে—কথার রস কষ নেই—ওই এক রকম আর কি ?

হাসি। (হাসিয়া) সত্যি ভাই! তবে সেগুলো গেঁজেল মাতালের দল; ভাল সাধু সন্ন্যিসিরা কি আর রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়ায় ?

ছবি। সে যাই হোক্ এখন (মীরার দিকে দেখাইয়া) এর উপায় কি ঠাউরেছিস বল দেখি?

হাসি। বিয়ে বিষক্ষয়; আর একবার মহারাজের দর্শন।

ছবি। ঠিক বলেছিস! সেদিন থেকেই শুধু ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস—চোখের জলে বুক ভাসান—মুখে কেবল প্রাণ যায়! বুক ধড়ফড় কচ্ছে, মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখ্ছি—এ সব কিসের লক্ষণ ভাই।

হাসি। তাই ত; আবার উদাসিনীদিদি বলে কি না মানুষকে ভালবাসতে নেই—মানুষ ভালবাসা বুঝে না।

ছবি। ওর ওসব বাড়াবাড়ি শুনিস্ কেন? উনি যেন মানুষ নন্; একেবারে দেবী বনে গেছেন আর কি? ভালবাসা টালবাসা সব বুঝে ফেলেছেন। মনের কথা আর বল্‌ব কি ভাই! আমি ত মহারাজকে পেলে ধরে এনে আমাদের সখির সঙ্গে বে দিয়ে দিই।

হাসি। ও ছবি! ও আবার কে ভাই! (দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) ঐ দূরে আস্তে আস্তে কে এ দিকে আস্‌চে না?

ছবি। হাঁ, তাই ত! বোধহয় কোন সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ—পরণে পীতবাস, গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসীমালা, কপালে তিলক, হাতে কমণ্ডলু—কেমন? তাই না? দেখ দেখ কি সুপুরুষ!

হাসি। ভাই, সখিকে জাগাই; কেমন?

ছবি। হাঁ, হাঁ—

হাসি। (গায়ে হাত দিয়া) সখি! সখি!

মীরা। (জাগিয়া সরোদনে) কই? কই? কোথায় আমার শ্যামচাঁদ? আমার প্রাণের গোপাল কোথায়? ছবি!

হাসি! উঃ তোরা আমার কি কর্‌লি? কেন এমন সময় এখানে এলি? তোদের দেখ্‌তে পেয়ে যে আমার শ্যামচাঁদ পালিয়ে গেল! ওঃ (ক্রন্দন)

হাসি। (ছবির প্রতি জনান্তিকে) ও ভাই! বোধহয় সেদিনকার দশায় ধরেছে; চল্ ভাই আমরা ঐ সাধুটীকে গোপাল বলে সখির কাছে হাজির করি; দেখি যদি কিছু হয়—

ছবি। হাঁ, হাঁ, (প্রকাশ্যে) সখি! তোমার গোপাল এসেছিল! দেখা পেয়েছ? তিনি এসে দেখা দিয়েছেন?

মীরা। (বাষ্পাকুল নয়নে গান ধরিলেন)

গীত

পেয়েছি দেখা, দেখা দিয়েছেন হরি;
ঘুম ঘোরে এসে ধীরি ধীরি!
সুমধুর স্বরে মীরা মীরা করে
ডেকেছিল কত আদর করি।
এস এস বলে বুকে তুলে নিলে
মধুর চুম্বনে প্রাণে শান্তি দিলে;
অবশেষে হেসে বিদায় নিয়ে কাছে
চলে গেল বড় ত্বরা করি॥

ছবি হাসি। কোন চিন্তা নেই; সখি! আমরা তোমার শ্যামচাঁদকে আবার নিয়ে আস্‌ছি; তুমি স্থির হও।

মীরা। এঁ্যা! নিয়ে আস্‌বি? তোরা আমার শ্যামচাঁদকে দেখেছিস? কোথায় আছে?

উভয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ যে—আমরা নিয়ে আসি (প্রস্থান)

মীরা। কই? কই? কোথায় শ্যামচাঁদ—শীঘ্র করে নিয়ে আয়। —ঐ যে, ঐ যে, আহা! কি রূপ! কি রূপ!

(কুম্ভকে লইয়া হাস্যকৌতুক করিতে করিতে ছবিহাসির প্রবেশ)

কুম্ভ। (আসিতে আসিতে) আহা! কি আনন্দ! পাপিয়ার করুণ তান, কোকিলের কুহুস্বর, মধুকরের মৃদু গুঞ্জন, প্রবাহিনীর কুলুধ্বনি, মৃগনাভির সৌরভ, কুসুমের হাসি, চন্দ্রমার স্নিগ্ধতা—সবই এখানে পরাভূত। আহা! বিধাতার কি সূক্ষ্ম সুষমাভরা সৃষ্টিনৈপুণ্য! কি মধুর ভাবের স্বর্গীয় সমাবেশ! সর্ব্বাংশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর!

ছবি। এই নাও সখি! যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। যাকে চেয়েছিলে, যার বিরহে উন্মাদিনী ছিলে, কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলে, সে আজ স্বয়ং তোমার দ্বারে উপস্থিত; বলিহারি প্রেমের টান।

হাসি। অপলক নয়নে কি দেখ্‌ছো সখি! শীঘ্র মাল্য চন্দনে বরণ করে বুকের কাছে টেনে নাও; শুভ কার্য্যে সহস্র বাধা—

কুম্ভ। এ কি প্রাণাধিকে? তোমার মুখজ্যোতি ক্রমশঃ শীর্ণ, মলিন ও পাণ্ডুর ভাব ধারণ কর্‌ছে কেন? তুমি কি আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না? আমার ছদ্মবেশ দেখে কি আমায় সন্দেহ করছো? না তোমার কৃষ্ণ আমি ছাড়া?

মীরা। সত্য বল; সেই তুমি মম?
প্রাণের গোপাল তুমি মম?

হাসি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—বল্‌ছে শুন্‌ছো না।

ছবি। (জনান্তিকে) সখির এখনও সেই ভাব—

হাসি। দাও সখি মাল্য পরাইয়া
বিলম্বেতে ঘটিবে প্রমাদ।

(মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক মীরার মাল্যদান এবং পরে কুম্ভ কর্ত্তৃক মাল্য দান ও আলিঙ্গনোদ্যম, ছবি হাসির শঙ্খধ্বনি ও করজোড়ে মীরার গীত)

গীত

আহা! সেরূপ আবার দেখাও হরি!—
যেরূপে গোকুলে ছিলে গোলকবিহারী
নবজলধর রূপ শিরে শিখি পাখা—
পিঠে শোভে পীত ধড়া হাসি প্রেম মাখা।—
মোহন তিলক ভালে ওহে ত্রিভঙ্গ মুরারী!
রাধা বলে আধ স্বরে বাজাতে বাঁশরী।
রুণু ঝুণু বাজে পায়ে সোণার নূপুর
চলিতে চঞ্চল গতি কিবা সুমধুর;
দেখাও দেখাও হরি!
আহা! সেরূপ আমায় দেখাও হরি!
যেরূপ দেখায়ে ওহে! বঙ্কিমনয়ন
হরে নিলে গোপবধূ লাজ কুল মান।
শ্রীদাম সুদাম আদি সখা সঙ্গে লয়ে
যেরূপে বেড়াতে বনে ধেনু চরাইয়ে;
দেখাও দেখাও হরি!
আহা! সে রূপ আমায় দেখাও হরি!

(গান শেষে মীরার "প্রাণের গোপাল আমার", বলিয়া কুম্ভকে আলিঙ্গন এবং দ্রুত উদাসিনী ও দূতরাজের প্রবেশ)

উদাসিনী। একি মীরা! এ কি আচরণ তোর? (ত্রিশূল উঠাইয়া কুম্ভের প্রতি) পামর! উপযুক্ত শাস্তি—

দূতরাজ। (বাধা দিয়া) মীরা! মীরা!

শেষ রক্ষা করিতে নারিলি—
সঁপিলি এ দুর্ল্লভ জীবন
উচ্ছৃঙ্খল সংসারের পায়!
হায়! হায়! কি করিলি
অবোধা বালিকা—
কাঞ্চন ভ্রমে কাচ কুড়াইলি;
সর্ব্বনাশ সাধিলি জীবনে।

যবনিকা পতন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুর; আনন্দীর বিলাস কক্ষ

(রত্নাসনে উপবিষ্টা চিন্তিতা আনন্দী; বিলাসিনী সখীদের নৃত্যগীত)

গীত

সখিগণ। তারি ছবিটি, ছবিটি তাহারি
সাজায়ে রেখেছি দুনিয়ায়।
ওগো দুনিয়ায়—এ হৃদয়ে সাজান দুনিয়ায়।
প্রাণের প্রতিমা করে রেখেছি যতনে তারে
বাঁধিয়াছি প্রেমডোরে ছাড়ান না যায়;
চিত্রিত বিচিত্র রঙে নানা ছাঁদে নানা ঢঙে
প্রণয় জোছনা বিনে কে হেরিবে তায়?
(ওগো) হেরিতে পারেনা কেহ তায়।
ভাবিলে বিরলে বসি হাসি হাসি মুখ তার;
কাছে এসে দেয় দেখা, আহা মরি কি বাহার!
বলে নাকো কোন কথা, মানে না সে কোন প্রথা;
হৃদয়ের ব্যথা হৃদে চকিতে মিশায়।
দূরে যায় সব দুখ শুধু হেরে তায়॥

(সখিগণের প্রস্থান)

আনন্দী। উঃ! যে দিকে দেখ্‌ছি সে দিকেই যেন ধূ ধূ আগুন; প্রাণের জ্বালা আর কিছুতেই মিট্‌ছে না।

(ধীরপাদবিক্ষেপে শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। কি বৌদিদি! একমনে বসে কি ভাবা হচ্ছে? মুখখানি যে শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে—ব্যাপারখানা কি?

আনন্দী। (প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিয়া) এ্যাঁ—কি বল্লে? ব্যাপার খানা?—শান্তি! ভাই! সহস্র বৃশ্চিকদংশনে দগ্ধ হয়ে যে জ্বালায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছে—তাকে ব্যথার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি সে বুঝিয়ে ঠিক বল্‌তে পারে?

শান্তি। এ ভাই তোমার ভারি অন্যায় কথা? তোমার অদৃষ্ট খুবই ভাল বল্‌তে হবে; তুমি মীরাবাইএর মত দেবীকে সতীন-রূপে পেয়েছ; এমন সতীন কে পায়? সাত জন্ম তপস্যা কর্‌লেও কারু ভাগ্যে এমন হয় না।

আনন্দী। হাঃ হাঃ হাঃ! হাসালে যা হোক!—

শান্তি। কেন? কি মিথ্যে বলেছি, যে তুমি হেসে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছ? তুমিই বল দেখি কোন সতীন সতীনের পায়ে ধরে স্বামীর ঘরে যেতে অনুরোধ করে থাকে? আর সতীনকে ভালবাসবার জন্য, সোহাগ করবার জন্য, স্বামীকে অনুরোধ করে?

আনন্দী। হয়েছে; ও বক্তৃতা এখন রাখ--আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না।

শান্তি। বড় রাণী! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরো না। বলি শুন; ছোট রাণীর অনুরোধ পায়ে ঠেলো না—তুমি দাদার ঘরে যেও; বুঝলে? একটু আদর সোহাগ দেখিও; স্বামী যে দেবতা, প্রাণের দেবতা। (বলিতে বলিতে হাসিয়া ফেলিল)

আনন্দী। আহা! হাসি যে ফেটে পড়ছে? তা তোমার যখন হবে—

শান্তি। আমার কি আর সে কপাল হবে বৌদি?

আনন্দী। হবে—হবে—অত ভাবনা কেন? নিরাশ হও কেন—বিধি সে রত্ন থেকে কাকেও বঞ্চিত কর্‌বেন না।

শান্তি। বল কি বৌদি? সবারই বিয়ে হয়?

আনন্দী। কেন হবে না?

শান্তি। না—হয় না।

আনন্দী। নিশ্চয় হয়; ওঃ এতক্ষণে বুঝেছি। সেদিনকার কথা বল্‌ছ?

শান্তি। হাঁ, উনিত শুনেছি আর বিবাহ কর্‌বেন না!

আনন্দী। উনি বল্‌ছ কেন শান্তি?

শান্তি। সত্যই উনি বেশ লোক; নয় বৌদি? কেমন মধুর প্রকৃতি! কেমন বিনয়ী!

আনন্দী। হয়েছে থাক থাক—আর ঢোক গিলে গিলে গুণ গাইতে হবে না।

শান্তি। গুণী লোকের গুণ গাইব না? অমন প্রাণ খুব কম দেখা যায়; তার ওপর সকল বিষয়ে কেমন উপযুক্ত—তা ছাড়া অতুল শৌর্য্য বীর্য্যের অধিকারী—কেমন? নয় কি?

আনন্দী। তুমি যে দেখছি সত্য সত্যই আমার রণদাকে গিলে বসেছ।

শান্তি। (সলজ্জভাবে) হুঁ—বসেছি বই কি?

আনন্দী। তা ওই বদন দেখেই মালুম হচ্ছে।

শান্তি। হাঁ (আরক্তিম মুখে) তা বই কি?

আনন্দী। (চিন্তিত ভাবে) রণদাকে খুব পছন্দ হয়েছে বুঝি?

শান্তি। যাও—

আনন্দী। যাও বল, আর যাই বল, ওসব লক্ষণ ভাল নয়। ওই ঢোক গিলে গিলে প্রশংসা করা; নাম কর্‌তেই মুখ লাল হয়ে ওঠা—আর কথায় কথায়—যাও,. যাও, তা বৈ কি;—অনুরাগ ছাড়া এ আর কিছু নয়। সাবধান! অত অনুরাগ ভাল নয় কিন্তু।

শান্তি। তোমার মুণ্ডু! তোমার মাথা! (প্রস্থান)

আনন্দী। শুন, শুন, দাঁড়াও ; শুনে যাও—

(দ্রুত শম্ভুসিংহের প্রবেশ)

শম্ভু। কাকে ডাক্‌ছ দিদি! কাকে?

আনন্দী। শম্ভু! যাও ত—ঐ যাচ্ছে শান্তি ; ধরে নিয়ে এস ত ; শিগ্‌গির—

শম্ভু। হাজির কর্ত্তে হবে এনে?—কেন দিদি?— অপরাধ?

আনন্দী। আগে ত ধরে নিয়ে এস—

শম্ভু। আচ্ছা যাচ্ছি ; (নিজমনে) মন্দ নয় ; এ সুযোগে আর একবার স্পর্শ করে পবিত্র হওয়া যাবে—

(প্রস্থান)

আনন্দী। (নিজমনে) আচ্ছা জোর করে মালা দিয়ে যদি বিবাহ হয়, আমি কেন শম্ভুর সঙ্গে শান্তির বিবাহ দিই না? তাহলে ত আর আমার কোন ভাবনা থাকে না? ওই অভাগীই ত আমার পথের কণ্টক—ওর বিবাহ হয়ে গেলে, আমার প্রাণের ধন ত আর আমায় উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।

(সলজ্জ শান্তির হাত ধরিয়া শম্ভুসিংহের প্রবেশ)

শম্ভু। দিদি! হাজির করেছি ; বিচার করুন। ভারী দুষ্টু— রীতিমত দণ্ডের ব্যবস্থা করুন।

শান্তি। শম্ভুদা! ছেড়ে দাও ; লাগ্‌ছে। (হাত ছাড়াইয়া লইলেন)

আনন্দী। আহা! ননীর পুতুল—লাগ্‌বে বই কি। আচ্ছা ভাই! সত্যিকরে বলত—হাতে লাগ্‌ছিল না প্রাণে?

শান্তি। তুমি বল দেখি—কবে মর্‌বে?

শম্ভু। কি! এত বড় কথা? দিদি! শান্তিকে কারাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

আনন্দী। আর তোমায় বুঝি পাহারার কাজে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে?

শম্ভু। সে ত আমার সৌভাগ্য—

শান্তি। শম্ভুদা! এই কি ভাই ভগ্নীর—রাজরাণীর আর রাজ শ্যালকের উপযুক্ত আলাপ?

আনন্দী। শম্ভু! (এক ছড়া ফুলের মালা লইয়া) ধর, এই মালা শান্তির গলায় দিয়ে তাকে সংসার কারাগারে নিয়ে যাও—ধর।

(শম্ভুর হাতে মাল্যস্থাপন)

শম্ভু। কি করব?

আনন্দী। পরিয়ে দাও—(প্রস্থানোদ্যতা শান্তিকে ধরিয়া) কোথা যাও! স্বামীর জন্য যে বড় ব্যস্ত হচ্ছিলে? আমার প্রাণে বড় লাগ্‌ছিল! তাই এই ব্যবস্থা! তোমার দাদার বিবাহ যদি সিদ্ধ হয়—

শান্তি। (বিরক্তিভরে) তুমি কি বল্‌ছ বৌদি? ছিঃ শম্ভুদা! তুমিও এই রকম? আমি ত মনে করেছিলাম তোমার হৃদয় আছে—তোমার মনুষ্যত্ব আছে; হিতাহিত জ্ঞান বুদ্ধি আছে! এখনও ওই পাপ মাল্য হাতে করে দাঁড়িয়ে আছ? তোমারও কি এই অভিপ্রায়?

আনন্দী। হাঁ নিশ্চয়! শম্ভু! মেয়েদের চোখরাঙানিতে ভয় হয় না কি? ওসব মেয়েলি চাল! দাও মালা পরিয়ে দাও। এ সুযোগ হারালে আর পাবে না!

শান্তি। বৌদি! তুমি নারী নামের অযোগ্যা; রাণী ত দূরের

কথা। ছিঃ ছিঃ! এত নীচ প্রকৃতি! এত নীচ ব্যবহার! তা জানলে কিছুতেই তোমার কাছে আস্‌তাম না। শম্ভুদা! কি? স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলে যে? কি ভাব্‌ছ? সত্যই কি তুমি এই ঘৃণিত ব্যবস্থায় সম্মত? ছি! ছি! এই তোমার ভালবাসা!

শম্ভু। অসম্ভব! শান্তি! এই ছিঁড়ে ফেল্লাম—

(আনন্দী কর্তৃক শম্ভুকে মালা ছিঁড়িতে বাধাদান)

আনন্দী। শম্ভু! এ সুযোগ মূর্খেও হারায় না। নারীর লজ্জা তুমি জান না। নারীর চরিত্র তুমি অবগত নও।

শম্ভু। ছেড়ে দাও দিদি! (মালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া) শান্তি! শম্ভুসিংহ এত দুর্ব্বল নয় যে ভালবাসার নামে এই ঘৃণিত ব্যবস্থার অনুমোদন করে। ভালবাসা পবিত্র বস্তু। দিদি! শম্ভুর সমস্ত জীবন দিয়ে শান্তিকে ভালবেসেও সে হয়ত নিরাশ হতে পারে; তা বলে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে নারীর মর্য্যাদা, পুরুষের পৌরুষ, মানুষের মনুষ্যত্ব কলুষিত কর্‌তে পারে না। এতে যা হয় হোক।

আনন্দী। বড় ভুল কর্‌লে শম্ভু! জীবনে এমন সাজ্যাতিক ভুল কেউ করে না।

শান্তি। সত্যি! সাজ্যাতিক ভুল—কেউ করে না। এত বিদ্যে!

(প্রস্থানোদ্যতা শান্তিকে লক্ষ্য করিয়া)

আনন্দী। শান্তি! দাঁড়াও! আমায় ক্ষমা কর—শুন্‌লে না?

(শান্তিকে অনুসরণ)

শম্ভু। ঝড় উঠ্‌লো, আর থেমে গেল; কেন উঠেছিল? কে থামালে? আনন্দীবাইএর অবিবেকিতার প্রবল উচ্ছ্বাসে উঠেছিল, আর শান্তির বিবেকবাণীর বীণার ঝঙ্কারে থেমে

গেল। —কল্যাণী! আজ বড় তুঃসময়ে তোমার কথা মনে পড়ছে। না জানি তোমায় উপেক্ষা করে কি কর্ম্মফলেরই সৃষ্টি করেছি!—ঈশ্বরের নিকট কত অপরাধীই না হয়েছি! কোথায় যাব! কে আমায় আশ্রয় দেবে—অদৃষ্টে কি আছে কে জানে? কল্যাণী! কল্যাণী!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলসরোবর ; অদূরে মাধবীমঞ্চ

(বীণাপাণির প্রতিমূর্ত্তিহস্তে মীরা ও পুষ্প আভরণে সজ্জিতা মাল্যহস্তে সখিগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

এস ফুল্ল কমলদলবাসিনী—
ওগো ভুবনমনমোহিনী!
এস সারদে! বরদে! শুভদে! সুখদে!
বীণাপুস্তকধারিণী!
পুণ্য আলোকে ভুলোক দীপ্তা
উজ্জ্বল কিরণে বরণ লুপ্তা
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধ্যান-যুক্তা
জাগ মা জাগ মা জননী!
এস মা বস মা হৃদয় আসনে
চারুহাসিনী শুভ্রবসনে!

বিদ্যাদায়িনী অবিদ্যানাশিনী
ওগো অমলধবলরূপিণী।

(সরোবরতীরে মায়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন ও সখিগণ মিলিয়া মাল্যাদি দ্বারা সাজাইয়া সকলে মূর্ত্তির সম্মুখে জানু পাতিয়া)

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে !
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥

১মা সখী। ছোটরাণী ! তবে আমরা এখন আসি—

মীরা। এস সখি ! এস !

২য়া। (প্রথমার প্রতি জনান্তিকে) দূর মুখপুড়ি ! তাও বুঝি আবার জিজ্ঞেস্ কর্‌তে হয় ?

১মা। না, হয় না ; তুই কি জানিস্ ?

৩য়া। হয় বৈ কি ! এখন মহারাজ এখানে আস্‌বেন না ?

২য়া। তা এলেই বা—

১মা। দেখ দেখি কি বোকা ?

৪র্থ। ওরে মুখপুড়ি ! চাঁদ উঠ্‌লে কি আর আঁধার থাকে ? চ—চ

(প্রস্থান)

মীরা। (করজোড়ে) মা ! জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনি ! কবিকুল পূজিতে মা আমার ! একবার এ দীনা হীনা দাসীর প্রতি সদয় হও মা ! বাল্মিকী, কালীদাস, জয়দেবাদি ভক্তদের কৃপা করে মহাকবি করেছিলে—তাদের ভাবের স্রোত ভাষার সুরে প্রাণের মধ্যে এনে বাজিয়েছিলে ! আহা ! কি মধুর ! কি মধুর সে পদ—সে গান—সে ভাব—সে ভাষা ! এ জ্ঞানহীনা অবলার প্রতি সে দয়া কি হবে মা ? তার এক কণা দয়াও কি—এ পাবে না মা ? আজ যে

স্বামীর আদেশে কবিতা রচনা করতে এসেছি—আমি যে স্বামীর আদেশ পালন বই কিছুই জানি না মা! কি হবে মা? আমি যে অবলা অশিক্ষিতা মূর্খা নারী মা! (করজোড়ে)

সরস্বতি ত্বং ভব মে প্রসন্না
ত্বৎপাদপদ্মে চ নমস্করোমি।
যা কালিদাসে করুণা তবৈব
সদা কৃপা তে কুরু সেবকে তু॥

(ধ্যানমগ্নভাবে অবস্থান)

(পটমূর্তি অদৃশ্য হইয়া তৎস্থানে শতদলবাসিনী সরস্বতীর আবির্ভাব ও এক একটি পদ্মের বিকাশ ও তদভ্যন্তর হইতে এক একটি বরুণবালার আবির্ভাব।)

বরুণবালাগণের গীত

"উজ্জ্বল ঝলমল আলোক মাঝে
হের হের বীণাপাণি দেবী বিরাজে।
ফুল্ল শতদল পদমূলে
বীণা পুস্তক করতলে
মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে মুক্তাহার
আধ আধ হাসি অধরে ভাসে।
হেরে ঐ ধরণী পুলকে নাচে॥"

(বরুণবালাগণের অন্তর্ধান)

মীরা। (করজোড়ে) মা! মা! ভক্তমনোরঞ্জনকারিনী! হরি-প্রেমবিলাসিনী চিদানন্দময়ী মা' আমার! আহা হা! কি রূপ! কি রূপ! কি উজ্জ্বল! কি মধুর! জীবন ধন্য হল! নয়ন সার্থক হল! মন প্রাণ শীতল হল।

সরস্বতী। মীরা! মা আমার! আজ হতে আমার স্থান তোমার কণ্ঠে। আজ হতে তোমার যাবতীয় রচনা গভীর প্রেম ভাবাপ্লুত, সুমধুর ও সর্ব্বজনসমাদৃত হোক এই আমার আশীর্ব্বাদ।

মীরা। (সজল নয়নে পুষ্পমাল্য গ্রহণ করিয়া)

না জানি মা! কি আছে এ ভবে
উপহার যোগ্য তব পবিত্র বৈভব?
এ দাসীর আছে ক্ষুদ্র হার
লও মাতঃ! স্বরচিত
যা অতি সুলভ।

(তদুদ্দেশ্যে মাল্যদান ও অপূর্ব্বভাবে মাল্য মায়ের কণ্ঠলগ্ন হইলে 'মা! মা!' রবে মীরার প্রণিপাত ও মায়ের অন্তর্ধান এবং কুম্ভসিংহের প্রবেশ ও ভাবাবিষ্টা মীরাকে লক্ষ্য করিয়া)

কুম্ভ। (স্বগতঃ) ধন্য মীরা! সত্যই তুমি আমার ইঙ্গিতে কৃষ্ণ মূর্ত্তি ছেড়ে সরস্বতীমূর্ত্তির আরাধনায় ব্রতী হয়েছ। আজ তোমার রচিত মধুর সঙ্গীত শুনে জীবন সার্থক করব। সংসারে একমাত্র সুখের স্থান, প্রধান পবিত্র সুখের স্থান —প্রিয়বাদিনী পতিরতা সহধর্ম্মিণী। (প্রস্থান)

মীরা। (ধীরে ধীরে উঠিয়া উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিয়া) মা! চরণে শুধু এই প্রার্থনা—যেন পতির চরণে চিরদিন অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস থাকে। স্বামিন্! জীবিতেশ্বর! এতদিনে আমার চক্ষু ফুটেছে—এক পবিত্র আলোর আভাষ পেয়েছি—আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, গুরুর অনুগ্রহে যেমন শিষ্য অসাধ্য সাধন করতে পারে, পতি

দেবতার অনুগ্রহেও সেইরূপ স্ত্রী অনন্ত শক্তির অধিকারিণী হতে পারে। "পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাম।" পতির পূজায় বিশ্বপতির পূজা হয়— পতিকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌লে পরমেশ প্রসন্ন হন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণ

(কথোপকথনে শম্ভুসিংহ ও রণমল্লের প্রবেশ)

শম্ভু। রণদা! তোমার সকল কথাই সত্য; তবে কিনা আমি দরিদ্রের সন্তান; কল্যাণীও দরিদ্রের কন্যা। দিদি যখন বল্লেন শান্তিকে বিবাহ কর্‌লে কিছু জায়গীর পাব, আবার শান্তি কল্যাণী অপেক্ষা (বলিতে বাধা পাইয়া)— না—তা, যা দেখ্‌ছি ঠিক তা নয়—তুমি ত শান্তিকে দেখ্‌ছ —কল্যাণীকেও বোধহয় দেখে থাক্‌বে।—

রণ। না ভাই! আমি অত নিরীক্ষণ করে কাউকে দেখিও নি; দেখ্‌ছিও না। তবে আমি যা জানি, শৈশবের ভালবাসা বড় গভীর; বড় পবিত্র—সহজে ভোলা যায় না; পুরুষ ভুল্‌তে চেষ্টা করে; স্ত্রীলোকের চেষ্টাতেও মর্ম্মন্তুদ দুঃখ আসে। আজ যে কল্যাণী নিরুদ্দেশ—এও তার একটি নিদর্শন মাত্র। তুমি আনন্দীবাইএর কথাতেই তাকে উপেক্ষা করেছ শুনে আমি আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি।

শম্ভু। শুধু দিদির কথা নয় রণদা; দারিদ্র্যভয়ও এই উপেক্ষার একটি কারণ।

রণ। ছি! ছি! ছি! শম্ভু! তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। রোগ শোক পরিতাপ—সন্দেহ সংশয়—এসব শুধু দরিদ্রের পর্ণকুটীরেই বাস করে না; বরং অধিকাংশ স্থলে ধনকুবেরের ভোগবেদী হতেই এ সবের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অতএব মনে করো না, অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হলে তুমি চোখ বুজিয়ে চল্‌তে থাক্‌বে —আর পৃথিবীর যাবতীয় মান সম্ভ্রম স্বাধীনতা—শান্তি তৃপ্তি আনন্দ এসে তোমায় সাদরে বরণ করে নেবে। নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বরের জয়মাল্য যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা হয় পর্ণকুটীর হতে এসেছেন, না হয় রাজপ্রাসাদ হতে পর্ণকুটীরে গিয়ে—তবে লাভ করেছেন।

শম্ভু। তবে কি রণদা তুমি বল্‌তে চাও—আমি শান্তির আশা পরিত্যাগ করে স্বস্থানে প্রস্থান কর্‌ব?

রণ। না; আমি তাও বল্‌ছি না; যা করে ফেলেছ তারই ভালমন্দ কল্যাণীর দিক দিয়ে বিচার কর্‌ছিলাম; যা কর্‌তে এসেছ সে সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই। রাজভগ্নীকে বিবাহ করে যদি তুমি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হও সে ত আমার আনন্দের কথা; তুমি ত আমার পর নও।

শম্ভু। বল কি রণদা? আমি কি তোমার—না—তা নাও হতে পারি; কিন্তু যদি শুনতে পাই যে কল্যাণী এখনও বেঁচে আছে—

রণ। তৎমুহূর্ত্তে, বিনা ওজর আপত্তিতে, তুমি তাকে গ্রহণ কর্‌বে।

শম্ভু। আর শান্তিকে ?

রণ। তাও হবার হয় হবে; ভবিতব্য কে খণ্ডন করতে পারে ? রাজপুতদের বিবাহের সংখ্যা ত আর নির্দ্দিষ্ট নেই ?

শম্ভু। (স্বগতঃ) বিচিত্র এই রণমল্লের চরিত্র! এক তিলও বুঝ্‌বার সাধ্য নাই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা! দিদির কাছে যে উদাসিনীটি আসাযাওয়া কর্‌ছে, তাকে তুমি কখনও দেখেছ ?

রণ। তুমি দেখেছ ?

শম্ভু। না।

রণ। আমিও কখনও দেখিনি।

শম্ভু। দিদি সেদিন বল্‌ছিলেন তার ভাব খুব উচ্চ।

রণ। তা হবে।

শম্ভু। আবার হাত দেখ্‌তেও জানে—

রণ। কার হাত দেখে কি বলেছে ?

শম্ভু। শান্তির হাত দেখে বলেছে—শান্তির বিবাহ হবে সংসারত্যাগী কোন বীরের সঙ্গে। আর দিদির ভাগ্যের আরও পরিবর্ত্তন হবে বলেও নাকি বলেছে।

রণ। হ্যাঁ; এ কথা অনেকটা সত্য হতে পারে—আনন্দীর ভাগ্যের আরও পরিবর্ত্তন সম্ভব। (চিন্তিত মনে প্রস্থান)

শম্ভু। তাই ত ? এখন আমার উপায় ? দিদির বুদ্ধিতে দেখ্‌ছি দুদিকই যেতে বসেছে; লোকে বলে মিথ্যা নয়— "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ অন্তঃপুর

(কথা কহিতে কহিতে উদাসিনী ও আনন্দীর প্রবেশ)

উদা। রাণী! যদি পৃথিবীতে নারীর কোন প্রীতিপ্রদ সুখপ্রদ পবিত্র প্রিয় বস্তু থাকে ত সে পতিপ্রেম।

আনন্দী। আর সে পতির যদি আর একটি প্রিয়তমা থাকে?

উদা। কোন রাজপুত রমণী সতীনছাড়া রাণী? আর কেই বা এমন রত্ন এমন দেবীকে সতীনরূপে পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে না করে?

আনন্দী। উদাসিনী! ভাই! তোমার ওই কেমন যেন একটা রোগ আছে দেখ্‌ছি; যাকে যখন তুল্‌বে তখন সে যেন একেবারে স্বর্গেরও উচ্চে।

উদা। যাই বল না কেন, মীরাবাইএর কথামত তোমার পতি-মন্দিরে যাওয়া আমি একটুও অন্যায় মনে করি না। মীরা ত সর্ব্বদাই নিজের কার্য্যে ব্যস্ত থাকে—সে ত তোমার পতিসেবার পথে কণ্টক হয় নি?

আনন্দী। আমার আবার পতিমন্দির! আর—আমার আবার পতিসেবা! থাক্ আর বলো না।

উদা। কেন?

আনন্দী। আমার পক্ষে ও শূন্য মরু। ব্যাঘ্রের কবলে, ভুজঙ্গ বিবরে, হস্তিপদতলে, যেখানে যেতে বল স্বীকার আছি;—তবু—

উদা। তবু কি?

আনন্দী। তবু ওই প্রেতমন্দিরে যেতে পারব না; যদি যমরাজকে আলিঙ্গন করতে বল—অনায়াসে পারি; তবু মহারাজকে নয়।

উদা। ছিঃ ছিঃ রাণী! ও কি বল্‌ছ? তুমি কি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নও? হিন্দুরমণী নও? সমাজশাসন মান না? সতীত্বভয় রাখ না? তোমার কি ভালমন্দ বোধ নাই? ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই? কুলমানের ভয় নাই? হিন্দুরমণীর আরাধ্য দেবতা যে একমাত্র পতি।

আনন্দী। তাঁর যে আর একটি পত্নী আছেন?

উদা। একটি ছেড়ে দশটি থাক্‌লেও তিনি তোমার পতি; তোমার আরাধ্য—তোমার পূজ্য।

আনন্দী। তিনি যে আমায় এখন দেখ্‌তে পারেন না—

উদা। দেখ্‌তে না পারলেও পতি; স্পর্শ না করলেও পতি; পায়ে ঠেল্‌লেও পতি; প্রাণে মারলেও পতি;—তিনি তোমার পতি পতি পতি। তোমার ইহকাল পরকাল—তোমার আরাধ্য দেবতা—তোমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যা কিছু সব।

আনন্দী। (সাশ্রুলোচনে) আমার অপরাধ?

উদা। অপরাধ অল্প বিস্তর আছে বৈ কি! মাতঙ্গ যদি নিজের চোখে নিজের শরীর দেখ্‌তে পেত তাহলে তার গতি অন্যরূপ হত।

আনন্দী। উদাসিনী! তোমার পরিচয়টা আমায় দেবে? আচ্ছা—পরিচয় না দাও, একটি কথা বল দেখি—তোমার পতি দেবতা আছেন ত?

উদা। সে পরিচয় দিতে আমি চাই না ; দুদণ্ডের জন্য এ বাটীতে এসেছি—

আনন্দী। আচ্ছা সে থাক্ ; আমার একটি পাগল ভাই আছে, তার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বে ?

উদা। না—

আনন্দী। সতীনের সঙ্গে ?

উদা। না ; কারো সঙ্গে না —

আনন্দী। তবে কি শুধু আমার সঙ্গে ?

উদা। হাঁ—

আনন্দী। লাভ ?

উদা। মানুষ স্বার্থের বশ—নিশ্চয় কোন লাভ আছে।

আনন্দী। শুন্‌তে পাই না ?

উদা। না—

আনন্দী। আচ্ছা, তুমি আমায় দীক্ষা দেবে ?

উদা। এই ত দীক্ষা দিলুম্।

আনন্দী। কই ? কোন্ মন্ত্রে ?

উদা। পতিমন্ত্রে।

আনন্দী। না, আমি অন্য দেবতার ;

উদা। (বাধা দিয়া) রাণী ! কালী কৃষ্ণ শিব দুর্গা পতির কাছে তুচ্ছ।

আনন্দী। বল কি ? তাহলে তুমিও পতি দেবতার ধ্যানে আছ বল—

উদা। নিশ্চয়—

আনন্দী। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে ;

উদা। কি ?

আনন্দী। তোমাকে আমি যেন চিনেছি—

উদা। (অন্যমনস্কভাবে) তা—তোমার সাধ্য নয় যে আমাকে চেন—যাক এখন কি কর্‌বে বল ?

আনন্দী। বৃথা চেষ্টা উদাসিনী ; "ন মন তেলও পুড়্‌বে না ; রাধা ও নাচ্‌বে না"।

উদা। ভাল, এখন তুমি কি কর্‌বে ভাব্‌ছ ?

আনন্দী। ভগবানের উপর হত্যা দিয়ে পড়ে থাক্‌ব।

উদা। ভগবান কি কর্‌বেন ?

আনন্দী। কি কর্‌বেন কেন উদাসিনী ? ভগবান কি না কর্‌তে পারেন ? সব পারেন—সব করেন—সব কর্‌বেন। জীব দিয়েছেন আহার দেবেন, জীবন দিয়েছেন সুখও দেবেন ; হৃদয় দিয়েছেন আনন্দও দেবেন। তিনি সব দেবেন ; যদি তা না দেবেন, মর্‌তে যাই—মৃত্যু দূরে সরে যায় কেন ?

পঞ্চম দৃশ্য

মাধবীমঞ্চ

(মীরা নিজমনে রচনা করিতেছেন পিছনে পায়ের উপর পা রাখিয়া বাঁশী হাতে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন)

মীরা। (রচনা করিতে করিতে) ওঃ ! দীনবন্ধু ! প্রাণের গোপাল! গোপাল আমার ! কোথায় তুমি ? দেখা দাও ! প্রাণ যায়—(অচৈতন্যভাবে ঢলিয়া পড়িলেন ও শ্রীকৃষ্ণ কক্ষাভ্যন্তর হইতে গান করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন)

গীত

হের হের কি মধুর ভালবাসা—
মূরতি খাসা প্রেমের মূরতি খাসা ;
এমন প্রণয় পেলে আসি সব ফেলে,
ভাল মন্দ ভেদাভেদ যাই সব ভুলে ;
নিই কোলে তুলে, বুকে এস বলে
মিটাই সকল খেদ সকল আশা।
একে একে যতকিছু নিই সব কেড়ে
যত দুখ জ্বালা সব তুলে দিই ঘাড়ে
(যদি) তবু না ছাড়ে মোরে তবু না ছাড়ে
কেনা হয়ে থাকি তার গোলকে বাসা।

(ধীরপদক্ষেপে কুম্ভসিংহের প্রবেশ)

কুম্ভ। ঐ যে প্রেমময়ী আমার আগেই এসে—এঁ্যা! হঁ্যা, হঁ্যা, বোধহয় আমার আস্‌বার বিলম্ব দেখে গান রচনায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে (মীরার নিকট যাইয়া উপবেশন ও সাদর আহ্বান) মীরা! মীরা! প্রাণাধিকে!

মীরা। (জাগ্রত হইয়া চমকিত ভাবে) স্বামিন্! এসেছেন?

কুম্ভ। হঁ্যা, এসেছি মীরা! আমার আস্‌তে বিলম্ব হওয়ায় তোমার বড় কষ্ট হয়েছে না?

মীরা। না, স্বামিন্! কোন কষ্ট হয়নি—

কুম্ভ। (মীরাকে আলিঙ্গন করিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া) মীরা! মীরা! বল মীরা! কেন আমার তোমায় এত ভাল লাগে? একদণ্ড না দেখে থাক্‌তে পারি না—এর কারণ কি মীরা?

মীরা। প্রিয়তম! আপনি অতি মহৎ; আপনার হৃদয় দেবদুর্লভ সরলতায় পরিপূর্ণ; তাই দাসীকে—

কুম্ভ। (বাধা দিয়া) না, না, কে দাসী? ও কথা বল না; বল প্রিয়ে! আর বল্‌বে না?

মীরা। (অবনত মস্তকে) না, আর বল্‌ব না।

কুম্ভ। (অতি সন্তর্পণে চিবুক উত্তোলন করতঃ) প্রাণাধিকে! আমি কি সত্য তোমায় ভালবাসি? স্ত্রৈণ নই ত?

মীরা। সে কি প্রাণাধিক! যে স্ত্রীর বাধ্য, স্ত্রীর বশীভূত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে অবিবেকিতার গাঢ় অন্ধকারে স্ত্রীকে আঁক্‌ড়ে ধরে থাকে, তাকেই ত স্ত্রৈণ বলে জানি—আর—আপনি—

কুম্ভ। আর আমিও বা এমন কি? আমিও ত স্ত্রীতে খুব আসক্ত, আমার সঙ্গে কেন স্ত্রৈণ ব্যক্তির তুলনা হবে না?

মীরা। স্বর্গের সঙ্গে যেমন নরকের তুলনা হয় না—শিশিরবিন্দুর সঙ্গে যেমন সমুদ্রের তুলনা হয় না—বল্মীকস্তূপের সঙ্গে যেমন হিমালয়ের তুলনা হয় না।

কুম্ভ। (হাসিয়া সাদরে গাল টিপিয়া) হয়েছে, হয়েছে, আর তুলনায় কাজ নেই?

মীরা। (সলজ্জভাবে মুখ ফিরাইয়া) দেবতার সঙ্গে আবার দানবের তুলনা?

কুম্ভ। আচ্ছা মীরা! যে স্ত্রীকে অধিক ভালবাসে সেই স্ত্রৈণ, একথা বলায় দোষ কি?

মীরা! ঢের দোষ—

কুম্ভ। হ্যাঁ—(হাস্য)

মীরা। (হাসিয়া) নিশ্চয়!

কুম্ভ। কি দোষ শুনি ?—

মীরা। ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় প্রেমোপাদানে গঠিত ; আর স্ত্রীভাবাপন্ন স্ত্রৈণ ব্যক্তি নারকীয় কদর্য্য কামভাবে মুগ্ধ। ভালবাসা হৃদয়ানন্দকারী সরলতাপূর্ণ প্রেম, আর স্ত্রৈণতা মোহান্ধকারের বীভৎস ছবি। যাঁর হৃদয়ে প্রকৃত ভালবাসা তিনি প্রেমে পবিত্রতায় ও ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হয়ে জীবনধারণ সার্থক করেন ; আর স্ত্রৈণ ব্যক্তি—কলহ, বাদবিসম্বাদ, দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়ে অমূল্য জীবন পাপকণ্টকে কণ্টকিত করিয়া তুলে। স্বামিন্! যদি প্রকৃত স্নেহ ও সহানুভূতিপূর্ণ পবিত্র ভাব কোথাও থাকে, তবে ভালবাসা বিজড়িত মানব হৃদয়ে—অতএব পরস্পরের সহিত—

কুম্ভ। (হাসিয়া) পরস্পরের তুলনা নিতান্ত ভুল—কেমন ?

মীরা। নিশ্চয়! (হাস্য)

কুম্ভ। (অর্দ্ধ স্বগতঃ) ধন্য আমার জীবন ; মানুষ হয়ে দেবীকে পত্নীরূপে পেয়েছি। ধন্য মীরা! সার্থক তোমার নারীজন্ম!

মীরা। আপনার নিকট আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ; একখানি তৃণ মাত্র।

কুম্ভ। হাঁ ; ঠিক বলেছ ; এই ভবপারাবারের উত্তাল তরঙ্গে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কীটের ঐ তৃণখণ্ডই একমাত্র আশ্রয়।

মীরা। আপনি কবি, আপনি পণ্ডিত—

কুম্ভ। কবিতাময়ী যার হৃদয়সঙ্গিনী, আর অর্দ্ধাঙ্গিনী যার বিদুষী, সে কবিও বটে, পণ্ডিতও বটে (সাদরে) কেমন ? এখন রচিত গানটি গেয়ে শুনাও দেখি—

মীরা। আগে আপনারটি ত শুনি—

কুম্ভ। (বাধাদিয়া) না, না ; আগে তোমারটি না হলে হবে না।

মীরা। (রচনা দেখিয়া সজল নয়নে)

গীত

"যাওয়ে বৃন্দাবন কি চাঁদ যাওয়ে গোঠবিহারী।
যাওয়ে প্যারী মোহনীয়া, যাওয়ে বনোয়ারী ;
অলকা তিলকা শোভিত ভাল, শোভয়ে গলে বনমাল
জড়িত বাস জড়িত জাল, গোপীজন মনোহারী।
মোহনীয়া চূড়া পাখ্‌ড়ি শিরে, হেলত ডুলত পবনভরে ;
আঁখি না পালটি রহতু দূরে, নিরখে গোপনারী।
চরণে নুপুর রুণু ঝুণু বাজে, হাসত নাচত রাখাল মাঝে,
চন্দ্রমা যাসা তারক মাঝে ঝলকে কিরণ ডারি।
আগে আগে চলত ধেনু, চলত পিছুই বাজাই বেণু
কবহি হাম্ পাওয়ে কানু, মোহন মুরলীধারী॥

কুম্ভ। আহা! কি মধুর ভাব! কি স্বর্গীয় সৌরভময়! কি সুন্দর! কি সুন্দর!

মীরা। (দূরে আনন্দীকে দেখিয়া) ঐ, না বড় দিদি? হাঁ, হাঁ, স্বামিন্! একটু অপেক্ষা করুন, আমি দিদিকে নিয়ে আসি —দিদি! দিদি!—এসো—যেও না।

(প্রস্থান)

কুম্ভ। হাঁ, হাঁ তাই ত? মীরা! মীরা! আচ্ছা যাও—বাধা দেব না। ভাল, কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে আসেনি ত? মীরাকে বিপদগ্রস্থ করবে না ত? ঐ যে ছুটে চলে যাচ্ছে, মীরাও আমার দিদি, দিদি, বলে ছুটেছে। আশ্চর্য্য! মীরা দিদি বল্‌তে অজ্ঞান ; কি সরল অন্তঃকরণ! কি মধুর পবিত্র ভাব!

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রণমল্লের কক্ষের সম্মুখভাগ ; কক্ষ হইতে বিরক্তভাবে নিষ্ক্রান্তমান রণমল্ল ও বাধাপরায়ণা আনন্দী)

রণমল্ল। (ক্রুদ্ধভাবে) এখনো ঐ ভাব—এখনো ঐ ভাষা !
এখনো দুরাশা প্রাণে জাগিছে তোমার ?
দুর্ম্মতি ! মরণ কি কপালে
যমরাজ লিখিতে ভুলেছে ?
কত জীব মৃত্যুমুখে আঁখির পলকে
ছুটিয়া চলেছে হায় ! ধরাভার নাশি
সংখ্যা তার কে পারে করিতে ?
আর তুমি—মিবার অঙ্গার !
চিতোরের কলঙ্ককালিমা !
রাজপুতললনা অখ্যাতি ?
এখনো রহিলে বেঁচে কুলে কালি দিতে ?
দূর হও ! —শীঘ্র চলে যাও ;
দাঁড়ায়ো না সম্মুখে আমার।
হেরিতেও মুখ তব উপজে সংশয় ;
ঘৃণায় লজ্জায় মনদুঃখে
বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না আমার। (গমনোদ্যত)

আনন্দী। দাঁড়াও ! শুন বলি—(বাধাদান)

রণমল্ল। পথ ছাড় ; অন্যথায়—

আনন্দী। (ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে) অন্যথা কি ?—কারে হেন
দেখাইছ ভয় ?
শরীরে না সয় আর মম—

মনে কর অধমর্ণ আমি ?
আসিয়াছি তব দ্বারে প্রার্থী হয়ে কিছু ?

রণমল্ল। নিশ্চয় !

আনন্দী। কখনই নয় ;—রণমল্ল !
অপরাধী হতে পারি
ভালবেসে তোমা ; হতে পারে
ভালবাসা অযোগ্য তোমার ;
কিন্তু এ আনন্দী নহে
কৃপার ভিখারী—
অকৃতজ্ঞ তুমি ; অতীত বারতা তাই
যেতেছ ভুলিয়া।
যতদিন প্রাণ রবে দেহে
ততদিন তুমি আনন্দীর।

রণমল্ল। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ ; হাসালে যা হোক ;
শুন নারী ! ভালবাসা স্বর্গের সুষমা
মলাহীন মুক্ত আবরণ ;
নাহি তায় স্বার্থের ছলনা—
অহঙ্কার অভিমান মোহ অন্ধকার।
ভালবাসা পেলে নর
অমরত্ব পায় ;
ইষ্টে নিষ্ঠা হয়।
ভালবাসা দেয় জীবে প্রেম আলিঙ্গন—
বক্ষে আনে ধৈর্য্যের বিভূতি ;
চোখেতে মাখায় জ্ঞানাঞ্জন।
ভালবাসা বিবেকপ্রসূতি ;

মনস্তাপ, অবসাদ, দুঃখ ও দুর্দ্দশা
তার স্পর্শে দূরে চলে যায়।
অন্তর্মুখী করে রাখে মন ;
প্রাণ হয় পুলকে মগন।
তার সাক্ষী—
নারীকুল কোহিনূর মীরা !

আনন্দী। কি বলিলে রণমল্ল ! পাষাণহৃদয় !
মনে কর আনন্দী অবলা—
যা ইচ্ছা কহিয়া তারে দিবে উড়াইয়া ?
এই হের সাথী মম শাণিত কৃপাণ—
(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া)
মুছে ফেল শৈশবের স্মৃতি—
অগ্রসর হও—
আলিঙ্গন চাহি আমি—যে ভাবেই হোক।
চিতোরের বহুশত্রু বহুবার তুমি
হতাহত করিয়াছ সমর প্রাঙ্গণে।
মহাশত্রু এ আনন্দীবাই—
মহারাজে নিষ্কণ্টক করিবারে চাও—
কর এই মহা অরি নারীহত্যা আজি !
চিতোরে ছুটিবে পুনঃ শান্তি প্রস্রবণ।
সুখে রবে আত্মীয় স্বজন ;
তব যশ গাবে যত যতিভট্টগণে।
(ছুরিকা উত্তোলনপূর্ব্বক অগ্রসর)

রণমল্ল। (অচঞ্চলভাবে) স্থির হও ; শুন বলি—
মস্তিষ্ক বিকৃত কেন আজি ?

মৃত্যুইচ্ছা হয়ে থাকে, আপন গ্রীবায়
শাণিত ছুরিকা দাও বসাইয়া—
কিম্বা মোরে চাও বধিবারে
(নিজ অসি আগাইয়া দিয়া)
লও মুণ্ড নিরস্ত্র এ অরি।

আনন্দী। (রণমল্লের পাদমূলে ছুরিকা রাখিয়া)
রণমল্ল! প্রিয়তম!
এত যদি পার—
এত যদি স্বার্থত্যাগ তব—
তবে কেন আনন্দীরে বারেকের তরে
হৃদয়ে ধরিতে সখা! এত বাধা পাও?
করে থাকি অপরাধ, কর পদাঘাত—
প্রায়শ্চিত্ত হোক বিধিমত;
আর মোরে সংশয়দোলায়
দোলায়ো না প্রেমসহচর। (রণমল্লের পদধারণ)

রণমল্ল। (পা ছাড়াইয়া অসিগ্রহণান্তর) আনন্দী! আনন্দী!!
লও, লও তব প্রেম পুরস্কার—
পদাঘাত পরিবর্ত্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত—
নিভে যাবে সব জ্বালা জীবনের মত—
শান্তি পাবে; সুখে রবে তুমি!
(অসি উত্তোলন ও আনন্দীর বিস্ময়বিমূঢ় ভাব)

(দ্রুত মীরার প্রবেশ)

মীরা। কি কর, কি কর, সেনাপতি!
(রণমল্লের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া)

রক্ষা কর দিদিরে আমার। দিদি! দিদি!
(আনন্দীর অবনত মস্তকে অবস্থান)

রণমল্ল। মহারাণী! কেন বাধা দিলে?
মিবারের মহাশত্রু এ আনন্দীবাই!
ছেড়ে দাও; নিষ্কণ্টক করি তোমাদেরে।

মীরা। সেনাপতি! সম্বর! সম্বর রোষ!
নারীহত্যা মহাপাপ।
আর দিদি?
কিবা শক্তি তাঁর?
কিসে বল শত্রু আমাদের?

রণমল্ল। (বিক্ষিপ্তচিত্তে অসি কোষবদ্ধ করিয়া)
হায়! হায়! কি হতে কি হল?
সকলে জানিল?
আনন্দীর সব শেষ হল! হায় নারী!
সবারেই অরিপদে করিলি বরণ?
কেহ না রহিল শেষ ধরায় এমন—
তব মুখপানে হেরে ফেলে দীর্ঘশ্বাস!

(প্রস্থান)

আনন্দী। মীরা! মহাভুল করিলি জীবনে!
কারে বাঁচাইলি? এ ত নয়
তোর আপনার? মহাশত্রু!
সতীন আনন্দী।—
আর রণমল্ল! প্রতিশোধ!
প্রতিশোধ করিয়া প্রদান

জীবনের গতি ফিরাইব।
ওরে শঠ! কপট দুর্ম্মতি
দর্প অহঙ্কার গর্ব্ব চূর্ণ করে সব
প্রতিহিংসা অনলে পোড়াব!
চরিত্র চিত্রিত করি বিচিত্র রঙেতে
দেখাব চিতোরবাসিগণে;
দেখি রাণা কত ধৈর্য্য ধরে!
প্রভুভক্তি কোথা রয় তোর?
(বিক্ষিপ্ত চিত্তে পদচারণ করিয়া)
ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক! সত্যই সাজিব আমি
শত্রু মিবারের।
ধরিব ভৈরবী মূর্ত্তি ভীমা ভয়ঙ্করী
জ্বালিব অনল তীব্র সর্ব্বগ্রাসী করে—
যোগ দেবে প্রলয়ের প্রভঞ্জন আসি।
—ঘৃণ্য! নিন্দ্য! নারকী আনন্দী
আনন্দে করিবে নৃত্য প্রলয় উল্লাসে!

(স্খলিতপদে প্রস্থান)

মীরা। হা গোপাল! এ কি ভাব দেখাও আবার!
সুখে বাধ সাধিছ কি হেতু?
স্বামীসনে সুখে থাকি—
ইহাও কি সহে না তোমার?
ছেড়ে থেকে দুখ পাও যদি—
টেনে লও বুকে ত্বরা মোরে;
বড় দাগা দিয়েছ দাসীরে—
আর ভুলে থেকো না দয়াল! (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

বনপথ

অদূরে নদীতীরে শ্মশান

(শম্ভুসিংহের প্রবেশ ও আপন মনে বলিতে বলিতে পদচারণ)

শম্ভু। শম্ভু! আজ তুমি রমণীর কমনীয় রূপমাধুর্য্যে উন্মাদ হয়েছ; যুবতীর চঞ্চল দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়েছ; আবার বিচ্ছেদ আশঙ্কায় তীব্র দহনে দগ্ধ হচ্ছ; তোমার স্থান কোথায় জান? ওই শ্মশানে—যেখানে কোন মোহিনীর মুখবিবরে মক্ষিকার দল যাতায়াত কর্‌ছে; কোন রূপসীর লাবণ্যময় অধরে প্রণয়ী অগ্নি সংযোগ কর্‌ছে; কোথাও বা শ্লেষ্মা-নির্গতমুখ দগ্ধ দেহ বিকটাকার ধারণ করে দর্শকবৃন্দের ভয় উৎপাদন কর্‌ছে। ওই স্থানে—ওই শ্মশানে চল; তবে তোমার ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিকার হবে। আর কেনই বা হবে না? যেমন একজনকে জালিয়ে এসেছ; তেমন জল্‌বে না? দগ্ধ করেছ; দগ্ধ হবে না?—কর্ম্মফল ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। লুকাবে কোথায়?

(অন্তরাল হইতে অসিহস্তে ঘাতকবেশী দেবলের প্রবেশ ও হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে পশ্চাৎ হইতে শম্ভুসিংহের মস্তকোপরি অসি উত্তোলন করিলে দ্রুত উদাসিনী আসিয়া তাহার সশস্ত্র উদ্যত মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ত্রিশূলাঘাত করতঃ "ছাড় পাপিষ্ঠ" বলিয়া সজোরে হস্ত হইতে অসি ছিনাইয়া লইল)

শম্ভু। (সচকিতভাবে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া) এ কি ভীষণ অভিনয়! কে তুমি ঘাতক? কি অপরাধে আমায় হত্যা

করতে উদ্যত হয়েছিলে ? আর তুমিই বা কে আমার জীবনদাত্রী ?

উদা। (তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দেবলের হাত চাপিয়া ধরিয়া) বল ! বল ! পাপিষ্ঠ ! কোন হৃদয়হীন পাষণ্ডের ইঙ্গিতে এই মহা পাপকার্য্যসাধনে ব্রতী হয়েছিস্ ? সত্য বল, না হয় এই শাণিত—(অসি উত্তোলন)।

দেবল। (সভয়ে) দেবি ! দেবি ! রক্ষা কর দেবি ! সত্য বল্‌ছি আমি—অর্থলোভেই এই কার্য্যে ব্রতী হয়েছি—সামন্তরাজ সেনাপতি কল্যাণসিংহ—

উদা। কি ! কি বল্লি ?

শম্ভু। মিথ্যা কথা ! কল্যানসিংহ আমার বন্ধু—

দেবল। দোহাই হুজুর ! আমি এক তিলও মিথ্যা বল্‌ছি না। দেবি ! ইনি কল্যাণসিংহের ভগ্নীকে বিবাহ করবেন স্থির করেছিলেন ; তাঁর ভগ্নীও গোপনে এঁকে এমন ভালবেসেছিলেন যে ইনি যখন সে বিবাহে অসম্মত হয়ে মিবারেশ্বরের আশ্রয়ে এসে থাকেন তখন নাকি কল্যাণ-সিংহের ভগ্নী কল্যাণী আত্মহত্যা করে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন ; তাই কল্যাণসিংহের এঁর উপর এত আক্রোশ। তিনি শম্ভুসিংহের ছিন্ন মুণ্ডের জন্য পাঁচশত মুদ্রা পুরস্কার করবেন বলে আমায় এই কার্য্যে উৎসাহিত করেছেন।

শম্ভু। হাঁ দেবি ! হতে পারে ইহা সত্য। কিন্তু কল্যাণী আত্মহত্যা করেছে এ কথা কি সত্য ?

উদা। মান্‌লুম অর্থপিশাচ ! কিন্তু তাহলেও আমি তোমায় ছাড়্‌বনা ; তুমি মহাপাপী—আততায়ী—জীবন থাকতে

তুমি এ লোভ সম্বরণ করতে পারবে না ; আমি তোমায় হত্যা করব।

দেব। দোহাই দেবি! আর কখনও এমন কুকাজ করব না—দরিদ্র ব্রাহ্মণকে—

উদা। কি! ব্রাহ্মণ?

দেব। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে হাঁ—আমি—

উদা। বল্‌তে লজ্জা করছে না? বাক্ রোধ হয়ে আস্‌ছে না? জিহ্বা অবশ অসাড় হচ্ছে না? পাপিষ্ঠ! যদি ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় না দিয়ে চণ্ডাল বা অন্য পরিচয় দিতিস্—তত দুঃখ হত না ; আর হয়ত তুইও মুক্তি পেতিস্—কিন্তু হত-ভাগ্য! ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক! আর আমার হস্তে তোর নিস্তার নেই—এই দণ্ডেই তোকে—

(পুনঃ অসি উত্তোলন)

শম্ভু। (বাধা দিয়া) দেবি! ক্ষমা কর। যাও ব্রাহ্মণ। যদি চৈতন্য হয় জীবন ধারণ সার্থক হবে।

উদা। দেখ্ দুরাত্মা! হৃদয় দেখ্—যা—তোর কল্যাণসিংহকে একথা বলিস্ ; কাকে সে হত্যা করতে পাঠিয়েছিল। আর মনে রাখিস্ কাকে হত্যা করতে এসেছিলি ; এই নে হত-ভাগা (দূরে অসি নিক্ষেপ)

দেব। (কম্পিত হস্তে অসি হস্তগত করিয়া নতশিরে) আপনাদের জয় হোক্ (স্বগতঃ) মাথায় থাক পাঁচশ টাকা বাবা! (যাইতে যাইতে) পৈত্রিক প্রাণটা গেছিল আর কি! এবারও সেই মাগী—ভাগ্যিস্ চিন্‌তে পারে নি!

(প্রস্থান)

উদা। এ স্থান আপনার পক্ষে আর নিরাপদ নয় ; শীঘ্র স্থানান্তরে চলুন।

শম্ভু। দেবি ! আর আমার আপদ নিরাপদ—ওই (শ্মশানের দিকে দেখাইয়া) সম্মুখেই আমার নিরাপদ স্থান—

উদা। সে কি ! তবে কি এই কল্যাণীর মৃত্যুসংবাদ শুনেই আপনি এত অস্থির হচ্ছেন ? কল্যাণীকে কি আপনি এতই ভালবাস্‌তেন ?

শম্ভু। জানি না—তবে কল্যাণী আমায় বোধহয় ভালবাস্‌ত—আমি যখন বন্ধু কল্যাণসিংহের কাছে যেতাম, তখন কখনও কখনও যে, সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনত বা আমার দিকে চেয়ে থাক্‌ত তা আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতাম্।

উদা। (কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কভাবে) তবে কি মিবারেশ্বরের ভগ্নীকে—

শম্ভু। আপনি কি করে (চিন্তিতভাবে আপাদ মস্তক উদাসিনীকে দেখিয়া)—ওঃ—এতক্ষণে বোধহয় আপনাকে চিনেছি—আপনি—না—

উদা। হাঁ আমিও এখন আপনাকে চিন্‌তে পার্‌ছি। তাহলে—শান্তিবাইকে পাবার আশায়ই কল্যাণীকে পরিত্যাগ করেছিলেন বলুন ?

শম্ভু। তবে চলুন ; আগে একটা আশ্রয়ে যাই ; তারপর সব বল্‌ছি। ভয়ানক মেঘ ডাক্‌ছে—ওই দেখুন ঝড়ও উঠেছে (অগ্রসর)

উদা। চলুন। (উভয়ে অগ্রসর হইলে পশ্চাৎ হইতে ফকিরবেশী কল্যাণসিংহের দ্রুত প্রবেশ ও অতর্কিতে "বিশ্বাসঘাতক ! তোমার উপযুক্ত আশ্রয়ে যাও" বলিয়া শম্ভুসিংহের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিয়া পলায়ন ও "কি কর্‌লি ! কি কর্‌লি !" বলিয়া উদাসিনীর ত্রিশূল উত্তোলন)

শম্ভু। (ভূমিতে লুটাইয়া) উঃ! কল্যাণী! কোথায়! দেখে যাও—

উদা। (ব্যাকুলভাবে) হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ হল! কে আমার এ সর্ব্বনাশ করলে? (সন্তর্পণে শম্ভুকে ক্রোড়ে ধারণ)

শম্ভু। উদাসিনী! উদাসিনী!

উদা। কি বলুন; (বলিয়া চক্ষে অঞ্চল প্রদান)

শম্ভু। জল জ—ল—

উদা। (সরোদনে) ভগবান!—ভগবান!!

যবনিকা পতন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মীরাবাইএর কক্ষ

(কুম্ভসিংহ ও সখিগণ পরিবেষ্টিত মীরাবাই)

গীত

সখিগণ। ওগো, বিলায়ে দিয়েছি আমি আমারে,

তোমারেই প্রাণসখা! তোমারে।

আমার যা কিছু ধন

তোমারি ওই রাঙ্গাপায়ে,

বিলায়ে দিয়েছি সখা

আত্মপর ভুলে গিয়ে;

আজি নিঃস্ব সাজিয়া আছি দুয়ারে;

ঘৃণাভরে পদে দলে যেও না সরে।

ভাবিও না কভু সখা

দাসখত লিখে দিয়ে

ভুলিতে পারিব তোমা

মতি রেখে বিভু পায়ে;

তুমি দলিবে পায়ে, তবু রহিব পড়ে—

আমি, তোমারি হয়ে ওগো তোমারি তরে।

(সখিগণের প্রস্থান)

কুম্ভ। মীরা! প্রাণাধিকে! শুন্‌লাম; তোমার রচিত গানগুলি বেশ। কিন্তু—

মীরা। কিন্তু বলে চুপ কর্‌লেন যে?

কুম্ভ। তোমার যত কবিতা ও গান—সব এক সৃষ্টিছাড়া আধ্যাত্মিক ভাব মাখান। আচ্ছা মীরা! তুমি এই সংসারকে এত মন্দ চক্ষে দেখ কেন? আমায় বুঝিয়ে দিতে পার এই সংসারে কি নেই? এখানে কিসের অভাব?

মীরা। (সবিনয়ে) স্বামিন্। জীবিতেশ্বর! এখনও বল্‌ছেন সংসারে কিসের অভাব? এই মায়াময় নশ্বর সংসারের খেলা কি এখনও বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লেন না? প্রাণবল্লভ! এ সংসারে কি সুখ আছে? কি শান্তি আছে? প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম্ম এই কয়টি পদার্থের মধ্যে কোন একটির প্রকৃত তত্ত্ব কোন একজন সংসারীর নিকট জান্‌বার কোন উপায় আছে কি? ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বিশ্বাস, কারও হৃদয়ে দেখ্‌তে পেয়েছেন কি? জীবনসর্ব্বস্ব! মনে হয় আমরা প্রকৃতই অন্ধ! জন্মান্ধ মানব যেমন প্রকৃতির বিশ্ববিমোহন শোভা দেখ্‌তে পায় না; অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, তরঙ্গায়িত সাগরবক্ষ, নক্ষত্রবেষ্টিত স্নিগ্ধ শশধর, দীপ্তিমান প্রভাতসূর্য্য প্রভৃতির কোন শোভাই উপলব্ধি কর্‌তে পারে না; তেমন আমরাও মায়াজালে বিজড়িত হয়ে, অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন সংসারে থেকে স্বর্গের সুষমা লক্ষ্য কর্‌তে পারি না। স্বামিন্! সংসারে জীব এতই ভ্রান্ত, এতই স্থূলবুদ্ধি হয়ে পড়ে যে তাদের মধ্যে অনেকে সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশল সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করেও স্রষ্টার সত্ত্বা পর্য্যন্ত অস্বীকার কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না।

কুম্ভ। মীরা! তোমার এসব ভাব অন্তর হতে মুছে ফেল। আমি বলি শুন—স্বর্গ নরক দূরে নয়; সব এখানেই রয়েছে।

মীরা। আচ্ছা বলুন ত স্বর্গ কোথায় ?

কুম্ভ। কোথায় ?—যেখানে সাধ্বী পতিব্রতা পত্নীর পবিত্র প্রণয়, গভীর অনুরাগ, প্রগাঢ় ভক্তি, অটল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম সেবা—স্বর্গ সেখানে; যেখানে তোমার মত কমনীয়া কামিনীর হৃদয়ভরা প্রেম, বুকভরা ভালবাসা, প্রাণভরা সোহাগ মনমাতান আদর—স্বর্গ সেইখানে ; আর কোথায় ?

মীরা। (হাসিয়া সলজ্জভাবে) না, না ; এ ত দুদিনের সুখ, দুদিনের প্রেম ; দুদিনের ভালবাসা।

কুম্ভ। তবে ?

মীরা। যেথায় চির জ্যোৎস্না, অনন্ত প্রেম, অসীম ভালবাসা, অফুরন্ত সঙ্গীত—স্বর্গ সেথায়। যেখানে থাক্‌লে আশার তৃপ্তি হয়, আকাঙ্খা মিটে যায়, প্রাণের জ্বালা জুড়ায়—স্বর্গ সেখানে।

কুম্ভ। তবে ত সংসারই স্বর্গ।

মীরা। তা কখনও হতে পারে না ;

কুম্ভ। কিসে হতে পারে না বল—আমিও তার উত্তর দিচ্ছি।

মীরা। আচ্ছা সকলেই স্বর্গ চায় ; কেননা, স্বর্গে সুখ বই দুঃখ নেই। বলুন ত সংসারে কি সুখ ?—

কুম্ভ। কেন ? সরলা **সুশীলা** ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীর সংসর্গ ?

মীরা। না, না ;

কুম্ভ। একটী জিজ্ঞাসা করেই—না—না ? প্রশ্ন কর ; উত্তর দিই।

মীরা। (সহাস্যে) আচ্ছা ; স্বর্গে অমৃত আছে—সংসারে ?

কুম্ভ। এই কথা ? "গুণবত্যমৃতং ভার্য্যা"—গুণবতী ভার্য্যাই অমৃত।

মীরা। স্বর্গে পবিত্র তৃপ্তি আছে—সংসারে ?

কুম্ভ। পতিরতা প্রণয়িনীর প্রেমালিঙ্গনেই সে তৃপ্তি।

মীরা। না, তা নয় ; আচ্ছা—স্বর্গের সে শান্তি ?

কুম্ভ। প্রেমিকা স্ত্রীর অকপট ব্যবহারে।

মীরা। ওসব আপনার ঠাট্টা ; ও আমি শুন্‌তে চাই না।

কুম্ভ। না, না—সব সত্য। তার পর ? তার পর ? জিজ্ঞেস কর।

মীরা। আমি বলি এ সংসারে নাই সৌন্দর্য্য—নাই শোন্‌বার মত কথা—নাই ভালবাসা—নাই প্রাণজুড়ান ভাব—নাই—

কুম্ভ। থাক থাক ; আগে এই কটির উত্তর দিই ; তারপর তোমার যা বল্‌বার বলো। এই প্রথমটা হল কি ? সৌন্দর্য্য ; কেমন ? সে কোথায় জান ? অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা নবপরিণীতা প্রণয়িনীর সলজ্জ প্রেমালাপনে। আর শোন্‌বার মত হচ্ছে প্রিয়ার প্রিয় সম্ভাষণ। তারপর ভালবাসা—হাঁ ; সে কোথায় লুক্কায়িত জান ? সহধর্ম্মিণীর সরল প্রাণে। আর প্রাণজুড়ান ভাব আছে প্রিয়তমার করুণ কটাক্ষবিহীন দৃষ্টিতে ; কেমন ? —কিছু ভুল হল কি ? (হাসিয়া) আচ্ছা ; তারপর বলে যাও।

মীরা। নেই প্রেম, নেই পবিত্রতা ; এ সংসারে কিছুই নেই।

কুম্ভ। আহা—নেই আর বল্‌ছ কেন ? প্রেম আর পবিত্রতা ত ? —কেন ? স্নেহ মমতা, দয়া দাক্ষিণ্য ও কোমলতাপরিপূর্ণ প্রিয়তমার পবিত্র হৃদয়ে প্রেম—আর জীবনসঙ্গিনীর সতীত্বময়ী প্রতিভায় পবিত্রতা। (সাদরে) কেমন ?—হেরেছ ত ? বল ? স্বীকার কর ?

মীরা। (হাসিয়া) হাঁ ; হেরেছি বই কি ?—আপনার সব কথাই ত—

কুম্ভ। প্রণয়িনী সম্বন্ধীয় ; কেমন ? আচ্ছা বেশ ; মান্‌লুম আমিই হেরেছি। তা ঠিক কথাই ত—শক্তির কাছে আর কে কবে জিত্‌তে পেরেছে ? সাক্ষাৎ শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য, তিনিও শক্তির কাছে মাথা নত করে গেছেন, আমি ত কোন ছার !

মীরা। (করুণদৃষ্টিতে) স্বামিন্!

কুম্ভ। বল প্রাণাধিকে! কি বল্‌বে বল—

মীরা। বলুন; আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌বেন?

কুম্ভ। অনুরোধ! রাজ্য—ঐশ্বর্য্য—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিনিময়েও যদি—

মীরা। (বাধাদিয়া) তবে শুনুন। আমার জন্য অন্দর মহলের বহির্ভাগে একটি দেবালয় তৈরী করে দিন। সেখানে রাধা-মাধবের প্রতিষ্ঠা হবে—আমি বসে বসে পূজা কর্‌ব—সখীদের সঙ্গে নামকীর্ত্তন কর্‌ব—সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা কর্‌ব—আর অতিথি অভ্যাগতকে স্বহস্তে খেতে দেব। বলুন—রাজী আছেন?

কুম্ভ। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য! আমার এত প্রেমালাপেও মীরার বৈরাগ্যের একতিল এদিক ওদিক হল না। মীরা! (সালিঙ্গনে)—তোমার—

(ব্যস্তভাবে শান্তিবাইএর প্রবেশ ও অপ্রতিভভাবে)

শান্তি। দাদা! দাদা! সর্ব্বনাশ হয়েছে! শম্ভুদার কথা কিছু শুনেছেন কি?

মীরা। কি হয়েছে ভাই! শম্ভুদা কোথায়?

কুম্ভ। শান্তি! শম্ভু কোন বিপদে পড়েছে না কি? তুমি কি কিছু শুনেছ?

শান্তি। হাঁ দাদা! (মীরাকে) কি হবে ভাই! শম্ভুদা যে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে অজ্ঞান হয়ে শ্মশানে পড়ে রয়েছে; একটি পাগলী না কি তাকে আগ্‌লাচ্ছে। দাদা! শিগ্‌গির লোক পাঠাও—সর্ব্বনাশ হয়েছে!

কুম্ভ। কে এ খবর দিলে শান্তি?—বড়রাণী শোনে নি ত?

মীরা। আপনি আর বিলম্ব কর্‌বেন না ; যা হয় শিগ্‌গির করুন।

কুম্ভ। হাঁ, আমি যাচ্ছি ; তোমরা স্থির থেকো ; কোন চিন্তা করো না।

শান্তি। হাঁ দাদা ! তুমি যাও ; বড়রাণীকে আমরা এখনও কিছুই শুনাই নি।

কুম্ভ। তাই ত ; "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ"।

(প্রস্থান)

মীরা। (শান্তিকে আলিঙ্গন করিয়া) হাঁ ভাই ! কি হবে ভাই ! শম্ভুদা—

শান্তি। চুপ্ কর বৌদি ! বড়রাণী শুনতে পেলে অনর্থ ঘটাবে। এখন এস, শম্ভুদাকে নিয়ে এলে যা হয় করা যাবে।

মীরা। আমি ভাই নিজের হাতে শম্ভুদার সেবা কর্‌ব।

শান্তি। তুমি কেন বৌদি ? রাজবাড়ীতে কি সেবা কর্‌বার লোকের অভাব ?

মীরা। আমিও ত সেবা কর্‌তে পারি ? সেবা ত স্ত্রীলোকমাত্রেরই কাজ ? যাই—আমি মহারাজকে বলি গে, যেন সেবার জন্য অন্য লোক ব্যবস্থা না করা হয়।

(প্রস্থান)

শান্তি। শম্ভুদা ! তুমি ভুল বুঝেছ—আমি তোমায় উপেক্ষা করি নি। অদৃষ্টযবনিকার অন্তরালে কোন দেবতা পূজারিণীর মানস পূর্ণ কর্‌বার অপেক্ষায় অবস্থান কর্‌ছেন, শুধু তাই দেখ্‌বার জন্য তোমার প্রতি আমার এই ব্যবহার। আমি ত তোমায় উপেক্ষা করি নি। ভুল বুঝেছ—তুমি ভুল বুঝেছ—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজঅন্তঃপুর সংলগ্ন কুসুমকানন

(চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে ধীরপদবিক্ষেপে দেবলের প্রবেশ)

দেবল। এবার সত্যই মরণের পথে পা দিয়েছি। অসীম সাহসের উপর ভর করে, অর্থের লোভে রাজ অন্দর মহলে এসে প্রবেশ করেছি ; যদি বেঁচে থাকি, চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত। আর যদি মরি, তাহলেও নিশ্চিন্ত। অর্থের জন্য পাগল হয়ে আর ছুটে বেড়াতে হবে না। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে) কই ? মঙ্গলা এখনও আস্‌ছে না কেন ? বেটী বলে গেল এখনি আস্‌বে—আবার দেরী কর্‌ছে কেন্ ? (ভীত-ভাবে) আঃ কি মুস্কিলেই পড়া গেল—এখন যে বেরুতে পার্‌লে বাঁচি—কই ? কোন দিক দিয়ে এলুম ?—হায় ! হায় ! কি সর্ব্বনাশ ! (এদিক ওদিক খুঁজিয়া) খালি মনে হচ্ছে সেই ত্রিশূলহাতে ভৈরবী মাগী এসে টুঁটি টিপে ধরে বুঝি—উঃ বুকটা যেন টিপ্ টিপ্ কর্‌ছে (পশ্চাৎ দিকে এক মৃগ-শাবকের শব্দ ও "ওরে বাপ্‌রে !" বলিয়া লাফাইয়া পলাইতে গিয়া আছাড় খাইয়া) দোহাই বাবা ভৈরবী ! মেরো না—আমি আসি নি—আমাকে—

(ব্যস্তভাবে আনন্দী ও মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। আ মর ! মুখপোড়া বামুন !—চেঁচিয়ে মর্‌ছিস্ কেন ?

দেবল। (ত্রস্তভাবে উঠিয়া) এঁ্যা—না—আমি—কৈ ? কে বাবা ? মঙ্গলা ! উঃ বড্ড বেঁচে গেছি—যে ভূতের উপদ্রব—রাম ! রাম !—রাম ! রাম !

মঙ্গলা। এঁ্যা! বল কি! ভূত! বল কি!

আনন্দী। হাঁ, হাঁ মঙ্গলা; হতে পারে। উনি ভূতের ওঝা কিনা — ওঝাদের কাছে কাছে ভূত ঘোরে।

দেবল। হাঁ মা; ঠিক বলেছ। একটা পেত্নী আমার আশে পাশে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়।

মঙ্গলা। ওমা! কি হবে! (ভীতভাবে) তোমার কাজ সেরে নাও রাণীমা! ওকে আমি শিগ্‌গির বিদায় কর্‌বার ব্যবস্থা দেখি। (দেবলকে) তোমাকে যা যা আন্‌তে বলেছিলুম সব এনেছ ত ঠাকুর?

দেবল। হাঁ এনেছি।

মঙ্গলা। এই রাণীমার সঙ্গে এখন দেনা পাওনার বোঝাপড়া কর; আর তাঁর কি কথা আছে শোন; আমি আস্‌ছি। (প্রস্থান)

দেবল। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটা শিকড় বাহির করিয়া) এই নাও মা! এই দিয়ে অঘটন ঘটাতে পার্‌বে; স্বামীকে বশ কর্‌বার এমন ওষুধ আর নেই।

আনন্দী। এ দিয়ে কি কর্‌তে হবে?

দেবল। খানিকটা হাতে পরবে; আর খানিকটা স্বামীর বিছানার নীচে রেখে দেবে। (স্বগতঃ) এত রূপেও মানুষ বশ হয় না! এ যে রূপের খনি!

আনন্দী। দেখ ঠাকুর! এমন কোন ওষুধ আছে যে ছোঁয়াবামাত্র অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে?

দেবল। হাঁ মা; আছে বৈ কি!

আনন্দী। কাছে আছে? এখনই দিতে পার্‌বে?

দেবল। এখনই দিচ্ছি। আমার পুরস্কার?

আনন্দী। এই নাও; (গলার হার খুলিয়া প্রদান)

দেবল। (কম্পিতহস্তে গ্রহণান্তর বিস্ফারিত নয়নে দর্শন করিয়া বস্ত্রাভ্যন্তরে রক্ষা করতঃ একটি কৌটা বাহির করিয়া) এই কৌটাতেই ওষুধ আছে ; ঘুমন্ত অবস্থায় যার নাকে এর গন্ধ যাবে সে অঘোরে ঘুমাবে।

আনন্দী। (সানন্দে গ্রহণ করতঃ) ঠাকুর! তোমার কাছে আমি ঋণী রইলুম ; ওষুধে কাজ হলে আরও পুরস্কার পাবে। ঐ যে—মঙ্গলা আস্‌ছে।

(মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। রাণীমা! দেনাপাওনা চুক্‌ল?—এখন ঠাকুরকে দিয়ে আসি?

আনন্দী। হাঁ ; আজকের মত। (দেবলকে) তবে এস ঠাকুর!

দেবল। যখন যা দরকার, আমায় খবর দিলেই পাবেন ; এখন আসি। (নমস্কার) চল মঙ্গলা! (মঙ্গলার দিকে অগ্রসর)

মঙ্গলা। (ত্রস্তে দূরে সরিয়া) কাছে ঘেঁসো না ঠাকুর! তফাতেই থাক—যে সব তোমার সঙ্গী সাথী—(গমন)

দেবল। (যাইতে যাইতে) ভয় কি! ভয় কি! আশে পাশে ত তোমরাই। (প্রস্থান)

আনন্দী। আর কি আনন্দী! প্রতিহিংসার অনল যখন জলে উঠেছে নিভ্‌তে দিও না ; কিছুতেই নিভ্‌তে দিও না—ইন্ধন যোগাও ; জ্বালিয়ে রাখ। আর সাবধান! অবিশ্বাসের হাসি, নিরাশার আর্ত্তনাদ—মৃত্যুর পর মৃত্যু, বিভীষিকার পর বিভীষিকা দেখে যেন সঙ্কল্পচ্যুত হয়ো না। মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ—এমন কি সমস্ত জীবনও যদি স্রোতের তরঙ্গের ন্যায় প্রবল প্রবাহরূপে ভেসে যায়, যাক্ ; তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ো না। হৃদয় কঠোর কর ; চণ্ডাল

প্রবৃত্তি জাগাও। পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায় সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হও ; শত্রুর শেষ কর।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(গান করিতে করিতে জনৈক নাগরিকের প্রবেশ)

গীত

টাকা ! তোমায় নমস্কার ; ওহে চক্রাকার !
তোমা হতেই বাদ্‌সা রাজা তুমি জ্যোৎস্না দুনিয়ার।
তুমি সত্য তুমি ধ্রুব তুমিই ভব কর্ণধার ;
তুমিই ভাঙ্গ তুমিই গড়, তোমারই শক্তি অপার।
তোমার গুণের নাইকো অন্ত (ওহে) গুণাতীত গুণাধার !
(তোমার) ভক্ত যেজন, বুঝে সেজন তোমার সাধন কি বাহার !
তোমার প্রেমে প্রেমিক যারা তারাই জানে প্রেম তোমার।
তোমার শব্দ শ্রুতিমধুর স্পর্শে তোমার জীবোদ্ধার ॥

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

শান্তির কক্ষ

(শয্যায় বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে রণমল্লের একখানি চিত্র দেখিতে দেখিতে)

শান্তি। বড় সুন্দর ! বড় সুন্দর ! তুমি বড় সুন্দর ! (চিত্রে চুম্বন করিয়া) তোমার রূপের তুলনা নাই ! দেবতা ! জগতে তুমি এক আদর্শ পুরুষ। তোমার অপরূপ রূপ। তোমার

অশেষ গুণ! তোমার সরলতা—তোমার সৌজন্য—তোমার শৌর্য্য বীর্য্য তেজস্বিতা—সবই অতুল। প্রাণের রণমল্ল! (চুপি চুপি দ্বার খুলিয়া পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আনন্দীর দর্শন) বল! বল! কেন তুমি এই দেবদুর্লভ চরিত্র নিয়ে এই রাজ্যে এসেছিলে? (পুনঃ চুম্বন করতঃ) প্রিয়তম! আমি যে তোমায় উপযাচিকা হয়ে গোপনে ভালবেসেছি—নারীর সর্ব্বস্বধন তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছি। বল! বল রণমল্ল! আমার মনোরথ পূর্ণ হবে কি? এ দাসী তোমার পদসেবার অধিকারিণী হবে কি? দাসীকে চরণে স্থান দেবে কি? (স্থিরনয়নে চিত্রদর্শন)

আনন্দী। (স্বগতঃ বিস্ময়সহকারে) সর্ব্বনাশ! এ যে দেখ্‌ছি আমার চেয়ে উন্মাদিনী! ওঃ নিশ্চয়ই এই ষোড়শীর প্রেমাভাস পেয়ে রণমল্ল আমায় ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছে।

শান্তি। (চিত্রে মস্তক স্পর্শ করাইয়া পুনঃ চুম্বন করতঃ) আহা! কি মধুর! কি মধুর!

আনন্দী। (দ্রুত শান্তির সম্মুখে আসিয়া) মরেছ! মরেছ!!

শান্তি। (ভয়ে ও লজ্জায় ছবিখানি লুকাইতে লুকাইতে) এঁ্যা—কে?—কি!

আনন্দী। মরেছ! একেবারে মরেছ!! লুকোচ্ছ কি? দেখি?—দেখি?

শান্তি। কে—বৌদি? তুমি? তবু রক্ষা!

আনন্দী। (টানাটানি করিয়া ছবিখানি লইয়া) হাঁ আমি—এ ছবি তুমি কোথায় পেয়েছ শান্তি?—রণমল্ল দিয়েছে?

শান্তি। (সভয়ে) আমি? হাঁ—না, না বৌদি—তিনি? তিনি দেন নি; আমি নিজেই জোগাড় করেছি।

আনন্দী। ছিঃ! ছিঃ শান্তি! তুমি যে এতদূর অধঃপাতে গেছ তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

শান্তি। বৌদি! একবারটি শুন; তোমার পায়ে পড়ি চুপ্ কর। আর কেউ শুন্‌তে পেলে যে—

আনন্দী। ছিঃ ছিঃ!

শান্তি। কিছু ত অন্যায় করি নি বৌদি?

আনন্দী। অন্যায় কর নি?

শান্তি। সামান্য অন্যায়; তা তুমি অনায়াসে ক্ষমা কর্‌তে পার।

আনন্দী। সামান্য অন্যায় নয় শান্তি! সামান্য অন্যায় হলে আমায় দেখে এত ভয় পেতে না; গুরুতর অন্যায় করেছ।

শান্তি। ভয় নয়; লজ্জা। যদি প্রকাশ হয় সবার কাছে লজ্জা পাব; তাই।

আনন্দী। তাই নাকি?

শান্তি। নিশ্চয়! আমার ত পাপ নেই; ভয় পাব কেন? এ স্বাভাবিক অনুরাগ। এ অনুরাগ সীতা সাবিত্রী, খনা লীলাবতী —কার না ছিল?

আনন্দী। বটে! ভয় নেই? পাপ নেই? বেশ—যে অবিবাহিতা মেয়ে অকপটে পরপুরুষের মুখ চুম্বন করে—

শান্তি। (আনন্দীর মুখে হাত দিয়ে) সেকি? মুখচুম্বন!—কোথায়! ওঃ ছবিতে—তাও দেখে ফেলেছ? ক্ষমা কর বৌদি! সত্যসত্যই অন্যায় করেছি; বড় ভুল করেছি। তখন আমার বুদ্ধি বিবেচনা ছিল না; নিশ্চয়ই জ্ঞানশূন্যা হয়েছিলাম; নইলে—(মস্তক অবনত করিয়া নিরুত্তর)

আনন্দী। যা হয় একটা বলে ফেল। চুপ কর্‌লে কেন? বেশ—না হয় মান্‌লুম পরপুরুষের মুখচুম্বনটা ভুলেই করে ফেলেছ; তার ছবিখানি শোবার ঘরে রেখেছ কেন?

শান্তি। পরপুরুষ! না—না—পরপুরুষ নয় বৌদি! তুমি ভুল বল্‌ছ—ভুল বুঝেছ। তিনি আমার আপন হতেও আপনার। আমার আরাধ্য দেবতা!

আনন্দী। আ—হা—হা—হা! (দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া) বল্‌তে লজ্জাও করে না!

শান্তি। করে; তবে তোমার কাছে নয়।

আনন্দী। কি! আমায় টিট্‌কিরি! ঘুরিয়ে আমাকেও পরপুরুষাসক্ত বলা! তাই তুমি আমায় উপদেশ দিতে গিয়েছিলে—না? তোমার মনে এত পাপ!

শান্তি। সেকি কথা বৌদি? আমি ত তা মনে করে বলি নি; আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য যে তুমিও মেয়েমানুষ, আমিও তাই; —তার ওপর তুমি আমায় কত ভালবাস—তোমার কাছে আমি লজ্জা কর্‌ব কেন?

আনন্দী। তা বই কি? কথাটা কোন রকমে ফেরাতে হবে ত?

শান্তি। তুমি যাই বল না কেন—যাই ভাব না কেন—সত্যসত্যই আমি নির্দ্দোষ। দাও—এখন আমার ছবিখানি দাও; রেখে দিই। (চিত্র গ্রহণোদ্যত)

আনন্দী। (চিত্র না দিয়া) কি মনে করেছ শান্তি! এ ছবি আর তুমি পাবে না।

শান্তি। (আনন্দীর পায়ে ধরিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে) বৌদি! তোমার পায়ে পড়ি, আমার ছবি আমায় দাও; না হলে আমি মরে যাব বৌদি! অনেক কষ্টে আমি ওখানি জোগাড় করেছি; ও আমার প্রাণের প্রাণ। বড় আদরের জিনিষ।

আনন্দী। তা হবে না; এ পাবে না। শান্তি! বলি শুন—রণমল্লকে ভুলে যাও। যদি ভাল চাও, যদি জীবনের মমতা থাকে ত রণমল্লকে

ভুলে যাও। কেন দুঃখ পাবে? সমস্ত জীবনটা মরুময় করে তুল্‌বে? রণমল্ল বল্‌তে ত অজ্ঞান! এদিকে রণমল্লের যে আর একজন প্রণয়িনী আছেন, তার খবর রাখ?

শান্তি। একজন ছাড়া একশজন থাক্—আমার তাতে কি?

আনন্দী। সে তোমায় ভালবাস্‌বে না।

শান্তি। না বাসুক; আমি যদি ভালবাস্‌তে পারি, তাহলেই হল।

আনন্দী। তাতে তোমার কি সুখ?

শান্তি। কি সুখ?—তা তোমায় কি বুঝাব বৌদি! তোমার মন ত আমার অজানা নয়?

আনন্দী। কেন? আমি বুঝি ভালবাস্‌তে জানি না?

শান্তি। শুধু যে ভালবাস্‌তে জান না, তা নয়; ভাসবাসা যে কি, কাকে বলে তাও বোধহয় তুমি বুঝ না।

আনন্দী। (স্বগতঃ) এসব তবে কোন ভাবের কথা? নিশ্চয় জেনেছে। মীরা সব বলে দিয়েছে; কিংবা রণমল্লের মুখে শুনেছে।

শান্তি। কি ভাব্‌ছ বৌদি?

আনন্দী। (জনান্তিকে) তোমার মৃত্যু। (প্রকাশ্যে) দেখ শান্তি! এ অনুরাগের ফল বিষময়—এ একেবারে মর্‌বার লক্ষণ—

শান্তি। (হাসিয়া) ঠিক বলেছ বৌদি!—একদিন স্বপ্ন দেখ্‌লুম, লক্ষণ খারাপ দেখে তুমিই ওষুধের ব্যবস্থা করেছ। (হাসিয়া ফেলিল)

আনন্দী। আহ্লাদে যে আটখানা! ঠাট্টার আর লোক পাও নি?
(বলিয়া হস্তস্থিত চিত্র শান্তির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিলে শান্তি ক্ষিপ্রহস্তে ছবিখানি ধরিয়া মাথায় ঠেকাইয়া হাসিতে হাসিতে "স্বপ্ন কি মিথ্যা হয়? এই ত রোগের ওষুধ" বলিয়া পলায়ন)।

আনন্দী। দিচ্ছি ওষুধ! (সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিয়া) কোথায় গেল? হাঁ চলে গেছে—ওষুধের বড় সাধ; দিচ্ছি একেবারে শেষ ওষুধ খাইয়ে। পথের কণ্টক কিছুতেই রাখ্‌ব না; (দূরে দেখাইয়া) ঐ খাবার রয়েছে; আর আমার কাছে আছে তীব্র হলাহল। (অগ্রসর হইয়া পাত্রস্থ দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করতঃ) হাঃ হাঃ হাঃ—আনন্দী! কাজ ত হাঁসিল্‌। আর চিন্তা কি?—অব্যর্থ ঔষধ। শান্তি! এই তোমার অব্যর্থ ঔষধ—নিশ্চিন্তে সেবন কর। এ্যাঁ! এ কি! বুকটা কাঁপ্‌ছে কেন?—না, না, ও কিছু না—ও কিছু না—প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! রণমল্ল! প্রতিশোধ চাই।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

রণমল্লের কক্ষ

(চিন্তিত মনে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে)

রণমল্ল। হায়! স্বপন অতীত রাজ্যে বসে
অতি কষ্টে ভেবেছিনু যাহা—
আনন্দীর অদৃষ্ট আকাশে,
একে একে সব যেন হতেছে উদয়।
পুড়ে মরা জ্বালা যদি পতঙ্গ জানিত,
বড়িশ সংযুক্ত খাদ্য চিনিত মকর,
মৃত্যুজাল বিজড়িত তণ্ডুল যদ্যপি—
বুঝিত বিহঙ্গ দূর হতে—
উহারা কি কভু হেন মারাত্মক ভুল

করিত স্বেচ্ছায় হায়! জীবন হারাতে?
আনন্দী! তুমি ত সব জান?
হিতাহিত বিবেচনা আছে ত তোমার;
তুমি ত মানুষ—
বল বল হেন ভুল কি হেতু করিলে?
সর্ব্বনাশ সাধিলে নিজের।
ভাবিতেও বুক ফেটে যায়—
ওঃ—আনন্দী!
ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় লজ্জায়
অপমানে হয়ে জর্জ্জরিতা
হয়ত ভাবিছ আজি কত কথা তুমি;
কত ব্যথা জাগিতেছে তপ্ত শ্বাসে তব।
কিন্তু—
এ হৃদয় উপাদান প্রস্তর ফলক;
নাহি এতে করুণার কণা;
নাহি সুখ দুঃখ বোধ—
সতত বিরোধ।
রুদ্ধ হায়! স্বাধীনতা দ্বার।
আনন্দী! আনন্দী!
কঠোর কর্ত্তব্যবর্ম্মে আচ্ছাদিত হয়ে
সাজিয়াছি নিদারুণ অতি।
কোথা পাবে প্রতিদান—
প্রেম পুরস্কার?
না না—রাজকার্য্য সম্মুখে প্রচুর—
ভাবনায় বৃথা কাল করিব না ক্ষয়;

কিবা ফল তায় ?
শুধু জ্বালা অশান্তি শোচনা।
যাই—শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবী ক্রোড়ে
চিন্তা ভুলি ক্ষণকাল লভিতে বিরাম। (শয়ন ও নিদ্রা)

(কিয়ৎক্ষণ পরে চুপি চুপি আনন্দীর প্রবেশ ও চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে সন্তর্পণে রণমল্লের নিকট গমনপূর্ব্বক ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া "ঠিক হয়েছে—এই সুযোগ" বলিয়া রণমল্লের নাসিকায় কিছুক্ষণ ঔষধ ধরিয়া)

আনন্দী। আর কি! ঘুমাও রণমল্ল! নিশ্চিন্তে ঘুমাও! চক্রান্ত! —আনন্দীর চক্রান্ত! —আর রক্ষা নাই! —প্রতিশোধ! —প্রতিশোধ! —এইবার দেখা যাবে তোমার রাজভক্তি কিরূপে তোমায় রক্ষা করে! রণমল্ল! তোমার বড় গর্ব্ব! —চরিত্রবান বলে তোমার বড় অহঙ্কার!—দেখ্‌ব তোমার চরিত্রের গৌরব কোথায় থাকে! আমিই তোমার দর্প চূর্ণ কর্‌ব (উল্‌কির সরঞ্জাম লইয়া) —এই উল্‌কি দিয়ে বেশ করে তোমার বুকে ত মীরার নামটা আগে লিখে দি; (সন্নিকটে গমন ও সাবধানে বক্ষের পরিচ্ছদ খুলিয়া) আহা! কি সুন্দর! কি রূপ! রণমল্ল! রণমল্ল! কেন তুমি এই দেব দুর্লভ রূপ নিয়ে আমায় ভুলাতে এসেছিলে! প্রাণের রণমল্ল! বল—বল—কি করে এই বক্ষে মীরার নাম লিখে দেব? (বুকের উপর মাথা রাখিয়া) আঃ—প্রাণ জুড়াল—হায়! কত দিন পরে আবার তোমার বুকে মাথা রাখ্‌বার সুযোগ পেয়েছি—রণমল্ল! দিব্যমূর্ত্তি বিশালহৃদয় রণমল্ল! জানি না ঘুমঘোরে আজ আমায় তুমি কেমন দেখ্‌ছ; আমার স্পর্শ তোমার কেমন লাগ্‌ছে। কিন্তু প্রাণাধিক্! তোমার

প্রশস্ত বক্ষ, তোমার ওই বীর বপু, তোমার আকর্ণবিস্তৃত নীলোৎপল নয়ন, তোমার স্নিগ্ধমধুর অতুল রূপরাশি দেখে ও নির্জ্জনে স্পর্শ করে আমি স্বর্গসুখ লাভ করছি—(বাহিরে মঙ্গলারতির শব্দ শুনিয়া চমকিতভাবে) এ কি ! এরই মধ্যে মঙ্গলারতির সময় হয়ে গেল ! না না—আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয়। আনন্দী ! প্রস্তুত হও ; স্থির ধীরভাবে হৃদয়কে পাষাণ করে স্বকার্য্যসাধনে অগ্রসর হও। —আর মোহে মুগ্ধ থেকো না ; —রণমল্ল ! রণমল্ল ! (বক্ষোপরি নাম লিখিতে হাত কাঁপিয়া উঠিলে) আনন্দী ! কাঁপ্‌ছ কেন ? —কঠিন হও ! —হৃদয়কে পাষাণ কর ! (পুনঃ চেষ্টা করিয়া নাম লিখিয়া "যাক" বলিয়া পরিচ্ছদ পরাইয়া দিয়া) বেশ হয়েছে—প্রতিফল ! এইবার দেখ রণমল্ল ! কে কত শক্তি ধরে। আর—মীরা ! তোমারও এই শেষ সুখরজনী। এই উপায়েই তোমারও সর্ব্বনাশ—আর তোমায় মহোৎসব দেখ্‌তে হবে না—এই প্রভাতেই রাজ-সভায় দেবলের হাতে তোমার বলিদান !

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

শান্তির কক্ষের বহির্ভাগ

(গান করিতে করিতে শান্তির প্রবেশ)

গীত

শান্তি। একবার এসে হৃদাকাশে উদয় হও হে প্রাণের সখা !
তোমা বই হেরিনে আমি ভাবে তোমার প্রেমমাখা।
যখন তোমার প্রেমের আলো, হৃদয় আমার করে আলো,

হেরি আমি ভূমণ্ডল প্রেমেই যেন মাখাজোখা।
সুখ দুঃখ সব এক হয়ে যায়, মান অভিমান দূরে পালায়,
কি যেন কি ভাবে ডুবে হায়! বিভোর থাকি আপনি একা।
স্বর্গে মর্ত্তে ভেদ থাকে না (হেরি) সর্ব্ব ঘটে তুমিই আঁকা॥

(দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত) ভাল হল; দেখে এলুম শম্ভুদা একটু সেরেছে। ছোটরাণী খুব সেবা করছে কিন্তু—সারাদিন খাওয়া নাই কিছু নাই—আজ দুদিন ধরে কেমন এক উদাস ভাব। কাল ছোটরাণীর পরিণয় উৎসব; সমস্ত রাজ্যময় এক আনন্দের প্রবাহ ছুটেছে—দাদার প্রাণে কত আনন্দ! —আমায় বল্লে শান্তি! ছোটরাণীকে সাজাবার ভার তোমার উপর; তুমিই তাকে মনের মত করে সাজিয়ে ভবানীমন্দিরে নিয়ে যাবে। (বারম্বার নহবৎ ধ্বনি শুনিয়া) ওমা! তাইত—এরই মধ্যে রাতশেষ হয়ে গেল! (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে চিত্র বাহির করিয়া) প্রিয়তম! এমনি করে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন এক চিন্তায় কেটে যায় তবে ত? আচ্ছা! সত্য করে বল দেখি—তুমি আমায় ভালবাস না? —তোমার হৃদয় কি এত ক্ষুদ্র? তোমার ভালবাসা কি এত সঙ্কীর্ণ যে একজন তোমার সমস্তটুকু অধিকার করে বসবে? —বেশ ত, তুমি যাকে ইচ্ছা হয় ভালবাস না কেন; তাতেও আমার কোন আপত্তি নাই। তা বলে আমি কেন চরণে স্থান পাব না? —আমি যে নারীর সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আমার যে আর কেউ নাই—

(জনৈকা সখীর প্রবেশ)

সখী। 　বাঃ বাঃ বেশ ত ; এখনও তুমি ঘরে যাও নি ?—আজ আর খাওয়া দাওয়া হবে না বুঝি ?

শান্তি। 　(ছবি লুকাইয়া) এঁ্যা ! না—তা আজ আর কখন হবে ? রাত ত প্রভাত হয়ে গেল।

সখী। 　খাবারগুলো কি নষ্ট হবে ? দুধটা ত দেখ্‌লাম কেমন এক রকম হয়ে গেছে।

শান্তি। 　দুধটা ফেলে দাওগে ; বাসী দুধ দূষিত হয়—আর সব—আচ্ছা চল যাই ;

(ঘরে প্রবেশ)

সখী। 　বলিহারি প্রেম—এক একটি এক এক রকমের। আবার এক পাগলীকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে ; সে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে।

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

রাজসভা

(রণমল্ল ও সভাসদগণ পরিবেষ্টিত রত্নসিংহাসনোপবিষ্ট মহারাণা কুম্ভসিংহ ; এক পার্শ্বে আসনোপরি শম্ভু ও পশ্চাতে দণ্ডায়মানা উদাসিনী ও অন্য পার্শ্বে নতমস্তকে বন্দী কল্যাণসিংহ ও মালবরাজ রাজমহম্মদ)

(গান করিতে করিতে চারণ বালকগণের প্রবেশ)

চারণগণের গীত

সুখে দুখে রোগে শোকে ভবভাবনায় গাহি ;
হর দেব ! দুখ দৈন্য জীবশিবরূপী ত্রাহি।

পুণ্য অমর আত্মা যাঁর, ভক্তি অর্ঘ্য চরণে তাঁর
সারাৎসার প্রেমাবতার শুদ্ধ মুক্ত যোগী ;
শান্তিবিধান করুণানিধান সর্ব্বভোগত্যাগী।
সুখে দুখে রোগে শোকে ভবভাবনায় গাহি,
হর দেব ! দুখ দৈন্য জীবশিবরূপী ত্রাহি।

সত্য নিত্য পরাৎপর, গুণাতীত গুণাধার
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মুখ্য শুদ্ধাচারী ;
ভ্রান্তিনাশন শান্তিসোপান প্রেমজ্যোতিধারী।
সুখে দুখে রোগে শোকে ভবভাবনায় গাহি ;
হর দেব ! দুখ দৈন্য জীবশিবরূপী ত্রাহি।

যোগী ঋষি অমরবৃন্দ ; ধ্যানে যাঁর লভে আনন্দ
সর্ব্বদর্শী সদানন্দ সূক্ষ্ম কালব্যাপী ;
প্রকৃতি যাঁর গুণাতীতা শক্তি যাঁহার সাক্ষী।
সুখে দুখে রোগে শোকে ভবভাবনায় গাহি ;
হর দেব ! দুখ দৈন্য জীবশিবরূপী ত্রাহি।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, চিন্তে যাঁরে নিরন্তর
বেদছন্দে ব্যোমে যাঁর বন্দনা গাহে বাণী
পুণ্যজ্ঞান পুণ্যপ্রাণ পুণ্য প্রণব ধ্বনি।
সুখে দুখে রোগে শোকে ভবভাবনায় গাহি
হর দেব ! দুখ দৈন্য জীবশিবরূপী ত্রাহি।

(চারণগণের প্রস্থান)

সকলে। জয় ! মহারাণা কুম্ভসিংহের জয় !!

কুম্ভ। (রক্ষীর প্রতি) যাও রক্ষী ! মালবাধিপতি রাজমহম্মদকে সসম্মানে মুক্ত কর। (রক্ষীর তথাকরণ) রাজমহম্মদ ! গুর্জ্জর

রাজের সহিত মিলিত হইয়া যদিও আপনি চিতোরের শত্রুতাসাধনে লিপ্ত ছিলেন, তথাপি আমার সহধর্ম্মিণী মীরাবাইএর পরিণয়োৎসব উপলক্ষে আজ আমি তাঁহারই ইচ্ছায় আপনাকে মুক্তিদান করলাম্।

রাজমহম্মদ। (মুখ তুলিয়া) বিজিত শত্রুর প্রতি এইরূপ দয়া প্রকাশ হিন্দুবীরের এক বিশিষ্ট রণধর্ম্ম। খোদা আপনার মঙ্গল কর্‌বেন।

সকলে। জয়! মহারাণা কুম্ভসিংহের জয়!! (কুর্ণিশ করিতে করিতে রাজমহম্মদের প্রস্থান)

কুম্ভ। কল্যাণসিংহ! শম্ভুসিংহকে হত্যা কর্‌বার জন্য তুমিই ঘাতক নিযুক্ত করিয়াছিলে?

কলাণসিংহ। হাঁ মহারাজ! করেছিলাম।

কুম্ভ। কে সেই ঘাতক?

কল্যাণ। ঘাতকের প্রয়োজন নাই মহারাজ! প্রকৃতপক্ষে আমিই ঘাতক। আমার নিয়োজিত ঘাতকের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আমি স্বয়ং স্বহস্তে শম্ভুসিংহকে ছুরিকাঘাত করি। (সকলের চমকিতভাব)

কুম্ভ। মিথ্যা কথা!

কল্যাণ। কিসের ভয়ে মিথ্যা মহারাজ?

শম্ভুসিংহ। না মহারাজ! কল্যাণসিংহ আমার বন্ধু।

উদাসিনী। নিশ্চয় মহারাজ! আমরা কল্যাণসিংহকে দেখি নাই।

কল্যাণ। একজন ফকিরকে দেখেছিলেন ত? আমিই সেই ফকির। আপনারা যখন জলঝড়ে আশ্রয়ের সন্ধান কর্‌ছিলেন— তখন আমিই পশ্চাৎ হতে শম্ভুসিংহের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত

করেছিলাম। মহারাজ! এই হত্যাচেষ্টার জন্য যে দণ্ডের ব্যবস্থা হয়, আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ কর্‌তে উৎসুক ; আদেশ করুন।

কুম্ভ। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) সত্যই এ তোমার কাজ।—আচ্ছা এই উদাসিনীকে তুমি চেন?

কল্যাণ। না।

কুম্ভ। ভাল করে দেখে বল্‌ছ?

কল্যাণ। (মুখ তুলিয়া চাহিয়া) হাঁ।

কুম্ভ। তবে আমারই ভুল—আচ্ছা দেখি। (জনান্তিকে মহারাজের প্রতি রণমল্লের উক্তি) হাঁ—হাঁ; (উদাসিনীর প্রতি) দেখ উদাসিনী! তুমি একাধিকবার শম্ভুসিংহকে মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা করেছ; আজ শম্ভুসিংহের এই আততায়ীর বিচারের ভার তোমার উপর দিলাম।

সকলে। জয়! মহারাণা কুম্ভসিংহের জয়!!

উদাসিনী। (সসম্মানে) মহারাজ! আমি সামান্যা নারী; আমার বিচার বুদ্ধি অল্প। যদি আপনার আদেশ হয় তবে যার পক্ষে কল্যাণসিংহ আজ আততায়ী সেই শম্ভুসিংহকেই এই ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।

কুম্ভ। তাই হোক; শম্ভুসিংহ! তুমিই কল্যাণসিংহের বিচার কর।

(সভাস্থ সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন)

শম্ভু। (কষ্টে আসন পরিত্যাগ করিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক) কল্যাণ সিংহ! সখা! অগ্রসর হও; আগে আমায় আলিঙ্গন দাও।

(পরস্পর পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ ও সকলের উল্লসিতভাব এবং উদাসিনীর চক্ষে বস্ত্র প্রদান। পরে আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া মহারাজের প্রতি) মহারাজ! কল্যাণসিংহ আততায়ী নহে ; আমি আততায়ী। কল্যাণ সিংহ বিশ্বাসঘাতক নহে ; আমিই বিশ্বাসঘাতক। আপনি ত সকলই জানেন মহারাজ! আজ আমার জন্যই কল্যাণ সিংহ একমাত্র স্নেহের ভগ্নীকে হারিয়ে গৃহহারা উন্মাদের মত বিচরণ কর্‌ছে। কল্যাণসিংহের জ্বালার মর্ম্ম কে বুঝ্‌বে মহারাজ! —এ ত আততায়ী নয়—আততায়ী এমন অকপটে অপরাধ স্বীকার করে না। কল্যাণসিংহ যত অপরাধই করুক সে আমার কাছে নির্দ্দোষ। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এ অপরাধ থেকে তাকে মুক্তি দিলাম।

(সকলের "ধন্য ধন্য" রব)

কুম্ভ। ধন্য! ধন্য শম্ভুসিংহ! তোমার ক্ষমা শিক্ষার যোগ্য।

উদাসিনী। (ছুটিয়া আসিয়া শম্ভুর পদ ধারণ করিয়া) তুমি দেবতা! —সত্যই তুমি দেবতা!

শম্ভু। উদাসিনী! আমি বড় দুর্ব্বল ; আমায় নিয়ে চল। মহারাজ! আমায় বিদায় দিন। (উদাসিনীর উপর ভর দিয়া যাইতে যাইতে) কল্যাণসিংহ! আমায় ক্ষমা করো ভাই! জেনো আমারও প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে।

(প্রস্থান)

কুম্ভ। কল্যাণসিংহ!

কল্যাণ। মহারাজ!

কুম্ভ। তুমি এখন মুক্ত।

কল্যাণ। যথা আজ্ঞা মহারাজ! (অভিবাদনপূর্ব্বক যাইতে যাইতে) হায় কল্যাণী! না জানি তুই কোন অজানা রাজ্যে বিচরণ করছিস—এ হতভাগা দাদাকে কি একবারও তোর মনে পড়ে না—

(প্রস্থান)

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। (অভিবাদন করতঃ) মহারাজ! দ্বারদেশে তেজপুঞ্জ কলেবর এক সন্ন্যাসী এসে মহারাণা মিবারেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা কর্‌ছেন।

কুম্ভ। এঁ্যা—সন্ন্যাসী! (গাত্রোত্থান)

রণমল্ল। মহারাজ! আসন গ্রহণ করুন; আমি নিয়ে আস্‌ছি।

কুম্ভ। রণমল্ল! নিয়ে এস সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীঠাকুরে।

রণমল্ল। যথা আজ্ঞা মহারাজ! চল দৌবারিক।

(দৌবারিককে লইয়া রণমল্লের প্রস্থান)

কুম্ভ। কে এ সন্ন্যাসী? গুরুদেব কি? গুরুদেব হলে আজ এই আনন্দোৎসব সার্থক হয়।

(সন্ন্যাসীবেশী দেবলকে লইয়া রণমল্লের প্রবেশ)

দেবল। বম্ বম্—হর হর—মহাদেব শম্ভু! হর হর বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ মহাদেব শম্ভু!

কুম্ভ। (সসম্ভ্রমে) আসুন সন্ন্যাসীবর! করুন আদেশ
কিবা প্রয়োজনে আজি—
অভিলাষী দর্শন দাসের?

দেবল। জানিবারে আসিয়াছি যাহা—
মহান উদ্দেশ্য তার আছে বীরবর।

মহারাজ! স্পষ্ট করে খুলে বল মোরে
কিবা হেতু মহোৎসব স্বরাজ্যে তোমার?
কেন আজ রাজপুরে এত বাদ্য গীত?
সুসজ্জিত নগর নগরী; প্রতি গৃহে
আনন্দের পূর্ণ কোলাহল?
ছোট বড় যুবক যুবতী
সমবায়ে মিলে কুতূহলে
"মিবার ঈশ্বরী মীরা" নামে
জয়নাদে গাহে তার শত গুণগান।
কে সে মীরা—মিবার ঈশ্বরী?

কুম্ভ।　সন্ন্যাসীঠাকুর!—
দূতরাজসুতা রাঠোরের
মীরাবাঈ মিবার ঈশ্বরী;
বর্ত্তমান মিবারের প্রধানা মহিষী।
আজ তাঁর পরিণয় উৎসবের দিন।
তারি শুভ কামনায়—
পূজা পাঠ দান ধ্যান যত অনুষ্ঠান;
মহোৎসব—আনন্দ সূচনা মাত্র তার।

দেবল।　এঁ্যা! এঁ্যা! তারি শুভ কামনায়!
মহারাজ!—

কুম্ভ।　আজ্ঞা করুন সন্ন্যাসীঠাকুর!

দেবল।　না—না ভাবিতেও মহাপাপ
ব্যভিচার; পূর্ণ ব্যভিচার।

সকলে।　(সাগ্রহে) ব্যভিচার!

কুম্ভ। কিবা ব্যভিচার সন্ন্যাসীঠাকুর !
ভাবান্তর কেন অকস্মাৎ ?

দেবল। না—না—রহিব না হেথা আর ;
যাব পাপরাজ্য ছেড়ে—ছেড়ে এ সংসার
আপন আশ্রমমাঝে নির্জ্জন বিপিনে।

কুম্ভ। (করজোড়ে) বলুন—বলুন খুলে সন্ন্যাসীঠাকুর !—
পাপরাজ্য কি হেতু মিবার ?

রণমল্ল। (সবিস্ময়ে) বলুন—বলুন ঠাকুর !—
এ যে অতি অসম্ভব বাণী।
পুণ্য প্রতিকৃতি যেথা চির বিরাজিত
যেথা রাণী পুণ্যবতী প্রেমের প্রতিমা—
যেথা নিত্য দানধ্যান দেব আরাধনা—
রাজা রাণী দেব দেবী সম—
হেন রাজ্য পাপরাজ্য !
আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য অতি ! অদ্ভুত বারতা।

দেবল। (রণমল্লকে)—
পাপিয়ান ! তুমি এর প্রধান কারণ !
তোমা হতে অচিরেই রাজ্য ধনজন
হারাইয়া চিতোর ঈশ্বর
শত্রুকরে প্রাণ সমর্পিবে।
শিশোদীয় বংশের গৌরব
অচিরেই হবে লুপ্ত জনপদ হতে ;
পুণ্যভূমি পবিত্র মিবার
যবনের হবে অধিকার।
অত্যাচার ! অত্যাচার !! ঘোর অত্যাচার !!!

কুম্ভ।　এ কি ! এ কি শুনি ? হায় ! পাপিয়ান রণমল্ল !
রণমল্ল হতে হবে মিবার পতন !
অসম্ভব ! অসম্ভব !! অসম্ভব অতি !!!
রক্ষিগণ ! কে আছ কোথায় (রক্ষিগণের প্রবেশ)
বন্দী কর ভণ্ড সন্ন্যাসীরে—
নিশ্চয় হইবে কোন শত্রু গুপ্তচর।

(রক্ষিগণের বন্দী করিতে অগ্রসর হইলে)

সকলে।　বন্দী কর—বন্দী কর—

রণমল্ল।　(রক্ষিগণের প্রতি) ক্ষান্ত হও রক্ষিগণ ! মহারাজ !
জিজ্ঞাসা করুন সন্ন্যাসীরে
কি কারণ অপরাধী আমি ?
যদি যুক্তি নারে প্রদানিতে—
যাহা হয় উচিত বিচারে—
অতঃপর ভুঞ্জিবে ঠাকুর।

কুম্ভ।　সন্ন্যাসীঠাকুর !
সদুত্তর করুন প্রদান ;
কিবা দোষে দোষী সেনাপতি ?

দেবল।　মহারাজ ! স্থিরচিত্তে করুন শ্রবণ।
যদিও অপ্রিয় মম বাণী—
সত্য কথা বলিব সকাশে।
দ্বিচারিণী মীরাবাই মিবার ঈশ্বরী—
প্রণয়ী তাহার গুপ্ত এই সেনাপতি।

সকলে।　("ছিঃ ছিঃ" বলিয়া কর্ণে হস্ত প্রদান)

রণমল্ল।　কি বলিলি নরাধম পামর সন্ন্যাসী !

কুম্ভ। (ক্রুদ্ধভাবে)
বল—বল ত্বরা—কিবা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ?
অন্যথা এ শাণিত কৃপাণে
দ্বিখণ্ডিত করিব মস্তক।
জানিস্ নাকি মিবারলক্ষ্মী মীরা
রাণাকুম্ভগতপ্রাণা সতী ?
জান নাকি রণমল্ল পুত্রতুল্য—
স্নেহের ভাজন উভয়ের ?

দেবল। মহারাজ !—
দেখুন খুলিয়া পরিচ্ছদ
পাপিষ্ঠের বক্ষোপরি
কার নাম রয়েছে অঙ্কিত।
রণমল্ল কার উপাসক ?

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে) রণমল্ল ! রণমল্ল !

রণমল্ল। (ক্ষিপ্রহস্তে স্বীয় পরিচ্ছদ খুলিয়া নিজবক্ষ লক্ষ্য করিয়া অসংলগ্নভাবে)
মহারাজ ! মহারাজ !
এ কি হেরি আজ ?
ওহোঃ ! যাদুবিদ্যা ! যাদুবিদ্যা !
ইন্দ্রজাল সব !
সংসারের পাপপ্রহেলিকা।
মহারাজ ! সদর্পে বলিতে পারি আমি—
মীরাবাই অকলঙ্ক শশী—
মাতৃমূর্ত্তি মীরাবাই মোর !

দেবল। (সাহ্লাদে স্বগতঃ) ধন্য ! ধন্য রে দেবল !
ধন্য তোর বুদ্ধির কৌশল !

কুম্ভ। হায় ! হায় ! এ কি শুনি আজি !
ধরণী ! এখন তুমি আছ স্থিরভাবে ?
দ্বিধা হও, দ্বিধা হও ; স্থান দাও ত্বরা।

রণমল্ল। (ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর প্রতি)
আরে আরে ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক !
না না—বলিব না তোরে কিছু আর—
বুঝিয়াছি সব !—ভাল—
(জনান্তিকে) মহারাজে হইয়াছে মতি !
ভেবেও আনন্দ পাই প্রাণে।
(প্রকাশ্যে) মহারাজ ! —

কুম্ভ। বল—বল রণমল্ল !
থাকে যদি অন্য কোন যুক্তি সুমহান !

দেবল। (স্বগতঃ) কই ? কই ? এখনো আসে না কেন মীরা ?
রাণীমা কি ভুলে গেল সব ?
(প্রকাশ্যে) মহারাজ ! দুর্ব্বলতা নহে কভু
রাজার ভূষণ।
রাজ্যের মঙ্গল যদি চান
এ পাপীর প্রাণদণ্ড
করুন আদেশ ; নতুবা কৌশল জাল
করিয়া বিস্তার—
সমগ্র মিবার গ্রাস করিবে অচিরে।
(রণমল্লের প্রতি) ওরে ! ওরে !
শিশোদীয় কুলের কলঙ্ক !

রাজ অনুগ্রহ কভু তোর যোগ্য নয় ;
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু দণ্ড তোর।

(দ্রুত মীরাবাইএর প্রবেশ)

মীরা। মহারাজ ! মহারাজ !
মিথ্যা কথা ; রণমল্ল নহে অপরাধী।

দেবল। ধিক্ ! ধিক্ ! রাজ্যেশ্বরী তোমা—

রণমল্ল। সাবধান ! কাপুরুষ !
(স্বগতঃ) একি অঘটন পুনঃ !

কুম্ভ। এ কি ! এ কি ! মীরা !
কে তোমারে পাঠালে হেথায় ?
জানিতে না নহে ইহা—
রমণীর স্থান ?
হেন ভাব তোমারে কি শোভে ?

মীরা। জানি মহারাজ ! জানি আমি সব !
কিন্তু শুনে দিদিপাশে—
আমা হেতু রণমল্ল বিপন্ন হেথায়—
বিনা দোষে জীবন হারায়—
ভাল মন্দ না করি বিচার
আসিয়াছি রক্ষিতে তাহারে।
অপরাধী হয়ে থাকি পদে—
রাজ ধর্ম্মোচিত
দণ্ডমুণ্ড করুন বিধান ;
শির পাতি লব হাসিমুখে।
কিন্তু মহারাজ ! মনে রয় যেন
রণমল্ল নিষ্কলঙ্ক অতি।

রণমল্ল। (স্বগতঃ) ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি ষড়যন্ত্র যত

দেবল। মহারাজ! এই তব মীরাবাই
মিবার ঈশ্বরী? বেশ—
সত্য মিথ্যা করুন পরীক্ষা
বক্ষ অলঙ্কার রূপে—
কার নাম ধরে হৃদে মীরা কলঙ্কিনী?

মীরা। (সবিস্ময়ে) কি! কি! কি বলিলে?
মহারাজ! কে এই নরপিশাচ
সন্ন্যাসীর বেশে?
হায়! হায়! এ কি শুনি?
(সভাসদগণের বিচলিতভাব)

রণমল্ল। (ক্রুদ্ধভাবে অসি নিষ্কোষিত করিয়া)
মহারাজ! করুন আদেশ;
এই তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে
ছিন্ন করি পাপীমুণ্ড দিই উপহার;
তপ্ত রক্তে ধোয়ায়ে চরণ
জুড়াই প্রাণের জ্বালা; দেখুক সকলে—
সতী নামে কলঙ্কের কিবা পরিণাম।

কুম্ভ। (বাধাদিয়া) স্থির হও রণমল্ল!
(সস্নেহে মীরা প্রতি) প্রিয়তমে! কেন তব বিষাদবদন?
নিশ্চয় এ পাতকী মহান—
ভণ্ড চোর; সন্ন্যাসীর বেশে
আসিয়াছে ছলিতে আমায়।
আরে আরে পাপীয়ান!
মনে কর বুদ্ধিমান বিচক্ষণ তুমি—

(রক্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া)
রক্ষিগণ ! লয়ে যাও কারাগারে
করিয়া বন্ধন ।
অব্যর্থ কর্ম্মের ফল কে করে খণ্ডন ?

দেবল । মহারাজ ! এ কি ভাব তব ?
জানিতাম রাণাকুম্ভ বিচারে পণ্ডিত—
সাহসেও অদ্বিতীয় ; রাজগুণে বিভূষিত—
প্রেমিক প্রধান ।
কিন্তু আজ এ কি হেরি ?
হতে পারি ভণ্ড আমি চোর—
তা বলে কি একবার পরীক্ষা করিয়া
দেখা তব নহে সমুচিত ?
সত্য করি বলিতেছি আমি
রণমল্ল-গত-প্রাণা মীরা ;
বক্ষে তাহা স্পষ্ট আছে লেখা—
অনুরোধ বারেক আমার
বক্ষ তার করুন দর্শন !

রণমল্ল । হায় ! হায় ! হতে পারে ভোজবিদ্যাবলে
লিখিয়াছে মীরাহৃদে
রণমল্ল নাম ।

দেবল । দেখাও—দেখাও রাণী !

রণমল্ল । সাবধান ভণ্ড ! সাবধান !

কুম্ভ । মীরা ! মীরা ! বল বল !
কেবা তব হৃদয়ভূষণ ।
(**স্বগতঃ**) হায় এ কি শুনি !

মীরাহৃদে রণমল্লনাম ?

(প্রকাশ্যে) মীরা ! মীরা !

(মীরা কুম্ভের পদধারণপূর্ব্বক গান ধরিলেন ও কুম্ভ মীরাকে তুলিয়া লইলেন)

মীরার গীত

(নাথ !) হৃদয়ভূষণ শ্যামধন বিনে অন্য কি ভূষণ আছে ?
হৃদয় খুলিয়া দেখাবার হলে দেখাতাম প্রেমরাজে।
(আমি) হৃদয়মন্দিরে আদরে ধরিয়ে রেখেছি যতনে যারে
সোহাগসিকত তপ্ত আঁখিনীরে পূজি দিবানিশি তারে।
(নাথ !) সেই ধন বিনে রাখিনি গোপনে অন্যধন হৃদিমাঝে।
কেমনে দেখাব সে প্রেম বৈভব না দেখিলে মনমাঝে ॥

কুম্ভ। মীরা !

মীরা। মহারাজ ! গোপাল ভিন্ন আর আমার দ্বিতীয় কেউ নাই।

দেবল। রাণী ! তোমার বক্ষোপরে যে নাম সযতনে লিখে রেখেছ, মহারাজ তাই দেখ্‌তে চাচ্ছেন। (সভাস্থ সকলের বিচলিতভাব)

মীরা। অ্যাঁ ! বক্ষোপরে ? তবে দেখুন মহারাজ ! কার নাম (বস্ত্র সরাইয়া লক্ষ্য করিয়া অপ্রতিভভাবে কুম্ভের দিকে তাকাইলে তদ্দর্শনে)—

কুম্ভ। মীরা ! মীরা ! এ কি দেখ্‌ছি ! ওঃ (বাহুদ্বারা চক্ষু আবরণ)

মীরা। (আর্ত্তনাদ করিতে করিতে) নারায়ণ ! নারায়ণ ! উঃ (বলিয়া গুপ্ত ছুরিকা লইয়া বক্ষমাংস কাটিতে উদ্যত হইলে "কি কর, কি কর" বলিয়া দেবল অগ্রসর হইলে "সাবধান্‌ ! ভণ্ড সন্ন্যাসী" বলিয়া মীরা ছুরিকা উত্তোলন করিলে দেবল পশ্চাদপদ হইল এবং মীরা বক্ষের লিখিত অংশ কাটিয়া

কুম্ভের পদপ্রান্তে ফেলিয়া) লও স্বামিন্! দাসীর উপহার ; মহারাজ! মহারাজ! (আলিঙ্গন করিতে উদ্যত) দেখুন, আর এ দেহে পাপের পরিচয় রাখি নাই। (তদ্দর্শনে সকলে অস্থির হইয়া চক্ষে হস্তদান ও রণমল্লের অস্থিরতা)

কুম্ভ। (মীরার রক্তাক্ত বক্ষ দর্শন করিয়া অস্থিরভাবে) মীরা! প্রাণাধিকে! ওঃ—(অগ্রসর হইয়া পুনঃ পশ্চাদপসরণ) না—না—মোহ—মোহের বশবর্ত্তী হয়ে কলঙ্ক মাথায় নিতে পারব না। মীরা! চল্লেম্—বিদায়—জন্মের মত বিদায় দাও—(গমনোদ্যত)

দেবল। (বাধা দিয়া)এদের বিচার না করে কোথায় যান মহারাজ?

কুম্ভ। উঃ—আর না—সন্ন্যাসীঠাকুর!—আপনিই এদের বিচার করুন—আমায় বিদায় দিন—(গমনশীল)

মীরা। মহারাজ! মহারাজ! (দ্রুত যাইতে যাইতে) এ কি! এ কি! কোথায় যান? উঃ—(পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা এবং সখির প্রবেশ ও মীরাকে ক্রোড়ে ধারণ ও ব্যজন)

রণমল্ল। (মহারাজের গতিরোধ করিয়া) মহারাজ! মহারাজ কোথায় চলেছেন? কোন পিশাচের করে আপনার হৃদয়ে মণি—প্রাণের প্রতিমাকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চলেছেন? কে তাঁর বিচার করবে? মহারাজ! আপনি কি আজ সামর্থ্যহীন—স্বাতন্ত্র্যহীন—স্বাধীনতাবর্জ্জিত?

কুম্ভ। (বিহ্বলভাবে) রণমল্ল! পথ ছাড়—আর দেখ্‌তে পারি না— বুক ফেটে যাচ্ছে—কার বিচার করতে বল্‌ছ—তুমি কি জান না রণমল্ল যে মীরা আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মীরার দোষগুণের বিচার—দণ্ডমুণ্ডের বিধান—আমা হতে অসম্ভব!

দেবল। অবশ্য! মহারাজ! আপনি সেনাপতির সুবিচার করুন; মীরার বিচার আমিই করে দিচ্ছি।

কুম্ভ। কার বিচারের কথা বল্‌ছেন সন্ন্যাসীঠাকুর? সেনাপতির? রণমল্লের? সুখে দুখে রোগে শোকে যে রণমল্ল আমার নিত্য সহচর, আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ; যার বীরত্বে—যার ঔদার্য্যে আজ চিতোর নিষ্কণ্টক, শত্রুশূন্য—তার বিচার? না, অসম্ভব, তাও পার্‌ব না। করুন, করুন, আপনিই বিচার করুন; আমায় অব্যাহতি দিন। (গমনোদ্যত)

দেবল। (বাধাদিয়া) বেশ—তবে বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন মহারাজ!—রক্ষিগণ! সেনাপতিকে বন্দী কর!—রণমল্ল! রাজাদেশে আমি তোমার যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা কর্‌লাম।

কুম্ভ। (স্তম্ভিতভাবে) যাবজ্জীবন কারাবাস!

দেবল। হাঁ মহারাজ!—অন্যথা সেনাপতি শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করে মিবারের অনিষ্টসাধন কর্‌তে পারে। কই? রক্ষিগণ! দাঁড়িয়ে রইলে যে?—সেনাপতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। (রক্ষিগণের নতমস্তকে অবস্থিতি)—আর এই মহারাণীকে হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করে নিবিড় অরণ্যে রেখে এস। রাণী যদি ধর্ম্মমতী হন, ধর্ম্মই তাঁকে রক্ষা কর্‌বে—কেমন মহারাজ? ("অবিচার! অবিচার! ঘোর অবিচার" বলিয়া সভাসদগণের সভাত্যাগ)

রণমল্ল। মহারাজ! মহারাজ!

কুম্ভ। (অস্থিরচিত্তে) ওঃ—কি ভীষণ! কি ভীষণ দণ্ড! কি কঠোর শাস্তি! মীরা! মীরা! ওঃ—তোর অদৃষ্টে এই ছিল! (স্খলিতপদে প্রস্থান)

রণমল্ল। মহারাজ! মহারাজ! এই কি রাজোচিত বিচার!—হায়! নিয়তি কি কঠোর!—(সন্ন্যাসীর প্রতি) কুচক্রী সন্ন্যাসী! কেমন? সকল চক্রান্ত, সকল উদ্যম সার্থক হয়েছে; নয়? —কাপুরুষ! এখন যদি (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) এই অসির আঘাতে তোমায় দ্বিখণ্ডিত করি—কে তোমায় রক্ষা করে? (দেবলের কম্পন ও অস্ফুটধ্বনি)—ভীরু! কাঁপ্‌ছ কেন? স্থির হও। তোমার মত কুক্কুরকে হত্যা করে এই পবিত্র রাজসভা কলঙ্কিত কর্‌তে চাই না। ভগবান তোমার উপযুক্ত শাস্তি বিধান কর্‌বেন। রক্ষিগণ! এস আমায় কারাগারে নিয়ে চল; আমি এখন বন্দী।

(রক্ষিগণসহ প্রস্থান)

দেবল। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক—এখন তোমরা মীরাকে আমার সঙ্গে নিয়ে এস। (স্বগতঃ) উঃ—এমন আশাতীতভাবে যে কাজ হাঁসিল হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। (প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ মীরাকে লইয়া সখিগণের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

আনন্দীর কক্ষসম্মুখ

(চিন্তিত মনে আনন্দীর প্রবেশ)

আনন্দী। পার্‌লাম না; আপদটাকে শেষ কর্‌তে পার্‌লাম না। এখনও দেখে এলাম সেই ছবিখানা নিয়ে সোহাগ হচ্ছে। কখনও বুকে কখনও মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম হচ্ছে। এদিকে যে রণমল্লের শ্রাদ্ধ কতদূর গড়িয়েছে তার খোঁজ খবর নেই। দেখি, রণমল্লকে তুমি কি করে পাও। শম্ভুকে আমি নিয়ে

এসেছিলাম, তার হাতে দিয়ে তোমায় সুখী কর্‌বার জন্য। সেও আমার কথায় বিশ্বাস করে তার আদরের কল্যাণীকে ফেলে শান্তির আসায় ছুটে এসেছিল। কিন্তু তাকে তুমি ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছ। আজ সে জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে হতাশার দীর্ঘশ্বাসসহকারে যে কত কথা ভাব্‌ছে তা ভাব্‌তেও বুক ফেটে যায়। যদি কোনদিন আবার সে কল্যাণীকে ফিরে পায়, ভগবান যদি সে সুযোগ তাকে দেন, তবেই তার দুঃখের কতক শান্তি হয়।

(ইতস্ততঃ পদচারণ)

(দ্রুত মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। (অস্থিরভাবে) রাণীমা! রাণীমা! এ কি হল? এ কি বিচার হল? দেবল এ সব কি কল্লে? (স্বগতঃ) হায়! হায়! আমা হতেই কি শেষ—

আনন্দী। কি? কি হল? কি বলছিস্? কি ভাবছিস্ মঙ্গলা? রণমল্লের চিরজীবন কারাবাস—আর মীরার বনবাস ত?

মঙ্গলা। হাঁ—হাঁ মা! তাহলে তুমি সবই শুনেছ? সবই জান্‌তে?

আনন্দী। হাঁ—জানতুম; তুই চুপ কর। তোর এত দুঃখ কেন? মীরা এ রাজ্যের কে?—আর রণমল্ল? উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।—বেশ হয়েছে—ঠিক হয়েছে!

মঙ্গলা। রাণীমা! রাণীমা! আমি মহাপাপিনী! এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি অর্থের লোভে আমি কি মহাপাপ করেছি। আমার আর মঙ্গল নেই। দেবল! পাপিষ্ঠ!—

আনন্দী। দূর হ পাপিনী! আমার সম্মুখ হতে দূর হ—আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না।

মঙ্গলা। এখন ত বল্‌বেই; কাজ ফুরিয়েছে কিনা?—হায়রে কাল!

(দ্রুত শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। বৌদি! বৌদি! কি কর্‌লে! কি কর্‌লে!—সত্য সত্যই উন্মাদ হলে? বৌদি! তোমার পায়ে পড়ে বল্‌ছি—নির্দ্দোষীকে রক্ষা কর—নির্দ্দোষীর প্রাণ বাঁচাও। (পায়ে ধরিতে উদ্যত)

আনন্দী। (বাধাদিয়া) কে নির্দ্দোষী? কাকে নির্দ্দোষী বল্‌ছ শান্তি!

শান্তি। রণমল্ল আর মীরাবাই। আমি সব শুনেছি—বৌদি! ধর্ম্মের দিকে চাও; তাদের প্রাণ ভিক্ষা দাও।

মঙ্গলা। রাণীমা! মহাপাপ! মহাপাপ!—সুখী হতে পার্‌বে না।

আনন্দী। সাবধান!—পাপ করে থাকিস্ ত তুই করেছিস্।—না হয় পাপের ভয়ে এত জড়সড় হচ্ছিস্ কেন?—পাপের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মর্‌ছিস্ কেন? শান্তি! পাপীর শাস্তি হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম—ধর্ম্মের বিচার—ভগবানের ইচ্ছা। আমার কোন হাত নাই। পাপী—ওরা মহাপাপী!

শান্তি। ছিঃ ছিঃ!—ঐ মুখে ওদের পাপী বল্‌ছ? কে পাপী? তুমি না ওরা? ওদের পাপী বল্‌তে তোমার জিহ্বা অবশ হয়ে গেল না? কণ্ঠ রোধ হয়ে এল না? বুক কেঁপে উঠ্‌লো—না? রাণী! রণমল্ল না তোমার শৈশবসঙ্গী! মীরাবাই না তোমার স্নেহের ভগিনী! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—তুমি নারী নামের অযোগ্যা; তুমি পাপের মূর্ত্তি; পাষাণ প্রতিমা। (মঙ্গলার প্রতি) মঙ্গলা! দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কি ভাব্‌ছিস? পাপিনী! তুই ত এই সর্ব্বনাশের মূল। শোন বলি—

মঙ্গলা। বল দিদিমণি! বল যদি কোন উপায় থাকে—

শান্তি। আছে ; এখনও প্রতিকারের উপায় আছে ; প্রায়শ্চিত্তের সময় আছে। ধর—(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল লইয়া মঙ্গলাকে দিয়া) এই নে। দেখ ছোটরাণীকে কোন উপায়ে রক্ষা করতে পারিস কিনা দেখ। কিন্তু সাবধান! যাই—দেখি আর কোন উপায় করতে পারি কি না।

(প্রস্থান)

মঙ্গলা। (গলা হইতে হার খুলিয়া) এই নাও রাণীমা! এই পাপের বোঝা আমি আর বইতে পারি না। (পদতলে হার ফেলিয়া দিয়া গমনোদ্যত)

আনন্দী। কোথা যাস্? মঙ্গলা! কোথা যাস্? দাঁড়া—দাঁড়া! (বাধা দিতে উদ্যত)

মঙ্গলা। রাণীমা! (পিস্তল দেখাইয়া) সাবধান!

(দ্রুত প্রস্থান)

আনন্দী। মরেছিস্! মরেছিস্!—আনন্দীর প্রজ্জলিত কোপবহ্নিতে পড়ে তুইও মরেছিস্। এর ফল অচিরেই ভোগ করবি। যা করেই হোক। যে উপায়েই হোক এ শত্রুকে বিনাশ করতে হবে। না হলে একে একে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। আনন্দী! ভয় কি? হৃদয় পাষাণ কর—বুক বেঁধে দাঁড়াও—সঙ্কল্প সাধনে তৎপর হও। প্রকাশ হয় হোক। লোকে কি বল্‌বে? —এ ত চিরন্তন সংশয়। সুখের জন্যই যখন সংসারে আসা—সুখই যখন স্বর্গ—আবার স্বর্গভোগই যখন মানব-জীবনের মহান উদ্দেশ্য—তখন লোকে কি বল্‌বে এ আশঙ্কা সৌভাগ্যের অন্তরায় নয় ত কি? —আনন্দী! অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—দেখ ভাগ্যে কত আছে!

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

নিবিড় বনভূমি

(বৃক্ষতলে হস্তপদবদ্ধা শায়িতা মীরাবাই)

গাহিতে গাহিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

গীত

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষণমিহ চিন্তয় মানবনিচয় সংসারসুখদুখভোগম্।
কথমপি ধনজনমাশ্রয়মন্বদিন নাস্তি তে খলু প্রেমলেশম্॥
পশ্যতু বিপিনে ক্ষিতিতলশয়নে কস্য হৃদয়প্রেমরত্নম্।
বিগলিতনয়নং বিরহিতভূষণমাশ্রয়বিহীনবিরাগম্॥
ইহ খলু ভবনং পরিজনপোষণং নহি সুখভোগ চানুভাগম্॥
মোহমায়াসেবিতং জরাযমভূষিতং বিজড়িতশোকপাপতাপম্।
ভাবয় নিত্যং প্রেমিকরত্নং ভবপারাবারপারহেতুম্।
বৃথাকালযাপনং মা কুরু সজ্জন ! নহি নহি সুধীসমুচিতম্॥

("মীরা ! মীরা !" বলিয়া সন্নিকট গমন করিয়া মীরার বন্ধন মোচন করিতে করিতে গান)

গীত

আমি এমনি করে কাটি অষ্ট পাশ ;
এমনি করে হৃদে ধরে হেরি মুখহাস।
ভক্তি পেলে এমনি তুলে কোলে নিই সবে—
জলে স্থলে অনলে বা জীবন আহবে।
ভাবলে আমায় আপন ভুলে, আমি এসে মিটাই আশ।
আমি তাদের চক্ষে থাকি, বক্ষে সদা করি বাস॥

(প্রস্থান)

মীরা। (জাগ্রত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে) কই ? কই ? আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব কই ? আমার প্রেমভক্তি শিক্ষাদাতা প্রেমিক গুরু

কই ? —এ কি ! আমি কোথায় ? স্বামিন্‌ ! কোথায় তুমি ? —এ কি ! এ কি ! এ যে ভীষণ অরণ্য !—জনমানবহীন নিস্তব্ধ নিবিড় অরণ্য !—আমি এখানে !—ওহো বুঝেছি ; বুঝেছি। স্বামিন্‌ ! দয়াময় !—না জানি নিরপরাধ রণমল্লের কি গুরু দণ্ডেরই ব্যবস্থা হয়েছে। দেবতা ! তোমার দোষ নেই ! সবই আমার অদৃষ্ট। গোপালের ইচ্ছা ! —গোপাল ! প্রাণের গোপাল আমার ! এই করো যেন তিনি দিদিকে নিয়ে সুখী হন ; আমায় যেন চিরতরে ভুলে যান। আমি যে তাঁর—ওঃ— (চক্ষে বস্ত্রদান)

(ধীরপদবিক্ষেপে বৈষ্ণববেশী দেবলের প্রবেশ)

দেবল। (মীরাকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে) এ কি ! বন্ধন খুলে দিল কে ? এই নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যে—তাই ত ! এমন সুদৃঢ় বন্ধন কে ছিন্ন করে দিয়ে গেল ? (প্রকাশ্যে) রাধে কৃষ্ণ ! রাধে কৃষ্ণ !

মীরা। (সশঙ্কিতভাবে উঠিয়া) কে আপনি মহাশয় ?—কে আপনি বৈষ্ণব ঠাকুর ? দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবল। (প্রতিনমস্কারান্তে) রাধে কৃষ্ণ—রাধে কৃষ্ণ ! তাই ত ! কে তুমি গা ? একাকিনী এই নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যে একান্তে বসে চোখের জলে ভাস্‌ছ—কে তুমি গা ?

মীরা। (অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিয়া) এ্যাঁ ! কই ?—তাঁর নাম করে একবিন্দু চোখের জল ফেল্‌তে পারলে যে জীবন সার্থক হয়। কৃপা করুন প্রভু ! কৃপা করুন—ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি'।

দেবল। (সহাস্যে) রাধে কৃষ্ণ !—রাধে কৃষ্ণ ! তুমি যতই আত্ম-গোপন কর না দেবী, গোবিন্দের ইচ্ছায় আমি সব জান্‌তে

পারছি। ভুল করেছ গো—বড় ভুল করেছ ; মানুষের হাতে পড়েই তোমার এ দুর্গতি। মানুষই তোমায় আজ দীনাহীনা কাঙ্গালিনী করেছে।

মীরা। না বৈষ্ণবঠাকুর! মানুষের হাতে পড়ে নয়। মানুষের কি শক্তি?

দেবল। তবে কে তোমার এ দশা কর্‌লে?

মীরা। যিনি সব করেন, সব সাজেন, সব বেশে সবাইকে সাজাতে পারেন—তিনিই ; সেই জগৎপতি জগদ্বন্ধু হরিই।

দেবল। সে কি?

মীরা। হাঁ তিনিই—মানুষ যন্ত্র ; তিনি যন্ত্রী। মানুষ করে, তিনি করান ; মানুষ চলে, তিনি চলান ; মানুষ সাজে, তিনিই সাজান।

দেবল। (স্বগতঃ) এঁ্যা! তবে কি ভগবানই আমায় সব করাচ্ছেন —এই মতিগতিও ভগবান জন্মাচ্ছেন? তাহলে ত আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

মীরা। কি ভাব্‌ছেন বৈষ্ণবঠাকুর?

দেবল। ভালমন্দ সবই তিনি করান?

মীরা। না—তা কেন? যার যতক্ষণ ভালমন্দ জ্ঞান—ততক্ষণ ভালটুকুই তিনি করান।

দেবল। আর মন্দটুকু?

মীরা। আপনি ত সবই জানেন ঠাকুর! মন্দটুকু তিনি করান ; তবে মানুষকে দিয়ে নয়। কেন না সেই মন্দটুকুকে দমন কর্‌বার জন্যে কেবল মানুষকেই তিনি বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন।

দেবল। হাঁ—হাঁ ; হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ! (স্বগতঃ) তাই ত! বলে কয়ও বেশ ; একে নিয়ে কোন তীর্থে গিয়ে জমে বস্‌তে পার্‌লে

শিষ্যসেবকও হবে মন্দ নয়; আর শেষটা কাট্‌বেও ভাল। —তা ছাড়া (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রকাশ্যে) হাঁ— তা দেখ গা—বল্‌ছি কি—এই অদূরেই আমার আশ্রম আছে, সেখানে আগমন হবে কি? আহা!—তোমার দুঃখ দেখে—গোবিন্দের ইচ্ছা! গোবিন্দের ইচ্ছা! না হয় আমিই বা এখানে এসে পড়্‌ব কেন?—রাধে কৃষ্ণ! রাধে কৃষ্ণ!

মীরা। (চিন্তিতভাবে) দণ্ডবৎ হই (জোড়হস্ত মাথায় ঠেকাইয়া) বৈষ্ণবঠাকুর! আমি কোন আশ্রমে যাব না; আমায় ক্ষমা করুন।

দেবল। (স্বগতঃ) নাঃ—অনর্থক দেরী কর্‌লে আবার কে এসে পড়ে —নিজমূর্ত্তি ধারণ কর্‌তে হল দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) দেখ—ক্ষমা টমা নয় বাপু! আমি তোমায় নিতে এসেছি; আমার সঙ্গে চলে এস।

মীরা। (সবিস্ময় দৃষ্টিসহকারে) হাঁ—চিনেছি; তোমাকে বেশ চিনেছি। ছদ্মবেশী! তুমিই না সন্ন্যাসীর বেশে আমার সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌তে গিয়েছিলে?

দেবল। হাঁ; আমিই সেই। এখন এস; আর বিলম্বে কাজ নাই। (হস্তধারণোদ্যত)

মীরা। (দূরে সরিয়া) সাবধান নরপিশাচ! সাবধান!

দেবল। চুপ, একেবারে চুপ—আমায় জান? আমি দেবল ব্রাহ্মণ।

মীরা। এঁ্যা! দেবল? তুমি!—তুমিই সেই দেবল!—স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগকারী, অত্যাচারী, পাপের প্রতিমূর্ত্তি সেই দেবল তুমি? আশ্চর্য্য! তুমি এখনও বেঁচে আছ? কুটিলতা ও স্বার্থপরতার অবতার—ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক দেবল—এখনও বেঁচে আছ? আশ্চর্য্য!

দেবল। আশ্চর্য্য কি সুন্দরী! দেবলের এখনও অনেক আশা; এস—বৃথা বাক্যব্যয়ে কোন ফল নেই। (হস্তধারণ)

মীরা। (সজোরে হস্ত ছিনাইয়া) বল বল দেবল! মৃত্যুরাজ যখন মাথার উপর যমদণ্ড নিয়ে তোমায় সম্বোধন করে বল্‌বে—দেবল! পাপিষ্ঠ! তুমি তুচ্ছ অর্থের জন্য দেবদুর্লভ চরিত্র রণমল্লের সর্ব্বনাশ সাধন করেছ; মীরার মাথায় কলঙ্ক পশরা ঢেলে দিয়েছ; মহারাণা মিবারেশ্বরের পবিত্র সুখের পথে পাপকণ্টক রোপণ করেছ; মিবার রাজপুতবংশ কলঙ্ক কালিমায় চির কলুষিত করেছ—তখন তুমি কি উত্তর দেবে দেবল? আবার যখন জিজ্ঞাসা কর্‌বে—তুমি পাশবিক দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়ে নিরাশ্রয়া রমণীর ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলে—পতিপ্রাণা সতীর সতীত্ব নষ্ট কর্‌তে বিজন বিপিনে তাকে আক্রমণ করেছিলে তখন তুমি কি উত্তর দেবে দেবল? এখনও বলি সাবধান! যম তোমার পেছনে পেছনে ঘুর্‌ছে—যদি বাঁচ্‌তে চাও—ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও।

দেবল। সুন্দরী! এত পাপ যখন করেছি—তখন আর সামান্য পাপের জন্য বাসনা অতৃপ্ত রেখে মরি কেন? তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। মীরা! এস; আমার হও। (পুনঃ হস্তধারণ)

মীরা। (পুনঃ সজোরে হস্ত ছাড়াইয়া) দূর হ—পাপিষ্ঠ! (পলায়নোদ্যতা)

দেবল। (বারম্বার বাধা দিয়া আলিঙ্গনোদ্যতভাবে) যাবে কোথায়! —আমার হাত থেকে কোথায় পালাবে?

মীরা। (পুনঃ পুনঃ বাধাদিয়া) দয়াময়! দয়াময়! কোথা তুমি! রক্ষা কর! নিরাশ্রয়াকে রক্ষা কর! ধর্ম্ম যায়—সতীত্ব যায়—নারীর সর্ব্বস্ব যায়—

(পিস্তলহস্তে দ্রুত মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। ভয় নাই! ভয় নাই রাণীমা (বলিয়া দেবলের মস্তক লক্ষ্য করিয়া) সাবধান! হতভাগা!—চুপ করে দাঁড়াও—(দেবলের কম্পিত অবস্থা) এই তোমার মৃত্যুবাণ।

দেবল। না—না—(ভীতভাব দেখাইয়া হঠাৎ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পিস্তলসহ মঙ্গলার হস্ত চাপিয়া ধরিলে দেবলের পশ্চাৎ হইতে দ্রুত উদাসিনীর প্রবেশ ও এক হস্তে দেবলের গলা টিপিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে "পাষণ্ড! আর তোর রক্ষা নাই" বলিয়া ছুরিকাঘাত এবং রক্তাক্ত কলেবরে "উঃ! রক্ষা কর—আমায় হত্যা করো না—আমি সব কথা প্রকাশ করে বলব—আমায় রক্ষা কর" বলিয়া মীরার পদপ্রান্তে পড়িয়া আর্ত্তনাদ ও "কি কর কি কর" বলিয়া উদাসিনীর উদ্যত ছুরিকা ধৃত করিয়া মীরার বাধাদান।)

যবনিকা পতন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আনন্দীর কক্ষসম্মুখস্থ দ্বিতলবারান্দা

(ভূমিতলে উপবিষ্টা চিন্তিতমনা আনন্দী)

আনন্দী। (সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসসহকারে ধীরে ধীরে উঠিয়া অবতরণপূর্ব্বক) উঃ—সামান্যা দাসী মঙ্গলা!—সে কি না কর্‌লে? কি অলৌকিক শক্তির পরিচয় না দিলে! এত বড় একটা আশামহীরুহ আঁচলের হাওয়ায় উপ্‌ড়ে দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল! কত বড় একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে চূরমার করে দিয়ে যেখানে যা সাজান ছিল সেখানে তাই সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল! সকলের চোখে ধূলো দিয়ে প্রজ্বলিত ভীষণ দাবানল ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল! আর আনন্দী!—তুমি?—তুমি এখনও বসে বসে ভাব্‌ছ?—তাই ত! কি কর্‌তে গিয়ে কি হল?—ধিক্! ধিক্ তোমায়!—আর মূর্খ দেবল! তোমায়ও ধিক্—কেন স্বীকার করে মর্‌তে গেলে? (সভয়ে তুলারামের প্রবেশ) যাক তবু রক্ষা যে আমায় জড়ায় নি!

তুলারাম। বড়রাণী! বড়রাণী! —এসেছি—আমি এসেছি; কাজ শেষ করে এসেছি।

আনন্দী। কই—কই—মঙ্গলার মুণ্ড কই?

তুলা। (আচ্ছাদন মুক্ত করিতে করিতে) এই যে—এই যে রাণী! এই যে ধর—নাও—

আন। এঁ্যা! না—না—বার করো না—বার করো না। পাপিনীর পাপমুণ্ড নরককুণ্ডে ফেলে দিয়ে এস। যাও—যাও—দেরী করো না—শিগ্‌গির যাও।

তুলা। যাচ্ছি—একটি কথা;—গিয়েছিলাম—সেখানেও গিয়েছিলাম —মীরার গুণকীর্ত্তন করে এসেছি।

আন। গিয়েছিলে আকবরের রাজসভায়? বেশ করেছ—তারপর?

তুলা। আস্‌বে রাণীমা!—শিগ্‌গিরই—এল বলে;

আন। (তাড়াতাড়ি এক ছড়া হার লইয়া) এই নাও পুরস্কার। (হার দান)

তুলা। (গ্রহণ করিয়া) তবে এখন আসি রাণীমা! (গমন)

আন। হাঁ—শিগ্‌গির। এই পারবে; এই পুরোহিতকে দিয়েই ঠিক কাজ হবে। হতভাগ্য দেবল! লম্পট—ভীরু তুমি—কারাগারই তোমার উপযুক্ত স্থান। এখন রইল কেবল ঐ উদাসিনী মাগী। ওকেও যা করে হোক এ রাজবাড়ী থেকে সরাতে হবে; মাগীর ঢং দেখ্‌লে গা জ্বলে যায়। কি কর্‌ব, শম্ভু আমার অবাধ্য; না হয়—আর শান্তি—এবার এমনই কৌশলজাল বিস্তার কর্‌ব যে শান্তি, মীরা রণমল্ল—তিন তিনটাই যেন জড়িয়ে মরে। কিন্তু না—রণমল্লকে প্রাণে মারা হবে না; সে মর্‌লে আমি বাঁচ্‌ব না। (সচকিতে) ঐ না মহারাজ এদিকে আস্‌ছেন?—হাঁ, (সংযতভাবে) ভয় কি আনন্দী? পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক সবই ত এখানে, সুকাজ কুকাজের ফল ত এখানেই ভোগ হয়; আর এও ত দুদিনের সংসার—দুদিন পরেই সব শেষ হয়ে যাবে। তবে আর ভয় কি?

(মহারাজের প্রবেশ)

কুম্ভ। এই যে—আনন্দী! একটি কথা বল্‌তে এসেছি, শুন্‌বে কি?

আনন্দী। (দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) কথা? ও—বুঝেছি সেই বাঁশীর কথা ত?—তা বেশ; বিশ্বাস না কর নাই বা করলে—

কুম্ভ। আচ্ছা! তুমি কোথা থেকে এমন সাংঘাতিক কথা শুন্‌লে আমায় বল দেখি? দোহাই আনন্দী! আর আমায় সন্দেহে ফেলো না। শত্রুর কথায় আমি মীরাকে কত কষ্টই না দিয়েছি।

আনন্দী। বেশ ত; মীরা সুখে আছে সুখে থাক; তার রাধামাধবের মন্দির হয়েছে—স্বামীকে আবার বুকে পেয়েছে—কেমন স্বাধীনভাবে কীর্ত্তনাদি করছে—সবার সঙ্গে মিশছে—আমি কেন তাতে বাদী হব? তবে কি না শুনেছিলাম—কে একজন পুরুষ মানুষ সেখানে দিনরাত থাকে—বাঁশী বাঁজায় —তাই কথাটা ভাল শুনায় না বলেই তোমায় বল্‌ছিলাম, হাজার হোক সে ত রাজপুতরমণী? তা সে তোমার ইচ্ছা— আমায় আর কেন—

কুম্ভ। জ্বালাতন করা?—কেমন?—ভাল কথা; এবার আমি স্বয়ং তার পরীক্ষা করছি। (স্বগতঃ) কি দারুণ বিদ্বেষ! ভাল করে কথাটা পর্য্যন্ত কয় না। আবার মীরা বলে, দিদির কাছে যেও; দিদিকে আদর করো। আমার কিন্তু মনে হয় দেবলের ষড়যন্ত্রে শুধু মঙ্গলাই নয়, আনন্দীরও যোগ ছিল; —সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। (প্রস্থান)

আনন্দী। হায়! কি নিষ্ঠুর! নাঃ—কাকে কি বল্‌ছি? তা ত নয়— সতীন শত্রু যতদিন বেঁচে থাক্‌বে, যতদিন তাঁর আদর সোহাগ পাবে, যতদিন তাঁর মন জুগিয়ে চল্‌বে—ততদিন

আমার কোন আশা করাই ভুল। পুরুষ জাতি—যেখানে মনের মিল, যেখানে দুটি মিষ্টি কথা—সেখানেই জমে যায়; আর এ ত স্ত্রী বলে পরিচিত। (দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ) আনন্দী! ঘৃণা—উপেক্ষা—অপমান—তোমাকে সব সহ্য করে যেতে হবে; স্থির ধীর দৃঢ় সঙ্কল্পে বুক বেঁধে পথ চল্‌তে হবে। —দেখ্‌তে হবে কতদূরে গিয়ে কবে এ জ্বালার শান্তি হয়; কে এই বুকের বোঝা নামিয়ে নেয়।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শম্ভুর কক্ষ

(শয্যায় শায়িত রুগ্ন শম্ভুসিংহ ও পদপ্রান্তে উপবিষ্টা উদাসিনী)

শম্ভু। উদাসিনী!

উদা। (পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) বলুন—

শম্ভু। (অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়) আমি বোধহয় আর বেশী দিন বাঁচ্‌ব না; বুকের অসুখটা বড্ড্ বেড়েছে—উঃ বুক ফেটে যেতে চাচ্ছে। অসহ্য! অসহ্য!

(পুনঃ শয়ন)

উদা। (অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিয়া) কেন যে আপনি এত ভাব্‌ছেন?

শম্ভু। উদাসিনী! তুমি বুঝ্‌তে পারছ না—আমার যে কি কষ্ট—

উদা। শান্তিকে ডেকে দেব কি?

শম্ভু। এঁ্যা! শান্তি?—আর শান্তির প্রয়োজন নেই উদাসিনী; তাকে আর ব্যস্ত করো না।

উদা। তবে মীরাবাইএর কাছে খবর পাঠাই?

শম্ভু। মীরা আর কি করবে ?

উদা। আপনি যে মীরার গান ভালবাসেন।

শম্ভু। (পুনঃ অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়) না, আর তোমার—আর্ত্তকে দেখ্‌লে মীরা অস্থির হয়ে উঠে। চোখের জলে ভাস্‌তে থাকে —তার হৃদয় বড় কোমল ; পরের ব্যথায় গলে যায়—তাকে আর জানিয়ে কাজ নেই ;

উদা। তবে কি করব বলুন ; আপনার অস্থিরতায় যে আমাকেও অস্থির করে তুল্‌ছে।

শম্ভু। না, না—অস্থির হয়ো না ; তুমি অস্থির হলে আমার আর উপায় নেই—আর কথা কইবার লোক পাব না ; দম আট্‌কে মারা যাব—(পুনঃ শয়ন) আঃ !

উদা। (দীর্ঘনিঃশ্বাসে স্বগতঃ) আর কতকাল আমার আত্মগোপন করে থাক্‌তে হবে ভগবান ! এ তোমার কি পরীক্ষা ! আর যে পারি না—আমায় মুক্তি দাও।

শম্ভু। কি ভাব্‌ছ উদাসিনী ! ভেবে ভেবে আর মাথা খারাপ করো না।

উদা। তবে কি করব বলুন ? আপনার কষ্ট যে আর দেখ্‌তে পারি না ; আমায় খুলে বলুন কি করতে হবে, আমি তাই করব।

শম্ভু। (পুনঃ অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়) করবে ?—করতে পারবে ?—শুধু একটি বাসনা—পূর্ণ করতে পারবে কি ?—তাহলে বোধহয় সব জ্বালার হাত থেকে মুক্তি পাই—বল, যা বল্‌ব—

উদা। তাই হবে—বলুন ;

শম্ভু। বল্‌ব ?—তবে আমার কাছে এস।

উদা। (উঠিয়া যথাস্থানে বসিয়া) বলুন ;

শম্ভু। নির্লজ্জের মত বল্‌ব ; তুমি শুনতে পারবে ত ?

উদা। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) পার্‌ব ;

শম্ভু। ঠিক্ ?

উদা। হাঁ।

শম্ভু। (উঠিয়া বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে) পার্‌বে ?

উদা। পার্‌ব।

শম্ভু। (অন্যমনস্কভাবে উদাসিনীর হাত ধরিয়া) আমায় ঘৃণা কর্‌বে না ত ?

উদা। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) না ;

শম্ভু। দেখ—অনেকদিন ধরে—বল্‌ব বল্‌ব করে বলি নি—বল্‌তে পারি নি ; দুরন্ত লজ্জা—কণ্ঠরোধ করে বসেছিল—মুখ চেপে ধরেছিল—

উদা। (নিজেকে সংযত করিয়া) আজ বল্‌তে পার্‌বেন ত ?

শম্ভু। হাঁ পার্‌ব—আজ পার্‌ব ;—মৃত্যুকে সামনে দেখে—লজ্জা আজ লজ্জায় দূরে গেছে—উদাসিনী !

উদা। (অশ্রু সম্বরণ করতঃ) বলুন ;

শম্ভু। তুমি কখনও কল্যাণীকে দেখেছ ?

উদা। না।

শম্ভু। তার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধও ছিল না ?

উদা। না।

শম্ভু। (দীর্ঘশ্বাসে) ঠিক তোমার মত মুখখানি ছিল তার ; ঠিক তোমারই মত চোখ দুটী—কথার স্বর—চলন—

উদা। হাঁ, তা হতে পারে ;

শম্ভু। তুমি বিশ্বাস কর ?

উদা। কেন কর্‌ব না ? আপনি কি আর মিথ্যা বল্‌ছেন ?

শম্ভু। না, একতিলও মিথ্যা নয় ; তবে বল্‌তে পার—কল্যাণসিংহ তোমায় দেখে সন্দেহ করলে না কেন ?

উদা। না, আমি তাও বল্‌তে চাই না ; কেননা কল্যাণসিংহের সঙ্গে ত আমার একবারও চোখে চোখে দেখা হয় নি। তাছাড়া কল্যাণসিংহের দৃঢ় বিশ্বাস কল্যাণী আর পৃথিবীতে নেই।

শম্ভু। ঠিক্ কথা। আরও এক অন্তরায়—তোমার এই বেশ ; এই স্বাধীনতা। আচ্ছা—তোমারও কি তাই বিশ্বাস ?—সত্যই কল্যাণী আর নাই ? (উদাসিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া) যাক্ সে কথা—তুমি তা কি করে বল্‌বে ? তুমি ত সবজান্তা নও ? —হাঁ—আমি বল্‌ছিলাম কি—আমার ইচ্ছা তুমি একবার— বল্‌ব ?—বলি ?

উদা। বলুন না—নিঃসঙ্কোচে বলুন ;

শম্ভু। তুমি একবার এ বেশ ছেড়ে সহজ বেশে আমার সামনে এসে দাঁড়াও ; আমি একবার ভাল করে ঐ মূর্ত্তিখানি দেখে নয়ন সার্থক করি—পবিত্র হই। বল, বল দাঁড়াবে— ও কি ? তুমি চোখে কাপড় দিলে কেন ?—এঁ্যা ! তুমি কাঁদ্‌চ ? (চোখের বসন সরাইয়া) এত দুর্ব্বল তুমি ?

উদা। বল, তাতে তুমি সুখী হবে—আর কোন দুশ্চিন্তা করবে না—বুকের অসুখ যাবে ?

শম্ভু। যাবে ; তুমি রাজী আছ ? (সাদর আলিঙ্গনে) বল—

উদা। (আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বুকে মুখ লুকাইয়া) তুমি যাতে সুখী হও—

(ধীরপদে আনন্দীর প্রবেশ)

আনন্দী। বাঃ বাঃ সতী (শম্ভু ও উদাসিনীর আলিঙ্গনমুক্ত সংযত ভাব)—বেশ যে মানিয়েছে—এই সতীগিরি হচ্ছে ? যত

উপদেশ শুধু পরের বেলাই ?—তুমি না সেদিন পতিই নারীর আরাধ্য দেবতা বলে উপদেশ দিচ্ছিলে ?—তুমি না বল্‌ছিলে পতিপরায়ণা সতী সাধ্বী তুমি ?—এখন ? এখন তোমার কি বল্‌বার আছে ?—ছিঃ ! ছিঃ ! ছিঃ ! এই তোমার কাজ ? আ কালামুখি !—আর শম্ভু ! তোমাকেও ধিক !—আমার আদেশে আমার সামনে শান্তির গলায় মালা দিতে তোমার না হাত কেঁপে উঠেছিল ?—তুমি না নিজেকে হৃদয়বান প্রেমিক বলে পরিচয় দিয়ে আমার কথা অগ্রাহ্য করেছিলে ?—বড় স্বার্থত্যাগ দেখিয়েছিলে ? চুরি করে নারীর প্রেম যাচা নিন্দনীয় কাপুরুষোচিত বলেছিলে ?—এখন ?—এখন এ কোন পবিত্র ভাবের অভিনয় হচ্ছে ?

(উদাসিনীর নতমুখে নিরুত্তর ভাবে অবস্থান)

শম্ভু। (ধীরে ধীরে উঠিয়া) দিদি ! ক্ষমা কর ; মৃত্যু সন্নিকট হলে মতিচ্ছন্ন হয়, বুঝতে পার না ? দিদি ! অদৃষ্ট দোষে যে বাড়বাগ্নির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি—তাতে আমার শেষ হতে আর বিশেষ দেরী নেই।

আনন্দী। কেন তোমার এ দশা হল, তা জান শম্ভু ? যাক—এখন প্রতিজ্ঞা কর আমি যা বলি তা শুন্‌বে ; তাহলে রক্ষা পাবে —একেবারে মরবে না। কেমন—শুন্‌বে ত ?

শম্ভু। শুন্‌ব ;

আনন্দী। প্রতিজ্ঞা কর—

উদা। (মাথা তুলিয়া) না না—প্রতিজ্ঞা কর্‌বেন না—

আনন্দী। সাবধান !

("কি হল ! আবার কি হল !" বলিতে বলিতে শান্তির প্রবেশ)

উদা। (আনন্দীর প্রতি) হাঁ—আমি তোমার চক্ষে অপরাধী সত্য —কিন্তু—

আনন্দী। কিন্তু কি ?

উদা। কিন্তু তোমাকেও আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারি না—

শান্তি। (স্বগতঃ) এ সব আবার কি কথা ?

আনন্দী। (ক্রুদ্ধভাবে) কি ! তুমি আমায় বিশ্বাস কর্‌তে পার না ? হতভাগী—ডাইনী !

শম্ভু। (আনন্দীর পদধারণপূর্ব্বক) দিদি ! দিদি ! তুমি ভুল বুঝেছ ; বলি শুন—

আনন্দী। আমি ভুল বুঝেছি ?—ছোট মুখে বড় কথা !

শম্ভু। না, না, শোন বলি—

শান্তি। কি হয়েছে ? শম্ভুদা ! (উদাসিনীর প্রতি) কি হয়েছে ভাই ?

শম্ভু। কি হয়েছে শোন শান্তি ! জানই ত আমার হৃদ্‌রোগ বেড়েছে—যখন বুকটা বড় বেশী ধড়ফড় করছিল—যন্ত্রণাটা যেন একটু বেশী বলে বোধ হচ্ছিল, সেই সময় উদাসিনী আমার বুকে কান পেতে শুন্‌ছিল ; এই দেখেই দিদি—

শান্তি। এই কথা ! ছিঃ ছিঃ বৌদি ! তোমার এতেই এত অবিশ্বাস !—আরও যদি শম্ভুদার অসুখের সময় দেখ্‌তে উদাসিনী দিদি শম্ভুদাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে—তাহলে না জানি তুমি তখন কি করে বস্‌তে। ছিঃ—তুমি এত সঙ্কীর্ণ ! এত নীচ !—শুধু তাই নয় ; আবার তুমি সন্দেহ কর্‌ছ কাকে ?—যে তোমার পরম হিতৈষিণী—পাপের শাস্তি থেকে, লাঞ্ছনা দুর্গতির হাত থেকে, তোমায় বাঁচাবার জন্য

যে দেবলের মত নরাধমের খোষামোদ করতেও দ্বিধা করে নি —সেই দেবীকে।

আনন্দী। (উদাসিনীর প্রতি স্তব্ধ দৃষ্টিতে) কি শাস্তি—কি লাঞ্ছনা দুর্গতির হাত থেকে—তুমি কবে আমায় বাঁচিয়েছ ? সত্য বল।

উদা। না—না ; (শান্তির প্রতি) এ ভাই তোমার অন্যায় কথা। আমায় তুমি মিছে বাড়াচ্ছ—আমি যা কিছু করেছি—সে কেবল মীরার ইঙ্গিতে।

শম্ভু। উদাসিনী ! চুপ কর ; শান্তি ! তুমিও চুপ কর ; দিদি ! কি বলছিলে বল ; কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে—বল আমি রাজী আছি।

আনন্দী। আমায় স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর (উদাসিনীকে দেখাইয়া) এই সতীটিকে আজই এখান থেকে বিদায় দেবে—

শান্তি। (চমকিতভাবে) কি বললে বৌদি !—শম্ভুদা !—

শম্ভু। চুপ কর শান্তি !

উদা। হাঁ ভাই ! চুপ কর ;

শান্তি। তা বলে শম্ভুদা প্রতিজ্ঞা করবে—

শম্ভু। আবার ! (আনন্দীর প্রতি) দিদি ! আজই বিদায় দেব ?

উদা। (ত্বরিতপদে শম্ভুর পদতলে উপবেশনপূর্ব্বক) হাঁ—আজই বিদায় দিন। (অশ্রু সম্বরণ করিয়া) আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি ; ক্ষমা করবেন। বড়রাণী ! আমি জ্ঞানে কোন অপরাধ করি নি—তবু ক্ষমা চাচ্ছি ; ক্ষমা করো। (উঠিয়া শান্তিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) ভাই ! তোমার শম্ভুদাকে দেখো ; আর কি বলব ? (চক্ষে বস্ত্রপ্রদান)

শান্তি। (আনন্দীর প্রতি) বৌদি! উপকারের যথেষ্ট পুরস্কার দিলে যা হোক; এস ভাই, একবার আমার ঘরে এস।

(লইয়া যাইতে উদ্যত)

উদা। না ভাই আর কোথাও নয়। (স্বগতঃ) এতদিনে আমার এখানের কাজ ফুরাল; এখন দেখি যদি দাদাকে বাঁচাতে পারি।

(প্রস্থান)

শান্তি। কি আশ্চর্য্য! দাঁড়াও—দাঁড়াও—

(প্রস্থান)

শম্ভু। (স্থিরনেত্রে উদাসিনীর গমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া) তাই ত; একবার ফিরেও দেখ্‌লে না—ঐ যে (চলিতে চলিতে)—ঐ যে আমার দিকে চেয়ে চোখে কাপড় দিলে—উদা—সি—নী—

(প্রস্থান)

আনন্দী। সবাই সতী সাধ্বী—দেখাচ্ছি মজাটা—হায়! হায়! হায়! শম্ভুটাও কি হয়ে গেল! শম্ভু! কোথা যাও, দাঁড়াও—

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

দেবীমাতার মন্দিরসম্মুখস্থ পথ

(গান করিতে করিতে বীণাহস্তে ছদ্মবেশী তানসেন ও সন্ন্যাসীবেশী আকবরের প্রবেশ)

গীত

দাও মা ভক্তি হৃদয়ে আমার
ভাবিতে তোমার চরণ সার;
হৃদয় মাঝারে শতদলোপরে
গড়িতে এবার প্রতিমা মার।

এ বিশ্বভুবনে কে না জানে বল
　　অনল অনিল ব্যোম জলস্থল ;
সাগর ভূধর গহন কন্দর,
　　যা কিছু সকলই তুমিই সকল।

তুমি জ্ঞানাতীত জ্ঞানের অঙ্কুর
　　নানাকারে তুমি হও একাকার,
ঋক্ সাম যজু অথর্ব্ব আবার
　　কোরাণ বাইবেল শাস্ত্র চমৎকার।

সব ধর্ম্মের তুমি হও একাধার
　　মহিমার তব নাহিক পার ;
(তুমি) সংসার নিস্তার কারণ সবার
　　(মাগো) তোমারে যে চায় তুমি তাহার ॥

আকবর। সাধু—সাধু—সাধু !—বন্ধু ! তোমার গানের ভাব অতি উচ্চ ও মহৎ।

তানসেন। চলুন ; যদি মীরাবাইএর গান শুন্‌তে পান ত দেখ্‌বেন সে আর ও সুন্দর—আরও মহান।

আক। বন্ধু ! (মন্দির দেখাইয়া) ঐ কি মীরাবাইএর সেই রাধামাধব মন্দির ?

তান। না ধর্ম্মাবতার ! রাধামাধবের মন্দির আরও কিছু দূরে—এ চিতোরের দেবীমাতার মন্দির—এই দেবীর প্রসাদেই দিব্য অস্ত্রলাভ করে বীর বাপ্পারাও চিতোর শত্রুশূন্য করেছিলেন। (উদ্দেশ্যে নমস্কার)

আক। (নমস্কারান্তে) আমার মনে হয়—হিন্দুর সমস্ত উপাসনার শ্রেষ্ঠ —শক্তি উপাসনা।

তান। নিশ্চয় ; শুনেছি হিন্দুর ভগবান রামচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রও শক্তি আরাধনা করেছিলেন ;—আপনার অনুমান মিথ্যা নয়।—চলুন অগ্রসর হই—(গমন)

আক। হাঁ চল ;—মীরাবাইএর গান শুন্‌বার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।—(স্বগতঃ) তানসেনের চেয়েও সুন্দর গান ! না জানি সে কেমন ! (উভয়ের প্রস্থান ও অপরদিক হইতে হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা লক্ষ্য করিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্ত কল্যাণ সিংহের প্রবেশ)

কল্যাণ। পার্‌বে ত ? যেমন করে শম্ভুর রক্ত পান করেছিলে—তেমনি করে কল্যাণসিংহের তপ্ত রক্ত পান কর্‌তে পার্‌বে ত ? (বদ্ধ মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ ! ভয়ে মন্দির বন্ধ করে আছ মা !—খোল—খোল—ভয় কি ?—কোলে তুলে নেবে—বুকে টেনে নেবে—ভয় কি ? তুমি ত এমনি করেই সকলকে নিয়ে থাক মা !—আমার একমাত্র স্নেহের পাত্রী কল্যাণীকেও ত এমনি করে নিয়েছ।

(মন্দিরাভ্যন্তর হইতে পুরোহিত দ্বার মুক্ত করিয়া মায়ের আরতি আরম্ভ করিলে কল্যাণসিংহ আনন্দোৎফুল্লচিত্তে "জয় মা ! ঠিক সময়ে নিয়ে এসেছিস্ মা ! ঠিক বলির সময় এসে হাজির হয়েছি" বলিতেই অপর দিক হইতে আরতি লক্ষ্য করিয়া উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। (উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া) মা ! আমার দাদাকে মিলিয়ে দাও মা ! আমি বড় ভুল করেছি—জীবনে এমন ভুল কেউ কখনও করে না। আমারই জন্য দাদা আজ গৃহহীন উন্মাদ—দাদাকে রক্ষা করিস্ মা ! দাদা ছাড়া আমার কেউ নেই। (আরতিশেষে প্রণিপাতপূর্ব্বক অগ্রসর)

কল্যাণ। (অস্থিরচিত্তে) মা! মা!

(মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া পুরোহিতের প্রস্থান)

উদা। (চমকিতভাবে পশ্চাৎ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কল্যাণসিংহকে দেখিয়া গতি সংযত করতঃ) এ কে?—দাদার মতন—দাদা না?—তাই ত! (ব্যাকুলভাবে)—দাদা! দাদা!— (দ্রুত কল্যাণসিংহের নিকট গমনপূর্ব্বক পদধারণ করিয়া) দাদা! আমি এসেছি; আমায় ক্ষমা কর।

কল্যাণ। (পশ্চাদপসরণপূর্ব্বক) কে?—কে তুমি?

উদা। আমি কল্যাণী!—দাদা! আমায় চিন্‌তে পারছ না? (উঠিয়া দাঁড়াইল)

কল্যাণ। এঁ্যা! কল্যাণী! আমার প্রাণের ভগ্নী কল্যাণী!—তুমি?

উদা। হাঁ দাদা! তুমি ভাল করে চেয়ে দেখ। (অগ্রসর)

কল্যাণ। (আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) কল্যাণী! কল্যাণী! কোথায় ছিলি তুই! (কল্যাণীকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া) এতদিন কোথায় ছিলি বোন?

উদা। দাদা! দাদা! (বুকে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন)

কল্যাণ। কল্যাণী! কাঁদিস্‌নি!—আর কাঁদিস্‌নি! (দেবীর উদ্দেশ্যে) মা! দয়াময়ী! ধন্য! ধন্য তোর দয়া! আয়—আয় কল্যাণী! আর চিন্তা নাই; ঠিক সময়ে তোকে পেয়েছি। মা! মা! (সাদরে লইয়া যাইতে যাইতে) প্রভাত না হতেই পেয়েছি! মা আমার সঙ্কল্প পূর্ণ করেছেন।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রাধামাধবের মন্দির

উজ্জ্বলদৃশ্যে রাধামাধব

(মন্দিরপ্রাঙ্গণে বাদনরতা পীতবাসপরিধানা সখিগণবেষ্টিত মীরা ; এক পার্শ্বে দর্শকরূপে দণ্ডায়মান ছদ্মবেশী আকবর ও তানসেন)

গীত

মীরা। সখিরে, ওই যে মুরলী শুনা যায়।
যমুনা কূলে কালা কদমতলায়।
রাধা স্বরে বাঁধা বাঁশী, বাজাইছে কালশশী
(সে স্বর) গোপনে শ্রবণে পশি অবলা মজায়।
চললো কজনে মিশি, বারেক তারে দেখে আসি
(তারে দেখ্‌লে পরাণ শীতল হবে)
(প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে)
(মোহের আঁধার কেটে যাবে)
(চোখের তৃপ্তি সাধন হবে)
(জীবন ধারণ সার্থক হবে)
(কেন) কুলমান নাশি কালা কলঙ্কে ডুবায়।
বুক বাঁধি কত করে, আর না ভাবিব তারে,
আর না দেখিব সখি! না মজিব সেই স্বরে ;
(আবার) যখনই শ্রবণে পশে, সব বাঁধ যায় ভেসে
অমনি চকিত মন হৃদয় সে পানে ধায়॥

(বারম্বার জয়ধ্বনি)

(সখিগণ কর্তৃক অঙ্গুলিসঙ্কেতে অতিথিদ্বয়ের প্রতি মীরার দৃষ্টি আকর্ষণ)

তানসেন। (আকবরের প্রতি) শুন্‌লেন? কেমন সুন্দর!
কেমন মধুর মীরার কীর্ত্তন!

আকবর। (আপনমনে) আহা! কি সুন্দর!
কি সুন্দর ভজন কীর্ত্তন!
(তানসেনের প্রতি) সখা! সখা! মনে হয়
চিরদিন থেকে এ আশ্রয়ে
শুনি হেন প্রীতিপূর্ণ প্রেম সঙ্কীর্ত্তন!
এ আশ্রম সুখময় শান্তির আগার।

মীরা। (সন্নিকট হইয়া আকবরের প্রতি)
সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!
ধন্য আজি মোরা; প্রণিপাত করুন গ্রহণ। (প্রণিপাত)

আকবর। (প্রতি নমস্কারান্তে)
মা! মা! পাপী তাপী আমরা দুজন—
প্রণিপাত যোগ্য নহি মোরা।
স্থান যদি পাই ওচরণে—
জীবন সার্থক মনে গণি!
মাতঃ! দিবে কি চরণে স্থান?
কৃপাবারিদানে—
পুরাবে কি আকাঙ্খা মোদের?
করিবে কি নির্ব্বাপিত দাবানলসম
হৃদয়ের বাসনানিচয়?
মানব জীবনতরি ডুবাতে অতলে,
হৃদিপারাবার মাঝে বহিছে যে ঝড়—
বরষি প্রেমের ধারা হে প্রেমপ্রতিমে!
রক্ষিবে কি অধম অজ্ঞানে?

জননী সন্তানে যথা বিপদ সময়ে
টেনে লয় আপন হৃদয়ে—
না ভাবিয়ে ভালমন্দ মঙ্গলামঙ্গল
দিবে কি চরণে স্থান হে প্রিয়বাদিনী !
অন্ধ আতুর জ্ঞানে আমা দুইজনে ?

তানসেন। (স্বগতঃ) একি ভাব !
একি কথা শুনি আজি
বাদশাহ মুখে ?—

মীরা। (সবিনয়ে) সন্ন্যাসীঠাকুর !
আমি অতি ক্ষুদ্রমতি
অবলা জ্ঞানদুর্ব্বলা—
মাগ ভিক্ষা মাগ প্রেম পরেশের পায় ;
পারে যেই বিতরিতে পিপাসায় বারি—
পথক্লান্ত তৃষিত সন্তানে।
যিনি হন আর্ত্তের সহায়—
পাপী তাপী ভেদজ্ঞান নাহি যাঁর হৃদে,
কাতরে ডাকিলে যিনি করুণ আহ্বানে
"আয় আয়" বলে সাড়া জাগান অন্তরে—
জানাও তাঁহারে তব হৃদয়ের ব্যথা।
ওই তাঁর উজ্জ্বল মূরতি
ডাক তাঁরে করুণ ক্রন্দনে
পাবে স্থান চরণে তাঁহার।

আকবর। মা ! মা ! নহি মোরা অধিকারী তায়—

তানসেন। সর্ব্বনাশ ! (জনান্তিকে) খোদাবন্দ !
এ কি ভাব তব ?

ভুলিলে কি স্বধর্ম্ম আপন?

সখিগণ। ঠাকুর! আপনি আমাদের রাধাগোবিন্দজীর কাছে জানান; তিনিই আপনার বাসনা পূর্ণ কর্‌বেন।

আকবর। এ অধমের বাসনা পূর্ণ হবে কি মা?

গীত

মীরা। হরিসে লাগি রহো রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই;
তেরা বিগড়ি বাত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে স্বজন কসাই;
স্থগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাই।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা বানিয়া বয়েল চরাই
এক বাতকো ঠাণ্ডা পড়ে, খোঁজ খবর নেহি পাই;
এ্যায়সা ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দী আউর অধীনতা, সহজ মিলি রঘুরাই॥
(ভাববিহ্বল অবস্থা)

আকবর। (ভাববিমুগ্ধভাবে) জয়! জয়! রাধামাধবজীকি জয়!

সকলে। জয়! জয়! রাধামাধবজীকি জয়!

তানসেন। (জনান্তিকে) খোদাবন্দ! আপনি ইসলামধর্ম্মাবলম্বী— মনে আছে ত?

আকবর। (স্বগতঃ) তাই ত! এ যে শ্রীকৃষ্ণ! এ যে হিন্দুর দেবতা! —আমি কি তবে সংসর্গগুণে সত্য সত্যই আত্মহারা হয়েছি? (প্রকাশ্যে) মা! মা! আর আমরা অধিক ক্ষণ এখানে থাক্‌ব না;—আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখ্‌তে হবে। (গলা হইতে একছড়া হার খুলিয়া) এই হারছড়া আপনি গ্রহণ কর্‌লে আমি স্থখী হব।

মীরা। না—না—না ; ও কি ! —ও আমি কি কর্‌ব ? —ও যে বহুমূল্য হার ; ও হার আপনারা কোথায় পেয়েছেন ?

আকবর। মা ! এই বহুমূল্য হারছড়া যমুনায় স্নান কর্‌তে গিয়ে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি ; তাই ধর্ম্মার্থে দান কর্‌ছি। —আমি সন্ন্যাসী ; ঐশ্বর্য্যে আমার কি প্রয়োজন ?

মীরা। সত্য কথা ; যে ভগবানকে চায়—সে ঐশ্বর্য্য চায় না। ভগবানকে যার ভাল লাগে—ঐশ্বর্য্য তার ভাল লাগে না ; আলো অন্ধকার একসঙ্গে থাকে না।

আকবর। তবে গ্রহণ করুন মা !

মীরা। আপনার যদি ইচ্ছা হয় গোবিন্দকে দিয়ে যেতে পারেন ; গোবিন্দের গলায় পরিয়ে দিতে পারি।

আকবর। এই নিন ; (হার দান) আপনার যা ইচ্ছা করুন।

মীরা। (হার গ্রহণ করিয়া গোবিন্দজীর প্রতি) তোমার হার পর্‌তে ইচ্ছা হয়েছে ? তবে পর—(হার পরাইতে অগ্রসর)

তানসেন। (স্বগতঃ) তবু রক্ষা যে অর্থের উপর দিয়ে গেল। (প্রকাশ্যে) এখন চলুন—

আকবর। হাঁ চল ; —কিন্তু এ স্থান ছেড়ে আর যেতে ইচ্ছা হয় না।

মীরা। (হার পরাইয়া দিয়া) বাঃ বেশ মানিয়েছ ; দেখুন—দেখুন, আমার গোবিন্দের গলায় হার কেমন মানিয়েছে !

উভয়ে। হাঁ—মা ! বড় সুন্দর হয়েছে—বেশ মানিয়েছে !

আকবর। আচ্ছা মা ! তবে আমরা আসি ? (নমস্কারান্তে উভয়ের প্রস্থান)

মীরা। (সখিগণের প্রতি) বল—জয় ! রাধাগোবিন্দের জয় ! (সকলের জয়ধ্বনি) সখিসব ! তোমরা এখন স্নান সেরে এস ; আমি পূজায় বসি।

১মা সখি। হাঁ সখি, চ ভাই চ। (সখিগণের প্রস্থান ও দরজা বন্ধ করিয়া মীরার পূজায় উপবেশন)

(ধীরপদবিক্ষেপে কুম্ভসিংহের প্রবেশ)

কুম্ভ। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) বেশ সময়ে এসে পড়েছি; সঙ্গিনীরা সকলে বোধহয় স্নানে গিয়েছে। (দ্বার পরীক্ষা করিয়া) আছে—মীরা ভিতরেই আছে। কি আশ্চর্য্য! পুরোহিতঠাকুরও বল্লে—কে একজন প্রায়ই মন্দিরের ভিতর থাকে; বাঁশী বাজায়। কাল রাত্রে পরীক্ষা কর্‌তে এসে দেখলাম মীরা হরিনামে উন্মত্তা—তাই আর দেখা দিই নি; এখন দেখা যাক সত্য না মিথ্যা—(উৎকর্ণভাবে বাঁশী শুনিবার চেষ্টা ও মধ্যে মধ্যে দরজায় কান দিয়া দেখা)

মীরা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) প্রেমময়!—কৈ?—এস; —কাছে এস।—বাঁশী বাজাও; একবার ঐ মোহন স্বরে মোহিত করে—

কুম্ভ। (অঙ্গুলিসঙ্কেতে চিত্ত সংযত করিয়া)—ওই! (ভিতরে সুমধুর বংশীধ্বনি ও মহারাজের স্তম্ভিতভাব)

মীরা। (মন্দিরমধ্য হইতে)

"সখেতি মত্বাং প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥"

কুম্ভ। তাই ত—এ কি প্রহেলিকা! কে এমন সুন্দর বংশীধ্বনি কর্‌লে?

মীরা। (মন্দিরমধ্য হইতে)

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

কুম্ভ। এ ত ভগবানের স্তুতি নমস্কার।

মীরা। (দরজা খুলিয়া স্বামীকে দর্শনকরতঃ অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিয়া) এই যে! এই যে আমার সাক্ষাৎ দেবতা—নরনারায়ণ স্বামী—স্বামিন্!—প্রিয়তম! (আলিঙ্গনোদ্যতা)

কুম্ভ। এস মীরা! আজ দুদিন তোমায় বুকে ধরি নি। প্রাণাধিকে! এস—আমার বুকে এস। (প্রেমালিঙ্গন) মীরা! তুমি যে আহার নিদ্রা সব ত্যাগ কর্‌তে বসেছ—এ তোমার কোন ধর্ম্ম মীরা? একবার ভেবে দেখ দেখি—আজ দুদিন তুমি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছ; এর মধ্যে একদণ্ড সময় হল না যে তুমি আমায় একবার দেখে এস। তুমি অহর্নিশ উন্মত্তা—শুনছি স্ত্রীপুরুষ জাতিঅজাতি সকলকে হরিনামে উন্মত্ত করে তুলেছ; সকলের সঙ্গে সমানে হাস্‌ছ, কাঁদ্‌ছ, নাচ্‌ছ, ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছ—এ কি চিতোরেশ্বরীর মত পুরনারীর কুলধর্ম্ম মীরা!

মীরা। (সাশ্রুলোচনে কুম্ভের মুখপানে তাকাইয়া) স্বামিন! কই? কই? সে ভাব আমার কই?—সে ভক্তি আমার কই?—আহারনিদ্রা ভুলে নামকীর্ত্তন কর্‌ছি কই?—সকলকে হরি নামে উন্মত্ত করে তুল্‌তে পার্‌ছি কই?—স্বামিন! স্বামিন! আশীর্ব্বাদ করুন যেন মীরার সে ভাব—সে মতিগতি, সে শক্তি হয়—মীরা যেন আপন ভুলে হরি হরি বলে আনন্দ-হিল্লোলে ভাস্‌তে থাকে।

কুম্ভ। তাতে কি হবে? মীরা! সব ভুলে হরিনাম করার কি ফল?

মীরা। সব ভুলে হরিনাম কর্‌লে মনের মলা নাশ হয়; মনের মলা নাশ হলেই প্রেমের উদয় হয়।

কুম্ভ। আর যারা সব রেখে নাম কর্‌ছে—তাদের?

মীরা　হাঁ প্রিয়তম ! তাদেরও হবে ; নাম কর্‌তে কর্‌তে তাদেরও মতির পরিবর্ত্তন হবে ; একদিন সব ছাড়্‌বে—নামের ফল আছেই।

কুম্ভ।　তা যেন হল ; কিন্তু এই সব জাত অজাত—ছোট বড় সকলকে নিয়ে তুমি যে—

মীরা।　(বাধা দিয়া) হাঁ স্বামিন ! সকলকে নিয়েই নাম কর্‌তে হয়। জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, ও সম্প্রদায়ভেদ সঙ্কীর্ণ হৃদয়েই স্থান পেয়ে থাকে ; ছোট বড় শ্রেণীবিচার সমাজশৃঙ্খলার নামান্তর মাত্র ; ধর্ম্মের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই।

কুম্ভ।　আচ্ছা মীরা ! আর একটি কথা বলি ; তার যথার্থ উত্তর দেবে ত ?

মীরা।　(সানুনয়ে) আদেশ করুন প্রিয়তম !

কুম্ভ।　আজ তোমায় দেখ্‌তে এসে এখানে দাঁড়াতেই এমন সুন্দর বংশীধ্বনি শুন্‌তে পেলাম—আহা ! সে কি মধুর ! বল মীরা —সে কার বংশীধ্বনি ? কোথায় সে বাঁশী বাজে ?

মীরা।　(বিস্মিতভাবে) এঁ্যা ! শুনেছেন ? শুনেছেন ? প্রাণের গোপাল শুনিয়েছেন !—দিন দিন, আমায় পায়ের ধূলা দিন ; আমি পবিত্র হই। (পদধূলি গ্রহণ)

কুম্ভ।　কই ? মীরা ! আমার কথার উত্তর দিলে না ?

গীত

মীরা।　বাজে বাঁশী অহর্নিশি হৃদয়মাঝে
শুধু, শুনে সেজন প্রেমিক যেজন
ভাবুক যেজন ভবে আছে।
গরবে যে আত্মহারা,

সে কি শুনে বাঁশীর সাড়া ?
পেয়ে বিত্ত সুত দারা
সে যে মত্ত হয়েই আছে।
যে, অহঙ্কারে চায় না ফিরে
ধরাকে সরা জ্ঞান করে
সে কি বাঁশী শুন্‌তে পারে ?
না, ভাব্‌তে পারে বাঁশী বাজে ?

কুম্ভ। এঁ্যা! তাই কি ? (মন্দিরদ্বারে গমন ও সন্দিগ্ধভাবে মন্দিরাভ্যন্তর দর্শন)

মীরা। কি দেখ্‌ছেন স্বামিন্! গোপালকে দেখ্‌ছেন ?

কুম্ভ। (রাধামাধবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) হাঁ—হাঁ—ওকি মীরা! রাধামাধবের (অঙ্গুলিনির্দ্দেশে) গলার ওই হার তুমি কোথায় পেলে ? মীরা!

মীরা। হাঁ, এই যে—(রাধামাধবের গলা হইতে হার লইয়া আসিয়া) এ হার আজ দুই জন সন্ন্যাসী এসে দিয়ে গেছেন ; তাঁরা বলে গেলেন যমুনার জলে এ হার কুড়িয়ে পেয়েছেন। (অন্তরাল হতে তুলারামের দর্শন ও প্রস্থান)

কুম্ভ। দেখি—দেখি—(হস্তপ্রসারণ)

মীরা। আপনাকে একবার পরিয়ে দিই ; (কুম্ভের গলায় হার দিয়া পদধূলি গ্রহণ)

কুম্ভ। (হার দেখিয়া) এ যে বহুমূল্য হার ; মীরা! এ হার আমি নিয়ে যাই ; মণিকারকে একবার দেখাব।

মীরা। বেশ ত—নিয়ে যান ;

কুম্ভ। আজও তুমি যাবে না ?

মীরা। না, আজ আর না;—আপনি ত আমার একার নন। স্বামিন্! প্রিয়তম! আপনাতে ও আমাতে যে সম্বন্ধ—আপনাতে ও দিদিতেও সেই সম্বন্ধ। আমাকে নিয়েই যদি আপনি সব সময় থাক্‌তে চান—তাহলে দিদির উপায়?—কি ভাব্‌ছেন? স্বামিন্!

কুম্ভ। ভাব্‌ছি?—নাঃ—সে আর তোমাকে বলে কি হবে?—মীরা! তুমি এখনও দিদির ভক্ত?

মীরা। হাঁ; কেন?—দিদি কি আমার পর?

কুম্ভ। আশ্চর্য্য! কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না; (স্বগতঃ) —কি যন্ত্রণা!

মীরা। কি ভাব্‌ছেন? স্বামিন!—আবার কি ভাব্‌ছেন?

কুম্ভ। ভাব্‌ছি—একটি পূর্ণিমার সমুজ্জ্বল পূর্ণশশী, আর একটি রাহুগ্রস্ত দিবাকর; একটি প্রেমের পারাবার, শান্তির উৎস; আর একটি পাপের উত্তাপ, অশান্তির উত্তেজনা—

মীরা। না; না স্বামিন! দিদির প্রতি বিরূপ হবেন না—দিদিকে ক্ষমা কর্‌বেন। (হস্তধারণ)

কুম্ভ। (আলিঙ্গনপূর্ব্বক) মীরা! একবার আমার সঙ্গে চল—ইচ্ছা হয় পরে ফিরে এস।

মীরা। তবে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

আনন্দীবাই-এর কক্ষসমুখস্থ দরদালান

(চিন্তিতমনে উপবিষ্টা আনন্দী)

আনন্দী। যাই হোক, উদাসিনী মাগীটাকে খুব সরান হয়েছে। ওঃ! মঙ্গলা সর্ব্বনাশী সবদিক্ দিয়েই আগুন ধরিয়ে দিয়ে আমায়

দগ্ধ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিল ; এখন অনেকটা গুছিয়ে এনেছি। শান্তিটাকে তত ভয় নেই—ও খুব চাপা ; তবু বিশ্বাস নেই—ওটাকেও সরাতে হবে ; এবার যে জাল পাতা গেছে —কেউ বাদ যাবে না। এক একটি করে সবাইকেই পড়্‌তে হবে। আনন্দী! আনন্দ কর ; আনন্দ কর ; নির্ভয় হও। আর চিন্তা কি ?

(মীরার প্রবেশ)

মীরা। দিদি! দিদি!

আনন্দী। এই যে, মীরা! ভাল আছ ভাই ?

মীরা। বেশ আছি দিদি! —তুমি ?

আনন্দী। আমিও ভাই বেশ আছি—

মীরা। না দিদি! তোমার মুখ দেখে ত তা মনে হয় না ; —তোমার কি দুঃখ আমায় বল না দিদি!

আনন্দী। তা কি তুমি জান না ভাই ?

মীরা দিদি! দিদি! আবার আমি তোমার পায়ে ধর্‌তে এসেছি ; আমায় ক্ষমা কর। (পায়ে ধরিতে উদ্যত)

আনন্দী। (দূরে সরিয়া) সে কি ? তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইবে কেন ? তুমি আমার কি করেছ যে—

মীরা। সত্যিই আমি কিছু করি নি ? —কোন দোষ করি নি ?

আনন্দী। না, না ; তোমার দোষ কি ? মীরা! —আমারই অদৃষ্ট মন্দ —তাই কষ্ট পাচ্ছি ; তোমার দোষ কি ?

মীরা। কেন দিদি ? তোমার কিসের অদৃষ্ট মন্দ ? —কিসের কষ্ট ? —তুমি ভুল বুঝেছ দিদি! —তোমার কেন যে এ পরিবর্ত্তন হল কিছুই বুঝ্‌তে পারি না ; —দিদি! মনে

কর আমি তোমার সতীন নই, ছোট বোন ; তোমার শত্রু নই—মিত্র।

আনন্দী। মনে কর্‌লেই যদি হত, তা হলে আর ভাবনা ছিল না ; এতদিনে আমি অনেক কিছু কর্‌তে পারতুম।

মীরা। কি কর্‌তে ? —ও তোমার ভুল ধারণা দিদি! নিজের শক্তিতে কেউ কিছু কর্‌তে পারে না—ভগবান যা করান লোকে তাই করে।—যাক—তুমি আমার কথা শুন দিদি! স্বামীর কাছে যাও, স্বামীকে ভালবাস ; স্বামীসোহাগিনী হও। —দিদি! অনেক জন্মের তপস্যায় এমন স্বামী হয় ; আর অবহেলা করো না।

আনন্দী। না মীরা!—আর না—

মীরা। কেন ? কেন দিদি ?

আনন্দী। এ সংসারে আর আমার কোন সুখ নাই ; কোন শান্তি নাই।

মীরা। সেকি! নাই কি বল্‌ছো ? শান্তির অভাব কোথায় ? সংসারে যার স্বামী আছে—তার সুখ শান্তির অভাব কি দিদি ?

আনন্দী। অভাব আর কিছুই নয় দিদি! কেবল দর্শনাভাব—

মীরা। (হাসিয়া) সত্যি দিদি! অনন্ত দুঃখের মধ্যে থেকেও যে নারী স্বামীর চরণদর্শনে বঞ্চিতা নয়, সে নারী সর্ব্বসুখে সুখী—যার স্বামী আছে তার রূপ গুণ, তার নারীত্ব মনুষ্যত্ব সবই আছে।

আনন্দী। সে সব রূপ'গুণে বিভূষিতা তুমি ;—আমি নই।

মীরা আমার ইচ্ছা তুমিও হও ; ইচ্ছা কর্‌লেই ত হতে পার।

আনন্দী। এ জীবনে নয় ;—তবে যদি—(বাধাবোধ)

মীরা। বল—বল দিদি! তোমার কি অভাব, কি অভিপ্রায় খুলে বল—

আনন্দী। বল্‌ব? (স্বগতঃ) আচ্ছা—একবার পরীক্ষা করেই দেখি না দাতাটা কেমন?

মীরা। হাঁ, বল বল; নিঃসঙ্কোচে বল দিদি।

আনন্দী। তুমি যদি রাধামাধবের নাম করে আমার গা ছুঁয়ে বল্‌তে পার—আর কখনও স্বামীর কাছে যাবে না, স্বামীর ভালবাসা নেবে না—তা হলে আমি আমার জীবন সুখময় করে নিতে পারি। বল—পার্‌বে?

মীরা। (সবিস্ময়ে) এ্যাঁ! স্বামীর ভালবাসা! এ্যাঁ!—তা— (নিরুত্তরভাবে চিন্তা)

আনন্দী। খুলে বল? (স্বগতঃ) আর বলেছে! হায় রে কপাল! (প্রকাশ্যে) কই? বল্লে না?—পারবে?—সে ক্ষমতা হবে?

মীরা। (চিন্তিতভাবে) দিদি! পার্‌ব—কিন্তু—

আনন্দী। এই ত ভাই! ঐ একটী কিন্তু; ঐ কিন্তুর মধ্যেই যত গণ্ডগোল। ওর ভেতর যে কত পাহাড় পর্ব্বত লুকিয়ে আছে—

মীরা। না দিদি—হাঁ, বল্‌তে পার তিনি কি—না না—আচ্ছা আমি একটু ভেবে দেখি (চিন্তিতভাব)—হাঁ; দেখ দিদি! আমি স্বামীর কাছে না গিয়েও পার্‌ব; কিন্তু—

আনন্দী। আবার কিন্তু?

মীরা। না না, বল্‌ছি তোমায় তাঁকে এমন আপনার করে নিতে হবে, যেন আমাকে না পেয়েও তিনি সুখে থাকেন। বল— তা পার্‌বে? আমি তাঁর কাছে যাব না; কিন্তু আমি চাই—তিনি যেন আমায় ভুলে যান—আমার অভাবে

যেন তাঁকে কোন কষ্ট পেতে না হয়—তিনি যেন সুখী হন ; বল দিদি! পার্‌বে ? (স্বগতঃ) মীরা! পার্‌বি কি ? —তোর হৃদয় তেমন করে গড়ে নিতে পার্‌বি কি ? আচ্ছা দিদি !—তাঁকে কখনও সখনও কি দেখ্‌তে পাব না ?

আন। ঐ ত আসল কথা।

মীরা। দেখ্‌তেও পাব না ?

আন। না ;

মীরা। কখনও নয় ?

আন। না ;

মীরা। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও নয় ?

আন। শেষ মুহূর্ত্তে—মৃত্যুসময় বল্‌ছ ?

মীরা। হাঁ ; মৃত্যুসময় ?—

আন। তা দেখ্‌বে বৈ কি ; স্বামী ত বটে! কিন্তু সাবধান! অন্য কোন সময়ে নয়।

মীরা। (স্বগতঃ) মীরা! কেন বিচলিত হচ্ছিস্? আজ হতে হৃদয় অন্যভাবে গঠিত কর ; পরের সুখে সুখী হতে চেষ্টা কর। তোর ভালবাসা ত ইন্দ্রিয়ের সেবাজন্য নয়। ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করে, স্বামীজ্ঞানে হৃদয়ে অঙ্কিত মোহনমূর্ত্তিকে নিরন্তর পূজা কর্‌তে শেখ—প্রার্থনা কর—যেন কামনা বাসনা শূন্য হয়ে স্বামীর চরণধ্যানে জীবন যাপন কর্‌তে পারিস্।

আন। কি ভাই! তুমি যে আর ভালমন্দ কিছুই বল্‌ছ না ; হাঁ না—যা হয় একটা কিছু বল ?

মীরা। দিদি! আঁর একটি প্রার্থনা—আমার আর একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হবে—

আন। কোনটাই বা না রাখ্‌ছি বল ?

মীরা। (সরোদনে) দিদি! দিদি! আজকের জন্য—শুধু আজকের জন্য আমার আরাধ্যদেবকে আমায় ভিক্ষা দিতে হবে; আমি জন্মের মত একবার তাঁকে বুকে নিয়ে তাঁর পদসেবা করে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাব। আজ তাঁকে সারা জীবনের দেখা দেখে নিয়ে নয়ন শীতল কর্‌ব; স্বামীর পবিত্র পদরেণু অঙ্গে মেখে জীবনের জ্বালা জুড়াব; নারীজন্ম সার্থক কর্‌ব। বল দিদি! আমার এ অনুরোধ রাখ্‌বে?

আন। না—তা হবে না; এখনই প্রতিজ্ঞা কর।

মীরা। না দিদি! (পদধারণ) তোমার পায়ে পড়ি—শুধু আজকের জন্য আমায় দিতে হবে—আমি যে তাঁর অবাধ্য হয়েছিলাম; আমার প্রাণে কি করে শান্তি পাব—নারীর প্রাণে যে তা সহ্য হয় না দিদি! (চক্ষে বস্ত্রদান)

আন। আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হবে; (বাহিরে মহারাজকে আসিতে দেখিয়া) এখন এস তবে; কাল প্রতিজ্ঞা করো।

মীরা। হাঁ দিদি! কাল নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা কর্‌ব—

আন। তবে এখন এস; আমি একটু সুস্থ হই।

মীরা। দয়াময়! হৃদয়ে বল দাও; আমি যেন প্রতিজ্ঞা পালনে সক্ষম হই।

(প্রস্থান)

আন। যাক্; একদিকে নিশ্চিন্ত—ঐ যে মহারাজ আস্‌ছেন!

(চিন্তিতমনে ধীরপদবিক্ষেপে কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। এই যে বড়রাণী! কেমন আছ?

আন। মহারাজ যেমন রেখেছেন।

কুম্ভ। আমি রেখেছি? মিথ্যা কথা; ভগবান যেমন রেখেছেন—না না—তোমার বিবেক তোমায় যেমন রেখেছে, তেমন আছ বল।

আন। আমার যে ভগবান সেই বিবেক সেই তুমি—

কুম্ভ। ভাল; শুনে সুখী হলাম।

আন। কেন মহারাজ? হিন্দুনারীর স্বামী আর ভগবানে প্রভেদ কি?

কুম্ভ। থাক; এখন আমাকে স্মরণ করেছ কেন বল দেখি?

আন। আমি যে মহারাজের দর্শন কামনা করেছি এ কথা কে বল্লে?

কুম্ভ। পুরোহিতঠাকুর;

আন। মহারাজ! একটি কথা জিজ্ঞাসা করব।

কুম্ভ। কি কথা?

আন। মহারাজ! আমরা নারী; আমাদের না হয় বুদ্ধি বিবেচনা অল্প—কিন্তু তোমার এ কি অবহেলা?

কুম্ভ। কিসের অবহেলা?

আন। স্ত্রীকে ভালবাস্‌তে হলে কি তাকে বাড়ীর বার করে দিতে হয়?

কুম্ভ। কি রকম?

আন। স্ত্রী ভক্তিমতী, বিদূষী হলে কি তাকে আপনার করে রাখ্‌তে নেই? যাকে তাকে বিলিয়ে দিতে হয়?

কুম্ভ। এ সব কি কথা আনন্দী?

আন। তার চরিত্রের প্রতি নজর রাখ্‌তে নেই? সে যা বল্‌বে তাতেই মত দিতে হবে? এ কোন নীতি? এ কেমন ভালবাসা মহারাজ?

কুম্ভ। বলে যাও—আরও কিছু বল্‌বার থাকে বলে যাও—

আন। আছে ; ধৈর্য্য ধরে শুন্‌তে হবে।

কুম্ভ। ধৈর্য্য ধরে শুন্‌তে হবে ? তবে এস ; এখানে নয়।

(প্রস্থান)

আন। (স্বগতঃ) আজ আর এ সুযোগ ছাড়া হবে না। পুরোহিত ত আছেই ; ইন্ধনের অভাব কি ? এবার ভাল করেই অগ্নিসংযোগ কর্‌তে হবে।

(প্রস্থান)

(উদাসভাবে শম্ভুসিংহের প্রবেশ)

শম্ভু। একবার দেখা কর্‌তে এলাম—যাবার সময় শেষ দেখা ;—হাজার হলেও দিদি। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কই ? কোথায় ? (হর্ষোৎফুল্লভাবে শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। (সংযত হইতে চেষ্টা করিয়া) আজ বেশ করে দেখে নিয়েছি। আড়াল থেকে, আশ মিটিয়ে, প্রাণ ভরে দেখে নিয়েছি ? বৌদিদিকে বলে ক্ষেপাতে হবে।

শম্ভু। কে ? দিদি ?

শান্তি। (সচকিতে) কে ? শম্ভুদা ? শম্ভুদা ! আজ এমন সময় এখানে কেন ?

শম্ভু। শান্তি ? দিদি কোথায় জান ?

শান্তি। কই ? জানি না ত ; শম্ভুদা ! তুমি আজ এ অসময়ে এখানে কেন ?

শম্ভু। আজ চলে যাব কিনা—তাই দিদির কাছে বিদায় নিতে এসেছি ; বেশ ভালই হল ; তোমার সঙ্গেও দেখাটা হয়ে গেল।

শান্তি। কোথায় চলে যাবে শম্ভুদা ?

শম্ভু। কেন ? শান্তি ! আমার কি কোথাও যাবার স্থান নেই ?

শান্তি। তা থাক্‌বে না কেন শম্ভুদা ?

শম্ভু। তবে ?

শান্তি। এখনও যে তুমি সুস্থ হও নি শম্ভুদা ?

শম্ভু। সুস্থ ?—আর সুস্থ হবার প্রয়োজন ?—ভাল করে দগ্ধ হওয়াটা এখনও বাকী আছে বুঝি ?

শান্তি। কেন আমায় অমন করে বল্‌ছ শম্ভুদা ?—তোমার কাছে যদি কোন অপরাধ করে—

শম্ভু। (বাধা দিয়া) না, না, অপরাধ—তুমি কেন কর্‌তে যাবে শান্তি ? সব অপরাধই আমার। তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি—আমায় ক্ষমা করো—ভ্রান্ত—আমি বড় ভ্রান্ত !

শান্তি। (হস্তধারণপূর্ব্বক) শম্ভুদা ! আমি বুঝেছি ; তোমার সব রাগ দুঃখ আমারই উপর। কেমন নয় ? সত্য বল ?

শম্ভু। শান্তি ! চারিদিকে যার নৈরাশ্যের অন্ধকার, তার আর সত্যমিথ্যা জ্ঞান কি করে থাক্‌বে বল ? আমায় একথা জিজ্ঞাসা করাই তোমার ভুল। আমায় বিদায় দাও শান্তি !

শান্তি। (আঁচলে চক্ষু মুছিয়া) শম্ভুদা ! আমায় অভিশপ্ত করো না। আমায় স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর আমার উপর রাগ কর্‌বে না ; আমায় তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কর্‌বে—

শম্ভু। (শান্তির হাতখানি হাতের ভিতর লইয়া) শান্তি ! কোন ভয় নাই ; রণমল্লকে পেয়ে তুমি সুখী হও এই আমার প্রাণের ইচ্ছা। তবে সাবধান শান্তি ! দিদিকে বড় বিশ্বাস করো না ; দিদির মাথার ঠিক নেই। দিদি এখন বুদ্ধিহারা—

বুঝলে? তুমি ত সবই জান—তবে এখন আমায় বিদায় দাও শান্তি! (সন্তর্পণে শান্তির হাতখানি নামাইয়া দিলেন)

শান্তি। আমার একটি অনুরোধ শম্ভুদা! যদি কখনও উদাসিনী দিদির সন্ধান পাও তাকে আশ্রয় দিও; সে তোমার জন্য অনেক করেছে। (বলিতে বলিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

শম্ভু। আবার উদাসিনী—আবার সেই স্মৃতি জাগিয়ে দিলে শান্তি!

(বলিতে বলিতে শম্ভুর প্রস্থান এবং শম্ভুর গতি লক্ষ্য করিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত শান্তির ধীরে ধীরে বিপরীত দিকে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মহারাজের কক্ষ

(কথা কহিতে কহিতে কুম্ভসিংহ ও আনন্দীর প্রবেশ)

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে) কি বল্‌ছ আনন্দী?—শান্তিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত?—আচ্ছা; থাক সে কথা—তুমি শূলধারীর মন্দিরে কি শুনেছ বল ত—শীঘ্র বল! আমার উৎকণ্ঠা দূর কর। (স্বগতঃ) তাই ত! এসব কি শুন্‌ছি? দিল্লীর বাদশাহ ছদ্মবেশে শূলধারীর মন্দিরে! (প্রকাশ্যে) বল আনন্দী!—বল—

আনন্দী। সে অতি ঘৃণিত জঘন্য ষড়যন্ত্র মহারাজ!

কুম্ভ। ভূমিকা শুন্‌তে চাই নি আনন্দী! প্রকৃত কথা আগে বল; শীঘ্র বল—সত্য বল—(স্বগতঃ) সেই ছদ্মবেশী আকবরই নাকি আবার মীরাকে রত্নহার দিয়ে গেছে—হায়! এসব কি শুন্‌ছি? একি সব সত্য? না চক্রান্ত!

আনন্দী। তবে শুনুন মহারাজ!

কুম্ভ। হাঁ, বল ; আচ্ছা—তুমি যে কাল রাত্রে আরতি দেখ্‌তে গেলে, তোমার সঙ্গে কি আর কেউ ছিল না ?—না, তুমিও ছদ্মবেশে গিয়েছিলে ?

আনন্দী। আমি ছদ্মবেশে যাব কেন মহারাজ ? আমার সঙ্গে অনেকেই গিয়েছিল ; তবে আরতির পূর্ব্বে আমি শূলধারীর সম্মুখে বসে জপ কর্‌ছিলাম—সঙ্গিনীরা বাইরে ছিল ; জপ শেষ করে বাইরে এসে দেখি—একপ্রান্তে রণমল্ল আর দুইজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে ; তাদের তখন গুপ্ত পরামর্শ হচ্ছে ; তারা তখন কথায় মত্ত। দেখে আমার সন্দেহ হলো ; তাই আমি চুপি চুপি একপাশে দাঁড়িয়ে দুটি কথা শুনে নিলাম। প্রথম কথা হচ্ছে—একজন বল্‌ছে, "দিল্লীর বাদশাহ আকবর আপনাকে কি মিথ্যা বল্‌ছেন ?" অমনি আর একজন সে কথার পিঠে বলে উঠ্‌ল, "সেনাপতি ! আপনি স্থির জানবেন, মিবার জয় করে আপনাকেই চিতোরের সিংহাসনে বসাব ; তবে প্রতিদানস্বরূপ—মীরাবাই আমার থাক্‌বে।" হায় ! হায় ! মহারাজ ! কে জান্‌ত যে রণমল্লই আমাদের এই সর্ব্বনাশ কর্‌বে ?

কুম্ভ। (চমকিতভাবে) এ্যাঁ ! এতদূর ! এতদূর গড়িয়েছে ?

আনন্দী। (দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ ! ঐ যেন কারা এদিকে আস্‌ছে, আমি অন্তরালে যাই। (যাইতে যাইতে) এইবার সুদে আসলে উশুল করে ছাড়্‌ব। (প্রস্থান ও অন্তরাল হইতে দর্শন)

কুম্ভ। হায় ! সত্য সত্যই কি চিতোরের পতনকাল উপস্থিত ?—যশ কুল মান—সব যেতে বসেছে !

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। (অভিবাদনপূর্ব্বক) মহারাজ! একজন মণিকার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করতে চায়।

কুম্ভ। মণিকার? যাও—নিয়ে এস। (অভিবাদনপূর্ব্বক দৌবারিকের প্রস্থান) একি ভগবানের খেলা!

(অভিবাদন করিতে করিতে মণিকার ও দৌবারিকের প্রবেশ)

কুম্ভ। যাও দৌবারিক—সেনাধ্যক্ষকে সংবাদ দাও; (অভিবাদন করতঃ দৌবারিকের প্রস্থান) মণিকার! আজ আমারই আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল; আপনার কথা পরে হবে। আগে (একছড়া রত্নহার বাহির করিয়া) এই হার ছড়ার মূল্য নির্দ্ধারণ করুন দেখি। (হার দান)

মণিকার। (হার গ্রহণপূর্ব্বক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতে করিতে) এ হার আপনি কোথায় পেলেন মহারাজ! এ ত—(নির্ব্বাক)

কুম্ভ। বলুন; নির্ভয়ে বলুন।

মণিকার। মহারাজ! এ হার গুর্জ্জররাজের ছিল; আমিই দিল্লীশ্বর আকবরের কাছে এ হার বিক্রয় করিয়া দিই।

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে) এঁ্যা! এই হার! ঠিক বল্ছেন? ভাল করে দেখুন;

মণিকার। হাঁ মহারাজ! ভাল করেই দেখেছি; এ হার আমি বিশেষ ভাবেই চিনি। এ অতি মূল্যবান বস্তু—এর মূল্য দশ সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা।

(রণমল্লের প্রবেশ ও মহারাজের অবজ্ঞাভাব)

কুম্ভ। দৌবারিক! (দৌবারিক প্রবেশ করিলে মহারাজ মণিকারের হস্তে যৎকিঞ্চিৎ দিয়া হার ফেরত লইয়া) যাও! মণিকারকে দিয়ে এস। (অভিবাদন করতঃ দৌবারিক ও মণিকারের প্রস্থান)

রণমল্ল। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ! আমাকে কেন স্মরণ করেছেন?

কুম্ভ। রণমল্ল! বল্‌তে পার—কেন এমন ভুল কর্‌লে?—এমন সাংঘাতিক, মারাত্মক, পাপজনক ভুল কর্‌লে?

রণমল্ল। এ সব কি বল্‌ছেন? মহারাজ! (স্বগতঃ) আজ আবার এরূপ নূতন ভাব দেখ্‌ছি কেন? মায়াবিনীর এ আবার কোন মায়ামন্ত্রের ফল—তা কে জানে? (প্রকাশ্যে) মহারাজ!

কুম্ভ। বালকও যে ভুল করে না—নিরক্ষর অজ্ঞ ব্যক্তিও যে ভুল করে না—হায়! তুমি আজ তাই কর্‌লে? বীর হয়ে, জ্ঞানী হয়ে, বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে, তুমি এমন কাজ কর্‌লে?

রণমল্ল। মহারাজ! বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; স্পষ্ট করে খুলে বলুন। কি হয়েছে—কি ভুল করেছি—কি অন্যায় করেছি?

কুম্ভ। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? স্পষ্ট করে করে খুলে বল্‌তে হবে? বল—যা জিজ্ঞাসা কর্‌ব তার যথার্থ উত্তর দেবে?

রণমল্ল। আজ্ঞা করুন; আমি জ্ঞানতঃ ধর্ম্মতঃ যাহা জানি—

কুম্ভ। তবে শুন রণমল্ল! তুমি চিতোরের স্বাধীনতা চাও—না কেবল সিংহাসন চাও?

রণমল্ল। সে কি মহারাজ!

কুম্ভ। হাঁ, হাঁ, সত্য কথা বল; জ্ঞানতঃ ধর্ম্মতঃ উত্তর দাও; তোমার হৃদয়ে চিতোরের সিংহাসনলাভের কোন বাসনা জেগেছে কি না সত্য বল।

রণমল্ল। (বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে) না মহারাজ! কোন দিন জাগে নি।

কুম্ভ। মীরার কুচরিত্রের সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

রণ। সে কি মহারাজ! আবার সেই ভ্রম!—সেই ভ্রান্তি!

কুম্ভ। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও; তুমি কিছু জান কি না বল?

রণমল্ল। না মহারাজ!

কুম্ভ। তুমি গতকল্য শূলধারীর মন্দিরে কোন ছদ্মবেশীর সঙ্গে কোন পরামর্শ করেছিলে কি না? (ধীরপদক্ষেপে আনন্দীর প্রবেশ)

রণমল্ল। না মহারাজ! (আনন্দীর প্রতি ঘৃণাভরে দৃষ্টিপাত)

কুম্ভ। আজ প্রাতে রাধামাধবের মন্দিরে যে দুই জন সন্ন্যাসী এসেছিল তাদের কোন সংবাদ রাখ?

রণমল্ল। না মহারাজ!

কুম্ভ। তুমি কিছুই জান না?—পাপিষ্ঠ?—এই তোমার জ্ঞানতঃ ধর্ম্মতঃ উত্তর? এই তোমার নির্ভীকতা?—এই তোমার দেশানুরাগ?—এই তোমার স্বজাতিবাৎসল্য?—ধিক! ধিক তোমার মনুষ্যত্বে?—তুমি সত্যসত্যই রাজ অনুগ্রহের সম্পূর্ণ অযোগ্য! (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছ—প্রহরী! প্রহরী! (দুই জন প্রহরীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

রণমল্ল। (স্বগতঃ) হৃদয়! বিচলিত হয়ো না—ভয়, ভাবনা, ঘৃণা, উপেক্ষা, অত্যাচার অবিচার সত্ত্বেও তোমায় স্থির থাক্‌তে হবে (প্রকাশ্যে) মহারাজ!—এ কলিকাল! ঘোর কলিকাল! আপনার কি দোষ মহারাজ! আপনি সরল উদার; কিন্তু এ ভীষণ ষড়যন্ত্র! পিশাচীর পৈশাচিক চক্রান্ত!

কুম্ভ। কে পিশাচী? কার কি চক্রান্ত?

রণমল্ল। কেমন করে বল্‌বো মহারাজ!—ভাব্‌তেও বুক ফেটে যায় —ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে মাথা হেঁট হয়ে আসে—কিন্তু নাঃ —না বলে উপায় নেই—আমি বল্‌ব। (আনন্দীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া) দেখুন! ঐ দেখুন মহারাজ! (আনন্দীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐ মুখে কি ফুটে উঠেছে—

ঐ দেখুন! পাপের ছায়া মায়াবিনীর অন্তরে বাহিরে কেমন ফুটে উঠেছে—

আনন্দী। (সংযত হইতে চেষ্টা করিয়া) শুন্‌ছেন মহারাজ! শুন্‌ছেন? —সাবধান রণমল্ল!

রণমল্ল। ধিক—ধিক তোর নারী জীবনে! পাপমতি! দুশ্চারিণী! তোর পরিণাম অতি শোচনীয়! অতি ভয়াবহ!

কুম্ভ। কি! পাপিষ্ঠ! আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—(অসি নিষ্কোষিত করিয়া) প্রস্তুত হও! (অসি উত্তোলন করা সত্ত্বেও অবিচলিতভাবে রণমল্লের অবস্থান)

আনন্দী। (মহারাজের হস্তধারণ পূর্ব্বক) মহারাজ! মহারাজ! ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন! রণমল্ল আমার স্নেহের শৈশবসঙ্গী— সহোদরাধিক্ স্নেহের—ভালবাসার—(রণমল্লের ক্রুদ্ধভাব)

কুম্ভ। সে কি আনন্দী! রণমল্ল না মহারাজের শত্রু! মীরার শত্রু! মিবারের শত্রু! (আনন্দীকে নিরুত্তর দেখিয়া)—বল নিরুত্তর কেন?—বাধা দিও না; ছেড়ে দাও। রাজ্যের শত্রুকে হত্যা করাই রাজবিচার। (পুনঃ অসি আস্ফালন)

আনন্দী। (পুনঃ বাধা দিয়া) না, না, মহারাজ!—তাই যদি হয়, আগে আমায় হত্যা কর; রণমল্ল যে আমার—

রণমল্ল। (ঘৃণাভরে) ধিক! ধিক তোর ভালবাসায়!

কুম্ভ। প্রহরী! এ পাপিষ্ঠকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর; এ উন্মাদ পাগল, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; একে কারাগারে নিয়ে যাও। (রণমল্লের প্রতি) যাও পাপিষ্ঠ! আমি তোমার সমস্ত চক্রান্ত জান্‌তে পেরেছি!

রণমল্ল। মহারাজ! আমিও সব জান্‌তে পেরেছি; কিন্তু ভয় হয়— যে চিতোরেশ্বরের উপর প্রজার জাতিধর্ম্ম—কুলধর্ম্ম মান

সম্ভ্রম সকলই নির্ভর করে, সে যদি এই পাপমতি পাষাণ প্রতিমাকে হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী করে রাখে,—সে যদি ইষ্টানিষ্ট বিচারে, ন্যায় অন্যায় বিচারে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে এরূপ অদক্ষ, এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন হয় ; তবে পূণ্যভূমি চিতোরের গৌরব কেমন করে রক্ষা হবে ? চিতোরের প্রজাপুঞ্জ কাকে তাদের প্রাণের বেদনা জানাবে ?—কে চিতোরের পবিত্র সিংহাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বে ?

কুম্ভ। সে জন্য তোমায় ভাব্‌তে হবে না; বিশ্বাসঘাতক ! তাই বুঝি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শত্রু সহায়ে চিতোর অধিকারের ষড়যন্ত্র করেছিলে ? ধিক তোমার মনুষ্যত্বে ! নিয়ে যাও প্রহরী ! যাও রণমল্ল ! আর আমি তোমার মুখদর্শন কর্‌তে চাই না ; মনে রেখো—মিবার রক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা মিবারেশ্বর রাখে ; রাজ্য রক্ষার জন্য রাণা কুম্ভ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়।

রণমল্ল। শুনে সুখী হলাম মহারাজ !—নিশ্চিন্ত হলাম—আনন্দী ! প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করি—সুখী হও ; ভগবান তোমাকে পাপ হতে পরিত্রাণ করুন ; তুমি স্বামী সোহাগিনী হও।

(প্রস্থান)

আনন্দী। মহারাজ ! এখন আমায় বিশ্বাস হচ্ছে ত ? চলুন ; ভেবে আর কি কর্‌বেন ? এখনই মীরার একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হবে ; না হয় জাতি ধর্ম্ম কুল মর্য্যাদা সব যাবে।

কুম্ভ। দাঁড়াও—দাঁড়াও ;—একবার ভেবে দেখি—কি কর্‌লাম একবার ভেবে দেখি।—নাঃ—ঠিক হয়েছে। ওঃ মীরা !—আনন্দী !—তাই ত প্রাণের অধিক সম্পদ বলে যাকে মনে করতাম—হৃদয়রাজ্যের যে একমাত্র রাণী—যাকে মুখভরা হাসি, বুকভরা ভালবাসা, প্রাণভরা প্রেম দিয়ে অকাতরে

পূজা করে এসেছি—যাকে ভক্তি শ্রদ্ধা, করুণা ও কমনীয়তার একমাত্র আধার জ্ঞানে হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করে রেখেছিলাম—ওঃ—ওঃ সে কিনা আজ—ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে—ধিক! ধিক! কুম্ভসিংহ!—ধিক তোমার দাম্পত্য প্রণয়ে—

আনন্দী। মহারাজ! এরি মধ্যে—এত অস্থির হয়ে পড়্লেন? চলুন—যা হয় একটা করে আপদের শেষ করা যাক—

(দ্রুত উন্মাদিনীভাবে শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। —শেষ!—কিসের শেষ? কার শেষ মহারাণী! দাদা! দাদা—তুমি থেকে আবার কোন মোহজালে বিজড়িত হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হলে? তুমি চিতোরের মহারাণা—তুমি মিবারেশ্বর—ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি—আজ তুমি এ কি করেছ দাদা?

কুম্ভ। কি করেছি শান্তি?

শান্তি। এখনও বুঝ্তে পারছ না কি করেছ? না—এরি মধ্যে ভুলে গেলে কি করেছ?

কুম্ভ। কি? কি এমন কুকার্য্যটা করেছি! বল?

শান্তি। দারুণ দুষ্কার্য্য; মহাপাপ; ঘোর অত্যাচার করেছ দাদা! বিশৃঙ্খলার সমূহ আয়োজন করেছ; সমগ্র রাজ্যে দুঃখ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের উত্তাল তরঙ্গ তুলেছ; আর কি করেছ?

আনন্দী। শান্তি! কাকে কি বল্‌ছ? অপরাধী না হলে—

শান্তি। (বাধা দিয়া) চুপ কর বৌদি! বল দাদা! কেন তুমি এমন কাজ করলে?

কুম্ভ। কি কর্‌ব শান্তি! অপরাধীর দণ্ড অবশ্যম্ভাবী; তুমি জান না—রণমল্ল রাজদ্রোহী।

শান্তি। কি ! কি বল্লে রাজা !—রণমল্ল রাজদ্রোহী ! দাদা ! একেবারে উন্মাদ হয়েছ !—বালকের মত এ কথা অনায়াসে বিশ্বাস করেছ ?—মস্তকে রাজমুকুট হস্তে রাজদণ্ড নিয়ে, মিবারের একমাত্র অধীশ্বর হয়ে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে, বিনা প্রতিবাদে নির্ব্বোধের মত বিশ্বাস কর্‌লে—রণমল্ল রাজদ্রোহী !

কুম্ভ। শান্তি ! স্থির হও—উতলা হয়ো না ; —সব বুঝ্‌তে পার্‌লেও উপায় নেই ;—কর্ত্তব্য বড়ই কঠোর ;

আনন্দী। নিশ্চয় ! আমি বল্‌ছি সে সম্পূর্ণ দোষী—রাজদ্রোহী।

কুম্ভ। শান্তি ! বড়রাণীর কথাও কি তবে মিথ্যা ?

শান্তি। মিথ্যা ! দারুণ মিথ্যা ! ঈর্ষাদ্বেষজনিত ঘৃণিত মিথ্যা ! —ষড়যন্ত্র ! অতি ভীষণ ষড়যন্ত্র ! —নির্ম্মম নিষ্ঠুর প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্র ! —রণমল্ল রাজদ্রোহী !—দাদা ! সেদিনের কথা মনে পড়ে কি ?—যেদিন তুমি অসংখ্য বিপদজালে জড়িত—সহায়-স্বজন-শূন্য হয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় হতাশ হয়ে অজস্রধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করেছিলে—যে দিন চিতোরের পুনরভ্যুদয় দর্শনে ঈর্ষাপরতন্ত্র হয়ে পঙ্গপালের মত সহস্র বৈরী সহস্র দিক থেকে তোমায় ঘিরে ধরেছিল—মনে পড়ে কি ?—সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে, সেই দারুণ দুর্দ্দিনে, ভয়ত্রাতা ভগবানের মত শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম নিয়ে কে তোমার সম্মুখে এসে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে তোমায় অভয় দিয়েছিল ? —সে কি এই সেনাপতি রণমল্ল নয় ? যখন রাজ্যভ্রষ্ট, ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট, সম্মানভ্রষ্ট হতে বসেছিলে, তখন কে তোমার সে সমস্ত রক্ষার এক মাত্র উপলক্ষ্য হয়েছিল ? —সে কি এই সেনাপতি রণমল্ল নয় ! কার বুদ্ধিবলে, কার

কৌশলে, গুর্জ্জররাজ বিধ্বস্ত ও মালবাধিপতি রাজমহম্মদ চিতোরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল? — সে কি এই সেনাপতি রণমল্লের বুদ্ধিবলে, এই রণমল্লের কৌশলে নয়? কে তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শত্রুশূন্য করেছিল? কে পুণ্যভূমি মিবারের গৌরব পুনরুদ্ধার ও চিতোরের রাজ-সিংহাসন পুণ্যময় করেছিল? —সেও এই সেনাপতি রণমল্লই। দাদা! আত্মবিস্মৃত হয়ো না; অকৃতজ্ঞতা করো না। যদি ধর্ম্ম রক্ষা করতে চাও—উপকারের প্রতিদান দিতে চাও—তবে যাও দাদা! তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে এ অপমানের হাত থেকে মুক্তি দাও। দেখ্‌বে তোমার যশোগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত হবে; তুমি আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় সমভাবে অধিকার করতে পারবে; সকলে তোমাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করবে—পূজা করবে।

কুম্ভ। আগামী কল্য রাজসভায় যা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা হয়—তাই হবে; এখন আমি চল্লাম।

(প্রস্থান)

আনন্দী। (স্বগতঃ) ওষুধে ধরেছে; আর কি রোগ না গিয়ে পারে?

(প্রস্থান)

শান্তি। চলে গেলে! — আমার কথা অবহেলা করে চলে গেলে! —অনুরোধ রাখ্‌লে না? সুবিচার করলে না?—আচ্ছা! দেখি—আমিই মুক্তি দিতে পারি কি না—রাজপদ পেলে কি এতই দম্ভ—এতই অহঙ্কার হয়!

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

কারাগৃহের সম্মুখভাগ

(প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ রণমল্লের প্রবেশ)

রণমল্ল। এরই নাম সংসার; এরই নাম ভালবাসা—পরোপকার—নিঃস্বার্থতা! মরি! মরি! কি সুন্দর এই সংসারের রঙ্গালয়! প্রহরী! নিয়ে চল, নিয়ে চল; এতদিন একান্ত পরিশ্রম সহকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; তাই আজ একটু বিশ্রামের অবসর হয়েছে; —নিয়ে চল; নিয়ে চল—প্রহরী!

১ম প্রহরী। আমরা আপনাকে ছেড়ে দিয়ে যাই;

২য় প্র। হাঁ সেনাপতি! আমরা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি; আপনি যেখানে ইচ্ছা চলে যান।

রণমল্ল। না—না—না; ছিঃ! রাজার বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়াতে আছে? —নিমকহারামি করো না, নিমকহারামি করো না; —আমায় নিয়ে চল।

(গমনোদ্যত ও দ্রুত শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। দাঁড়াও; দাঁড়াও প্রহরী! আমার আদেশ—সেনাপতির বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে তোমরা চলে যাও।

(প্রহরিগণ কর্ত্তৃক বন্ধন মোচনের চেষ্টা)

রণমল্ল। (বাধা দিয়া) না—না; এ আবার কি!

শান্তি। তোমরা সরে যাও; আমি স্বয়ং বন্ধন মোচন করে দিচ্ছি।

(প্রহরিগণ রণমল্লকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলে একছড়া হার গলা হইতে খুলিয়া "এই নাও তোমাদের পুরস্কার" বলিয়া হার দিলে প্রহরিগণের হার লইয়া প্রস্থান)

রণমল্ল। এ তোমার কেমন আচরণ রাজকুমারী ?

শান্তি। (বন্ধন খুলিতে উদ্যত হইয়া) ক্ষমা করুন সেনাপতি ; আমি আপনার বন্ধন মোচন করে দিচ্ছি, আপনি স্বাধীন-ভাবে কোথাও চলে যান।—আপনার এ অপমান আমি চুপ করে দেখ্‌তে পারি না। (বন্ধন মোচন)

রণমল্ল। এরই নাম স্ত্রীবুদ্ধি ; —রাজকুমারী ! তুমি কি মনে করেছ বন্ধন মুক্ত হলেই আমি রাজ আজ্ঞা অবহেলা করে চোরের মত পলাতক হব ?

শান্তি। সে অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে মুক্ত কর্‌তে আসি নি। আপনি বীর—বীরের মতই কাল রাজসভায় উপস্থিত হবেন ; বিচারে যা হয় হবে।—তার পূর্ব্বে আমি আপনার এ অপমান সহ্য কর্‌তে পারি না ; আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—ওঃ কি অবিচার ! —দাদা ! কি নির্দ্দয় তুমি !

(চক্ষে বস্ত্রদান)

রণমল্ল। রাজকুমারী ! শান্তি !

(রক্ষীসহ দ্রুত কুম্ভসিংহের প্রবেশ)

কুম্ভ। একি ! একি হেরি দৃশ্য অভিনব !
শান্তি ! একি আচরণ তোর ?
রক্ষী ! বন্দী কর ত্বরা ;
(কুম্ভসিংহের অঙ্গুলিনির্দ্দেশে রক্ষীদ্বারা রণমল্লের বন্ধন)
আনন্দীর সত্য অনুমান ;
তার কথা না হলে প্রত্যয়—
প্রতিহিংসা দাবানল দাউ দাউ রবে
অদ্যই চিতোর বক্ষে উঠিত জ্বলিয়া।
শান্তি ! প্রেমের ছলনে ভুলি

হয়ে আত্মহারা
কপট চক্রান্তে তুমি হয়েছ সহায়—
তাই তব এই পরিণাম।
(রক্ষী হস্ত হইতে শৃঙ্খল লইয়া শান্তিকে বাঁধিতে বাঁধিতে)
আজ হতে কর্ম্মদোষে বন্দীভাবে তুমি
যাপিবে জীবন এই রাজ অন্তঃপুরে।
মনে রেখো আজীবন রাজকুলোচিত
স্বাধীনতা ধনে তুমি হইলে বঞ্চিতা।

শান্তি। দাদা! দাদা! এমন পাষাণে গড়া
হৃদয় তোমার?
সযতনে যেই হস্তে স্বর্ণ বলয়
পরাইতে অতি মন সুখে—
(অদূরে প্রাসাদের দ্বিতল হইতে আনন্দীর দর্শন)
সে হস্তে পরাতে আজ এ লৌহ নিগড়
বারেকের তরে বুক ওঠে না কাঁপিয়া?
দাদা! এতই কি কঠিন সেজেছ!
এতই কি অপরাধী তব পদে আমি?

কুম্ভ। হাঁ—হাঁ—
অপরাধী কত তুমি বলিতে অক্ষম;
শান্তি! ভ্রাতাভগ্নী সুতাসুত
আত্মীয় স্বজন—
কিছুই মানে না ইহা;
এর নাম রাজদণ্ড। সূক্ষ্ম সুবিচার!

রণমল্ল। মহারাজ! হেন সূক্ষ্ম সুবিচার
কোথায় শিখিলে?

কোন রাজধর্ম্ম ইহা ?
কোথায় দেখেছ হেন মহা অবিচার ?
কোন শিশোদীয় বীর রাজধর্ম্ম নামে
হেনভাবে শৃঙ্খলিত করেছে ভগ্নীরে ?
ভূভারতে কোথা আছে নিদর্শন তার ?
নিরুত্তর কেন ? মহারাজ !
এই আমি মুক্ত করে
দিতেছি উহারে (সজোরে নিজ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া)
বিচারে করিও যাহা হয়—
হেন অবিচার আমি নারি হেরিবারে।
(ক্ষিপ্রহস্তে শান্তির বন্ধন মোচন
করিয়া রক্ষীগণের প্রতি)
বন্দী কর মোরে ;
হেন স্থান নহে যোগ্য মম—
লয়ে চল কারাগারে ত্বরা।

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে) বন্দী কর ! বন্দী কর পুনরায় !
দৃঢ়বদ্ধ কর হস্তদ্বয় !
(রক্ষিগণ তদ্রূপ করিলে)
কাপুরুষ ! নহে ইহা বীরোচিত
হৃদয়ের ভাব।
এ শুধু ঔদ্ধত্য ; আর—
তার সঙ্গে আছে যুক্ত-গুপ্ত ভালবাসা ;
ষড়যন্ত্র অতি ঘোরতর।

রণমল্ল। (স্থিরদৃষ্টিতে)
ভুল সে ধারণা মহারাজ !

আজি এই শান্তিসহ প্রথম আলাপ—
ভালরূপে প্রথম দর্শন ;
গর্ব্ব করে পারি বলিবারে—
এজীবনে যাচি নাই নারীপ্রেম কভু
হেরি নাই নারীমুখ পাপ মন লয়ে।

(দ্রুত আনন্দীর প্রবেশ)

আনন্দী। মিথ্যা কথা কেন বল রাজার সম্মুখে ?
মহারাজ! (ক্ষিপ্রহস্তে শান্তির বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে
রণমল্লের চিত্র বাহির করিয়া)
এই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ! (কুম্ভকে চিত্র দেখাইয়া)
দেখুন দেখুন মহারাজ !
'চরণ সেবিকা দাসী শান্তি' নাম লেখা
রণমল্লচিত্র শোভে শান্তিবক্ষ মাঝে।
(শান্তির অধোবদনও রণমল্লের অপ্রতিভভাবে অবস্থান)

কুম্ভ। (চিত্র দেখিয়া)
ছিঃ ছিঃ রণমল্ল !
হেন তীব্র তৃষা যদি জেগেছিল প্রাণে,
শান্তি তরে এত যদি হৃদয়ের টান—
কেন তুমি জানালে না মোরে ?
হা নিষ্ঠুর ! কপটী পামর !
কি করিলে সুহৃদ সাজিয়া ?
নিরুত্তর কেন ? বল—বল
মহত্ত্বের এই পরিচয় ?
অপ্রতিভ ম্লান মুখ নির্ব্বাক নিশ্চল
কাঁপে অঙ্গ থরথরি দৃষ্টি ব্যথাভরা

অপরাধী প্রায় দাঁড়াইয়া—
কি ভাবিছ আকাশ পাতাল ?
হায় ! আমি কি ভুল করেছি !
দুগ্ধদানে বিষধর পুষিয়াছি ঘরে।
আরে ! আরে ! পাপিয়ান ! ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক
কেমনে ও পাপ মন লয়ে
ফুল্ল মনে আসিতে সম্মুখে ?
বল কিবা সদুত্তর তব।
একি ! নির্ব্বিষ ভূজঙ্গ সম
নিস্তেজ ক্রমশঃ কেন এবে ?

শান্তি। (কুম্ভের পায়ে পড়িয়া)
দাদা ! দাদা ! সেনাপতি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ;
এ সকল কিছুই জানে না। (ক্রন্দন)

কুম্ভ। শান্তি ! মায়াকান্না কাঁদিও না আর ;
যতেক রহস্য সব হইয়াছে ভেদ।

রণমল্ল। রক্ষিগণ ! লয়ে চল ত্বরা—(অগ্রসর হইতে হইতে)
মহারাজ ! বিদায় চরণে ;
একদিন হবে তব চৈতন্য উদয়। (গমন)

কুম্ভ। (রক্ষিগণের প্রতি)
লয়ে যাও নরাধমে অতি সাবধানে।
(মহারাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
রক্ষিগণসহ রণমল্লের প্রস্থান)
আনন্দী ! বন্ধু তুমি সত্য মিবারের ;
এতদিনে ঘুচিল সংশয়।
শান্তি ! কোন কথা শুনিব না তোর ;

চল—চল ত্বরা—
বন্দীরূপে যথাস্থানে রেখে আসি তোরে।

শান্তি। (উঠিয়া) দাদা!
সত্য তুমি সাজিয়াছ পাষাণহৃদয়!
ওঃ ওঃ কি কঠোর তুমি—ভগবান!

(চক্ষে বস্ত্র দিয়া ধীরে ধীরে কুম্ভের সহিত প্রস্থান)

আনন্দী। (উভয়ের গমন পথ লক্ষ্য করিয়া) আঃ বাঁচা গেল ;— এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম।—এখনও কি টান! মহারাজ কিছুতেই মীরার দণ্ডের ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌লেন না ; আমার উপর ভার দিলেন। মৃত্যুদণ্ডই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা। আবার কি দুর্দ্দৈব! ঘাতকও কি সহজে যেতে চায়? কত লোভ দেখিয়ে তবে তাকে পাঠিয়েছি ; এতক্ষণে নিশ্চয় কাজ শেষ হয়েছে। আঃ—বাঁচা গেল ; আর চিন্তা নাই। (হস্তস্থিত রণমল্লের চিত্র দেখিয়া) রণমল্ল! তুমিই এর একমাত্র কারণ ; যতক্ষণ না উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ততক্ষণই তোমার এই কারাযন্ত্রণা। ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক—তোমার তেজ আমি ভাঙ্‌ব ; তবে তোমায় ছাড়্‌ব।

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

রাজার বিলাসকক্ষ

(অস্থিরচিত্তে মহারাজের প্রবেশ)

কুম্ভ। ওঃ কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর আমি! কি নির্দ্দয়! কি নৃশংস হৃদয় আমার ; শান্তি আমার পায়ে ধরে কত কাঁদ্‌লে—স্নেহের

ভগ্নী শান্তি আমার! আমি তাকে নিজ হাতে কারারুদ্ধ করে রেখে এলাম—তার মুখের দিকে একবার ফিরেও দেখ্‌লাম না! ধিক আমার রাজৈশ্বর্য্যে! ঐযে—আনন্দী আস্‌ছে; না জানি আমার মীরার কি সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করে আস্‌ছে! (ধীরপদবিক্ষেপে আনন্দীর প্রবেশ) আনন্দী!—আনন্দী! বল—বল মীরার কি খবর বল।

আনন্দী। (রাজার অবস্থা দেখিয়া সভয়ে) এঁ্যা! মীরার খবর? তা ত জানি না;

কুম্ভ। জান না? তার কোন দণ্ডের ব্যবস্থা কর নি?

আনন্দী। দণ্ডের? হাঁ—তা—তা করেছি বৈকি।

কুম্ভ। করেছ?—কি করেছ?—কি দণ্ডের ব্যবস্থা করেছ আনন্দী?

আনন্দী। আপনিই বলুন না; রাজপুতরমণী যবনের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হলে—তার উপযুক্ত দণ্ড কি?

কুম্ভ। এঁ্যা! যবনের—প্রণয়া—কা—ঙ্ক্ষি—ণী হলে?—মৃত্যুদণ্ড! মৃত্যুই তার একমাত্র দণ্ড!—এঁ্যা! তুমি তাই করেছ?—আমার মীরার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছ? মীরা!—না—না—

আনন্দী। না কি?—সে ত—

কুম্ভ। কি!—কি!—তাহলে সত্য সত্যই তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছ? ওঃ আনন্দী! আনন্দী! কি করেছিস—আমার মীরা কি তবে আর এ পৃথিবীতে নেই?—ঘাতকের হাতে তার জীবন শেষ হল? ওঃ মীরা!—মীরা!—(পতনোন্মুখ অবস্থায় আনন্দী কর্ত্তৃক ধারণ ও ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। মহারাণী! মহারাণী! আমায় কোথায় পাঠিয়েছিলেন?—

আনন্দী। (অঙ্গুলিসঙ্কেতে চুপ করিতে ও সরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ) মহারাজ!—

ঘাতক। রাণীমা! আমায় ক্ষমা করুন—

কুম্ভ। (চক্ষু মেলিয়া ঘাতককে লক্ষ্য করিয়া) কে? কে তুমি? ঘাতক? আমার মীরাকে শেষ করে এসেছ? পাপিষ্ঠ!—ওঃ—

ঘাতক। না—না—মহারাজ! পার্‌লাম না;—দেখে বুক কেঁপে উঠ্‌ল—সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে থর থর করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল; পার্‌লাম না আপনার—রাণীমার আদেশ পালন কর্‌তে পার্‌লাম না।

আনন্দী। পার্‌লে না?—অপদার্থ—ভীরু!

কুম্ভ। এঁ্যা—সত্য!—সত্য কথা বল্‌ছ ঘাতক?

ঘাতক। হাঁ মহারাজ! এ পাপিষ্ঠের দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ উদ্যত অসি হস্তস্খলিত হয়ে গেল; পাপাসক্ত পাষাণ হৃদয় কি এক পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। অসীম করুণা, অনন্ত প্রেম, অপূর্ব্ব ভালবাসার উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখে আমি মন্ত্রমুগ্ধ ভূজঙ্গের মত নতশির হয়ে দূর হতে পালিয়ে এসেছি মহারাজ!—এই নিন্ তরবারি; আমার যা হয় শাস্তি বিধান করুন।

(পদমূলে তরবারি স্থাপন)

আনন্দী। পাপিষ্ঠ! রাজাদেশ অবহেলা করার ফল কি জানিস!

কুম্ভ। এস—এস ঘাতক! এস বন্ধু! রাজাদেশ অবহেলা করার উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ কর; (দৃঢ় আলিঙ্গন) কে তোমায় ঘাতক বলে বন্ধু! নিয়ে চল—আমায় একবার মীরাকে দেখাতে নিয়ে চল।

ঘাতক। (আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া) চলুন মহারাজ! দেখ্‌বেন চলুন—চন্দনচর্চ্চিতা পট্টবস্ত্রপরিধানা কম্বলাসনে উপবিষ্টা এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি। প্রদীপ্ত প্রতিভাময়ী দেবীমূর্ত্তি শ্রীহরির চরণতলে বসে ধ্যান কর্‌ছেন। দেখ্‌বেন—কত রূপ কত জ্যোতি—দৃষ্টিতে কত মধুরতা কত কোমলতা কত প্রেম!—মহারাজ! কত সুন্দর দেখেছি;—দেখেছি চন্দ্রেও কলঙ্ক কমলেও কণ্টক কুসুমেও কীট—কিন্তু এমনটি—এমন নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ প্রেমপূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন স্বয়ং কৈলাসেশ্বরী পার্ব্বতী আজ কৃষ্ণসেবায় ধরাতলে অবতীর্ণা—স্বর্গভ্রষ্টা ইন্দ্রাণী আজ মিবারলক্ষ্মীরূপে চিতোররাজ্যে প্রতিষ্ঠিতা—চলুন; চলুন মহারাজ!—দেখ্‌বেন চলুন।

কুম্ভ। চল—চল বন্ধু! জন্মের মত একবার দেখে আসি চল।

(গমনোদ্যত)

আনন্দী। কোথায়?—কোথায় যান মহারাজ!

কুম্ভ। বাধা দিও না—বাধা দিও না; একবারের জন্য যেতে দাও।

(গমন)

(দ্রুত তুলারামের প্রবেশ)

তুলারাম। (বাধাদিয়া) মহারাজ! কোথায় চলেছেন? মুখ দেখাতে পার্‌বেন না—প্রজাদের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না; রাজ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। যতি, ভট্ট, চারণ চারণীগণের মুখে এক নিদারুণ কথা শুনা যাচ্ছে। এখনও প্রকৃতিস্থ হোন—এখনও সময় আছে—এ কালরাত্রি প্রভাত হলে আর কোন আশা, কোন ভরসা থাক্‌বে না মহারাজ!

কুম্ভ। কি ?—কি বল্‌ছ পুরোহিত ?—

তুলারাম। যদি চিতোর চান—চিতোরের সম্মান স্বাধীনতা চান—জাতি জাতিধর্ম্ম কুলগৌরব বজায় রাখ্‌তে চান—তবে আজই মীরার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করুন; মীরাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিন—রাজপুতরমণীর সতীত্বগৌরব অক্ষুন্ন রাখুন। আলাউদ্দিনের কাহিনী স্মরণ করুন মহারাজ!—আবার বুঝি সেই শোচনীয় ঘটনার পুনরভিনয় হতে চলেছে—আবার বুঝি চিতোরের প্রলয় কাল উপস্থিত। এখনও প্রকৃতিস্থ হউন; মীরার মৃত্যু আদেশ লিখে দিয়ে সকল দিক রক্ষা করুন। আর দ্বিধা কর্‌বেন না; সঙ্কোচ কর্‌বেন না মহারাজ!—সম্মান স্বাধীনতা সব যায়—

কুম্ভ। সম্মান!—স্বাধীনতা!—না—না—তা পার্‌ব না—সম্মান স্বাধীনতা—হারাতে পারব না—

আনন্দী। তবে মীরার মৃত্যু দণ্ডাদেশ লিখে দিন;

তুলারাম। তা ভিন্ন আর উপায় কি ?

আনন্দী। লিখে দিন—এ ত সহজ কথা—

কুম্ভ। কি সহজ!—কি সহজ কথা বল্‌ছ আনন্দী! এ জগতে এমন পাষাণহৃদয় পতি কে আছে যে স্বহস্তে তার প্রাণ প্রতিমাকে আত্মহত্যা করার আদেশ লিখে দিতে পারে? মনুষ্য দেহ ধারণ করে নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে পাষাণে বুক বেঁধে কে আপন সহধর্ম্মিণীকে আত্মবলি দিতে আদেশ কর্‌তে পারে? আনন্দী! এমন জঘন্য পাপানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হতে আমায় উত্তেজিত করো না। ওঃ—ভগবান! কি পরীক্ষা!—তোমার এ কি পরীক্ষা!

আনন্দী। আমি ত কিছু মন্দ বলি নি মহারাজ!

কুম্ভ। মন্দ বল নি?—এর চেয়েও মন্দ কথা আছে?—শৃগাল কুক্কুরেও যা করে না—ব্যাঘ্র ভল্লুকেও যা করে না—

তুলারাম। মহারাজ! রাজদণ্ডের নিকট স্ত্রীপুত্র আপন পর সকলই সমান।

কুম্ভ। যার রসনা এরূপ পৈশাচিক কার্য্যের অনুমোদন করে সে মানব নামের অযোগ্য—সে পিশাচ! তার শিক্ষাদীক্ষায় ধিক! তার মনুষ্যত্বে ধিক!

তুলারাম। আপনাকে এ কঠোর কর্ত্তব্য করতেই হবে মহারাজ! রাজধর্ম্ম রক্ষার জন্য করতে হবে; প্রজারঞ্জনের জন্য করতে হবে—রাজপুত-কুল-রমণীর গৌরব রক্ষার জন্য করতে হবে।

কুম্ভ। এঁ্যা! করতেই হবে?

তুলারাম। হাঁ, করতেই হবে।—রাজসম্মান—রাজসিংহাসন নিরাপদ করবার জন্যই করতে হবে মহারাজ!

আনন্দী। হাঁ মহারাজ! না করলে আর উপায় কি?—পুরোহিত ঠাকুর!—

তুলারাম। হাঁ, এই যে—এই নিন (কাগজ ও লেখনি বাহির করতঃ) মহারাজ! কর্ত্তব্য কার্য্যে ইতস্ততঃ করবেন না; নিন—

আনন্দী। নিন, নিন মহারাজ!—আর দেরী করবেন না;

কুম্ভ। (অন্যমনস্কভাবে কাগজ ও লেখনী গ্রহণ করিয়া) আনন্দী! মীরাকে আর একবার দেখতে পাব না?

আনন্দী। না মহারাজ! কর্ত্তব্যসাধনে বাধা পড়বে—

কুম্ভ। আনন্দী! সে যে অভিমানভরে আমার সম্মুখ হতে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল; আমি যে আর আদর করে তাকে হৃদয়ে ধরি নি—

ঘাতক। মহারাজ! একবার আসুন—একবার দেখে যান—

আনন্দী। দূর হ পাপিষ্ঠ!

তুলারাম। (ক্রুদ্ধভাবে গলা ধাক্কা দিয়া) বেরো বেটা খুনে!

(ঘাতকের প্রস্থান)

কুম্ভ। (স্বগতঃ) তবু একটি মানুষ ছিল—শয়তানী চোখরাঙ্গালে—শয়তান গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে—

আনন্দী। কই মহারাজ! লিখুন—

তুলারাম। লিখুন—লিখুন মহারাজ!

কুম্ভ। ছাড়্বে না? (কম্পিতহস্তে লেখনী লইয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়া) লিখ্তেই হবে?—আনন্দী! আমাকেই লিখে দিতে হবে? —(কাগজ দিয়া) তুমি লিখে দাও না—পুরোহিত! তুমি লিখে দাও না?

উভয়ে। না—না—মহারাজ!—আমরা লিখে দিলে হবে না—সে অবিশ্বাস করবে;

কুম্ভ। হাঁ—হাঁ—ঠিক কথা; আমার লেখা না দেখ্লে সে অবিশ্বাস করবে বই কি! —সে কি করে বুঝ্বে যে তার প্রাণপ্রিয় স্বামী—এমন জঘন্য কার্য্যের—অনুমোদন করেছে!

উভয়ে। তাই—তাই—লিখে দিন—লিখে দিন—

কুম্ভ। হাঁ—দিচ্ছি; একটু সবুর কর—বুকটা কেমন করছে—হাতটা কেমন কাঁপছে—লেখনী ধর্‌তে পারছি না—কাঁপছে (ভূমিতে লেখনীপতন)—তুলে দাও—তুলে দাও (তুলারামকর্ত্তৃক লেখনী উত্তোলন)—হৃদয়! পাষাণ হও—রাজধর্ম্মের অবমাননা করো না। হা হতভাগিনী! তোর অদৃষ্টে এই ছিল!—যে রক্ষক সেই ভক্ষক! আমিই শেষ তোর মৃত্যুর কারণ হলাম!—উঃ (লিখিতে লিখিতে) নির্লজ্জ হস্ত

একদিন তুই যার শিশিরকোমল কমনীয় অঙ্গ স্পর্শ করে নিজকে ধন্য মনে করেছিলি—আজ তুই তার মৃত্যুপত্রিকা লিখে দিতে একটুও লজ্জিত হচ্ছিস নি? ধিক! ধিক তোকে! (লেখা শেষ করিয়া) নাও—নাও আনন্দী!—নাও পুরোহিত! (আদেশপত্র দূরে নিক্ষেপ ও আগ্রহ সহকারে আনন্দী ও তুলারামের পত্র উঠাইয়া দর্শন) মীরা!— মীরা! প্রাণাধিকে!—আর পারি না—আর পারি না—ওঃ—ওঃ—

(স্খলিতপদে প্রস্থান)

আনন্দী। মহারাজ! মহারাজ! দাঁড়ান— (তুলারামের প্রতি) যাও তুলারাম! চমৎকার হয়েছে—নিয়ে যাও। (প্রস্থান ও অন্যদিকে তুলারামের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

চিতোর রাজপথ

(গৌড়াইতে গৌড়াইতে যষ্টিহস্তে স্থূলকায় জনৈক দৈবজ্ঞের প্রবেশ ও কা—কা রব শুনিয়া

দৈবজ্ঞ। স্যাৎ পশ্চিমে নষ্ট ধনস্য লাভো
দূরাধ্বযানং সুহৃদাগমশ্চ।
যোষাগমোঽভিষ্ট জয়াদি বার্ত্তা
যাত্রাস্বরম্যে রটিতেঽর্থসিদ্ধিঃ ॥ (বলিতে বলিতে গমন)

(পশ্চাৎ হইতে উদ্‌ভ্রান্তভাবে সাধারণবেশে "ও ঠাকুর! বলি ও দৈবজ্ঞ ঠাকুর! দাঁড়াও; দাঁড়াও" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শম্ভুসিংহের প্রবেশ)

দৈব। দুর্গা শ্রীহরি! দুর্গা শ্রীহরি! কে হে বাপু?—পেছু ডাক কেন?

শম্ভু। (ব্যাকুলভাবে) আমার হাতটা একবার দেখ না—তাকে পাব কি না একবার দেখ না? (হাত বাড়াইয়া দিলে পুনঃ কা—কা রব)

দৈব। আর হাত দেখ্‌তে হবে না ; ঐ কাক ডাকাতেই বোঝা যাচ্ছে।—কিছু পাওয়া যাবে বল্‌তে পার ?—খুব শুভ লক্ষণ ; পরীক্ষা করে নিও—পরীক্ষা করে নিও ; অক্ষরে অক্ষরে না মিলে যায় ত এক পয়সাও চাই না। প্রাপ্তির আশা আছে কিছু বল্‌তে পার ?—বল ; তা হলে সব খুলে বলি।

শম্ভু। (ট্যাঁক হইতে দৈবজ্ঞের হাতে একটি মুদ্রা দিয়া) এই নাও ঠাকুর ! বল—বল, ঐ কাক ডাকায় আমার কি শুভ লক্ষণ বুঝ্‌লে ?

দৈবজ্ঞ। (অর্থপ্রাপ্তিতে হর্ষোৎফুল্লভাবে আপন মনে) শাকুনবিদ্যা কি মিথ্যা হয় বাবা ?—"যাত্রাস্থরমো রটিতেঽর্থসিদ্ধিঃ"। অর্থলাভ ত হাতে হাতেই ফলে গেল—এখন দেখা যাক এর বরাতেও যদি ডাকটা ফলে যায়। (শম্ভুর প্রতি) আচ্ছা দেখুন—আপনি কিছু হারিয়েছেন কি ?

শম্ভু। হাঁ, হাঁ—হারিয়েছি বৈকি ! আমার যথাসর্ব্বস্ব হারিয়েছি !

দৈব। "স্যাৎ পশ্চিমে নষ্ট ধনস্য লাভো"—নিশ্চয় আপনি আপনার হারাণ ধন ফিরে পাবেন। (হর্ষবিস্ময় দৃষ্টিতে শম্ভুর দর্শন) আচ্ছা—আপনার এমন কোনও বন্ধু আছে যে অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি ?

শম্ভু। হাঁ—তাও আছে বৈকি—

দৈবজ্ঞ। ওঃ দেখেছেন ? "দূরাধ্বযানং সুহৃদাগমশ্চ"—অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে—বন্ধু সমাগম হল বলে ;

শম্ভু। (আশ্চর্য্যভাবে) এঁ্যা ! আমার হারাণ ধন ফিরে পাব ?—(হাত বাড়াইয়া) দেখ না ঠাকুর ! সে কোথায় আছে—দেখ না কেমন আছে—

দৈবজ্ঞ। সেকি মহাশয়! (স্বগতঃ) এ বেটা পাগল নাকি? তাই ত—এর কাছে অর্থ নিয়ে আবার ফ্যাসাতে পড়্‌ব না ত? (প্রকাশ্যে) কি বল্‌ছেন মহাশয়?—কে কোথায় আছে—কেমন আছে—তাও কি হাতে লেখা থাকে নাকি?

শম্ভু। (নিরাশভাবে) এঁ্যা! থাকে না? (শম্ভুকে লক্ষ্য করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে কল্যাণসিংহের প্রবেশ ও সবিস্ময়ে শম্ভুর কথা শ্রবণ)—ও—সে যে—হাঁ, হাঁ, দেখুন ত; এই যে বাঁ হাত (বাঁ হাত দেখাইয়া)—এ হাতে নিশ্চয় আছে—

দৈবজ্ঞ। (জনান্তিকে) ওহো—এতক্ষণে বুঝেছি; এ নিশ্চয় স্ত্রীকে হারিয়ে পাগল হয়েছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা—দেখি; (শম্ভুর দুখানি হাত নিজ হাতে লইয়া দৃষ্টিপাত করতঃ) কই? কি বল্‌ছেন আপনি? আপনার ত দেখ্‌ছি বিবাহই হয় নি—

কল্যাণ। (সহর্ষে) দেখুন দেখি—আমার বন্ধুর বিবাহ কবে হবে—আর কত দেরী? (শম্ভুর অর্থহীন দৃষ্টি নিক্ষেপের বিনিময়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া) কি দেখ্‌ছ বন্ধু! আমায় চিন্‌তে পারৃছ না?

শম্ভু। কে? কল্যাণসিংহ?—তুমি?—হাস্‌ছ?—তোমার মুখে আবার হাসি ফুটেছে?—আবার পাপিষ্ঠ শম্ভুকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করৃছ? বল—বল—তবে বুঝি কল্যাণীর কোন সুখবর পেয়েছ?

কল্যাণ। হাঁ—হাঁ ভাই! সুখবর পেয়েছি; সব দিক দিয়েই সুখবর। এস—দেখ্‌বে এস; সে তোমার জন্য দিনরাত ভাব্‌ছে।

(বলিতে বলিতে শম্ভুকে লইয়া অগ্রসর)

দৈবজ্ঞ। কেমন মহাশয়!—কেমন? অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে ত? "সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যস্য সাক্ষিনৌ"।

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

শম্ভু। (বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে যাইতে যাইতে) এ কি স্বপ্ন! না সত্য?—আছে!—কল্যাণী বেঁচে আছে?

কল্যাণ। (হর্ষোৎফুল্লভাবে) কি আনন্দ!—চল—চল ভাই—

(আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে শম্ভুকে লইয়া প্রস্থান)

(বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে কুম্ভসিংহের প্রবেশ)

কুম্ভ। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) কই? কোথাও ত দেখ্‌তে পেলাম না। উঃ! সেই গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতেই বেরিয়ে পড়েছে—স্বামীর আদেশ পালনের জন্যই বেরিয়ে পড়েছে—পাছে রাত প্রভাত হয়ে যায়—স্বামীর আদেশ প্রতিপালনে ব্যাঘাত ঘটে—মীরা! মীরা! কোথায় তুমি?—তাই ত কোন দিকে যাব—কোন দিকে গেলে তার দেখা পাব? ভগবান্! ভগবান! একবার—একবার তাকে দেখাও!

(প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

যমুনাতীর—সন্ধ্যা

(পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; তদ্দর্শনে মীরা উদাসভাবে গান করিতে করিতে যমুনাতীরে উপনীত)

গীত

মীরা। ওই, ডুব্‌ছে যেমন দিনমণি—

তেমনি করে ধীরি ধীরি;

কবে, ডুবে যাব প্রেমপাথারে
হৃদে ধরে তোমায় হরি!
কবে, রাঙ্গা চরণ হৃদে ধরে
মায়ার বাধন ফেল্‌ব ছিঁড়ে;
আমি, ভুলে যাব সবাকারে
শুধু হের্‌ব তোমায় নয়ন ভরি।
এই, অসার সুখে রইব না আর
ভেঙ্গে যাবে মোহ আগার;
আমি, থাক্‌ব সুখে নিয়ে তোমার
পবিত্র প্রেম মনোহারী।
হে মুরারি! হে মুরারি!!

(করজোড়ে) মা! মা! এই কি তুমি সেই বৃন্দাবন বিহারিণী পূতসলিলা যমুনা!—যার সুবিশাল তটে সুবৃহৎ কদম্বমূলে বসে আমার নীলকান্তমণি সুমধুর বংশীধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করে তুল্‌ত—এই কি তুমি সেই সুন্দর তট-শালিনী সুন্দরী যমুনা? মাগো! যার অচঞ্চল নীল সলিলে আমার মদনমোহন বৃন্দাবনধন গোপিকা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীরাধার সহিত জলকেলি কর্‌ত—এই কি তুমি সেই স্থিরা ধীরা প্রশান্তসলিলা প্রেমময়ী যমুনা? মা! যে আমার কালাচাঁদের সুললিত মুরলীধ্বনি শুনে আনন্দে উৎফুল্লা হয়ে রাঙ্গা চরণ চুম্বন কর্‌ত—যে অহর্নিশি শ্যামরূপগান গেয়ে শ্যাম অন্বেষণে আপন মনে উদাস প্রাণে উজান বয়ে যেত—এই কি তুমি সেই প্রেমোন্মাদিনী কলনাদিনী যমুনা? মা! এই কি তুমি সেই?—তবে এ দাসীকে, এই নিরাশ্রয়া নিঃসহায়া দীনাহীনা দুঃখিনী কন্যাকে—বক্ষে স্থান

দাও মা! আমিও যে আজ রাজৈশ্বর্য্য সুখ সম্পদ সব ছেড়ে শ্যামচাঁদের অন্বেষণে ছুটে এসেছি মা!—আমার যে এখানে কেউ নেই মা!—মা! মা! বড় জ্বালা!—বড় জ্বালা!—দাসীকে তোমার পবিত্র কোলে স্থান দাও। দয়াময় হরি! এ দাসীর সহায় হও। স্বামিন্! তোমার পায়ে দাসীর এই নিবেদন—যদি কখনও দোষমুক্ত হই ত আবার যেন চরণে স্থান পাই; আর আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই।—দয়াময় হরি! (বলিয়া যমুনায় ঝম্প প্রদান করিলে গগনমণ্ডল হইতে জ্যোতি পতন এবং সঙ্গে সঙ্গে যমুনাসলিলে শ্রীকৃষ্ণ কোলে শায়িতা মীরা ভাসিয়া উঠিলে আকাশ হইতে পুষ্প বরিষণ ও গন্ধর্ব্বকন্যাগণের পুষ্পমাল্য হস্তে শূন্য হইতে অবতরণ ও গীত)

গীত

হের হের হৃদিপর বিহরতি কোঽয়ম্
কনক-কমল-সম শিশিরকোমলম্।
সুহসতি মধুরম্ প্রসন্নবদনম্ শান্ত-বিকচ-স্থলপদ্মম্
ভাষতে স্বল্পম্ অতিশয় স্বল্পম্ মনোহর মধুকর কণ্ঠম্।
বিমল বিলাসম্ বিনিয়ত বেশম্ কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশপাশম্
হরিনাম গীয়তে হরিনাম জপতে ধ্যায়তে সদা হৃদয়েশম্॥

(মাল্যদান)

যবনিকা পতন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

(গান করিতে করিতে উদাসিনী মীরার প্রবেশ)

গীত

মীরা। নয়ন চাহিছে হেরিতে তোমায়, তুমি কেন দেখা দাও না ?

শ্রবণ শুনিবে মধুর বাণী, কাছে কেন তুমি এস না ?

হৃদয় আসন সাজান রয়েছে এসে কেন বারেক বস না ?

মন প্রাণ সদা তোমায় খুঁজিছে (তুমি) ধরা দিতে কেন চাও না ?

এ জীবন অর্ঘ্য দিব তব পায়ে তুমি তাহা ভালবাস না।

কপট লম্পট অতিশয় তুমি কেন এমন হলে বল না ?

(আমায় বল না সখা ! বল না—)

প্রভু ! দয়াময় ! কোথায় তুমি ? কত গিরি সঙ্কট, কত দুর্গম প্রান্তর, দুর্ভেদ্য অরণ্য পরিভ্রমণ করে এলাম—কোথাও ত তোমার সন্ধান পেলাম না ! যমুনাপুলিনের সেই রাখাল বালক ত বলেছিল বৃন্দাবনের পথে তোমার সাক্ষাৎ পাব—কই ? কোথায় বৃন্দাবন পথ ?—কোথায়ই বা সে বৃন্দাবন ?—কোথায় চলেছি, কোন দেশে চলেছি, কতদূরে চলেছি—কিছুই ত জানি না প্রভু ! কদিন অবিশ্রান্ত চলেছি—পথের যেন আর শেষ নাই ; যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে—বৃন্দাবন দূরে দূরে বহু দূরে।—কি হবে দয়াময় ! আর যে চল্‌তে পারি না। (ক্লান্তভাবে শীলাতলে উপবেশন)—উঃ !

বড় পিপাসা! বড় যন্ত্রণা!—দেখা দাও! প্রাণ যায়! বড় জ্বালা—আঃ! (শয়ন)

(গান করিতে করিতে সাঁওতাল বালকগণ ও সাঁওতাল বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও গীত ; গান শুনিয়া ধীরে ধীরে মীরার মস্তক উত্তোলন)

গীত

"গুরু ভজলে মন, হরি ভজলে মন ওরে দেহ গুরু ভজলে মন :
য্যায়সা গুরু, ত্যায়সা চেলা, ত্যায়সা হায় সঙ্গ।
ঘটমে রয়কে সব ঘট ব্যাপে চিন্‌তে নেই কোন জন,
থোড়া দিনকি জিন্দিগি রে মনা ভবে আয়া একা—
ইয়ে জিসিমকা কুছ নেই ভরসা, আয়া কি না আয়া।
উলটা বাঁশের বাঁশি কিরে মনা ওসিমে আজব রং
কিনা বাজন বাজে রে মনা জানতা সাধু জন"॥

(গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে বালকগণের প্রস্থান)

মীরা। আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!

শ্রীকৃষ্ণ। কে—কে রে? কে তুই এখানে বসে আছিস রে?—কথা বলছিস না কেন রে মায়ি? তুই কে রে মায়ি—কে রে?

মীরা। তুমি কে বালক? আহা—কি সুন্দর কণ্ঠ! কি সুমধুর সম্বোধন! মরি! মরি! কি অপরূপ রূপ! (অনিমেষ নয়নে দর্শন)

কৃষ্ণ। কি দেখছিস রে মায়ি—তুই কি দেখছিস?

মীরা বালক! আমার সন্দেহ হচ্ছে; কে তুমি? তুমিই না আমায় যমুনার জল থেকে বাঁচিয়েছিলে? কে তুমি বালক? —বঙ্কিম নয়ন, প্রফুল্ল আনন, সুকুমার গঠন, নবঘনশ্যাম বরণ, অমিয় বচন—কে তুমি? তুমিই কি আমার নটবর মদনমোহন! হাঁ—হাঁ—সেই ত তুমি!

(সাশ্রুনয়নে করজোড়ে)

কীর্ত্তন

আমি, সারাটি জীবন বসে বসে সখা!
তোমারেই শুধু ভেবেছি :
তব ও মূরতি অতীব যতনে
হৃদিপটে এঁকে রেখেছি।
একবার দেখ দেখি—
তেমনতর হয়েছে কিনা (একবার দেখ দেখি)
প্রেমপুলকিত অধরচুম্বিত,
সুমধুর হাসি ফুটেছে কিনা (একবার দেখ দেখি)
অমল কমল প্রশান্ত মূরতি
হৃদিপটে আঁকা হয়েছে কিনা (একবার দেখ দেখি)
আমি হীনমতি না জানি পিরীতি শিথায়েছ যাহা শিখেছি ;
কেঁদে কেঁদে হের কত অশ্রুহার অকাতরে হৃদে ধরেছি।
গলে পরেছি সখা!
তুমি এলে দেখাব বলে গলে পরেছি সখা!
তোমারেই পরাব বলে গলে পরেছি সখা!
আমি, প্রেম অশ্রুহারে সাজাব তোমারে
সোহাগে এ হার গেঁথেছি ;
ধর ধর সখা! পর পর সখা!
সুসময়ে তোমা পেয়েছি ;
বড় সুসময়ে তোমা পেয়েছি।
জীবনের সাধ মিটাব বলিয়ে
বড় আশা করে রয়েছি ;
আজি বিপদ সময় ওহে প্রেমময়
সুখময় তোমা পেয়েছি।
(বড় সুসময়ে তোমা পেয়েছি) (আলিঙ্গন)

কৃষ্ণ। আরে তুই কি বল্‌ছিস রে মায়ি ?—হামি ত সাঁওতাল ছেলিয়া আছে রে মায়ি !—তুই কি ঠাউরিয়েছিস রে ! হামি অন্য কেউ আছে ?

মীরা। নারায়ণ ! আর ছলনা করো না ; আর দাসীকে ছলনা করো না—বল, বল।

কৃষ্ণ। কি বল্‌ছিস রে—সাঁওতাল জানিস নি—হামাকে দেখিয়ে চিনিয়ে লে—হামার কাপড়া দেখিয়ে লে—

মীরা। এঁ্যা !—তুমি সাঁওতালদের ছেলে ?—আহা !—সাঁওতালদের এমন ছেলেও হয় ! বালক ! বালক ! মিথ্যা বল্‌ছ না ত ? —ছলনা কর্‌ছ না ত ?—তুমি আমার নীলমণি নও ত ?—

কৃষ্ণ। না মায়ি ! উ ভাবিস নি ; সাঁওতাল কভি না মিছা বল্‌বে। সাঁওতাল কভি না ছল কর্‌বে—উ ভাবিস নি রে মায়ি—উ ভাবিস্ নি ! আচ্ছা মায়ি !—তোর নীলমণি—সে কে আছে রে মায়ি ?—

মীরা। নীলমণি ?—নীলমণি আমার নয়নমণি, আমার মাথার মণি, আমার হৃদয়ের মণি !—আমার পতি, পুত্র, পিতা, মাতা ভ্রাতা, বন্ধু, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সব। তুমি নীলমণিকে জান না বালক ? বৃন্দাবনধন যশোদাজীবন শ্রীমধুসূদনকে জান ত ?—সেই আমার নীলমণি !

কৃষ্ণ। জানি, জানি ; সে বটে।—সে আর জানি না ? খুব জানি—

মীরা। (কাতরস্বরে) বল—বল—সত্যই তুমি সে নও ?

কৃষ্ণ। আরে ! তুই পাগলি মেয়ে আছিস। তাই উ রকম বলছিস হামি কি কখনও সে হতে পার্‌বে ? সে ত কত বড় আছে মায়ি—হামি কত ছোট আছে।

মীরা। না—না—সেও ছোট—আমার নীলমণিও ছোট—তোমারই মত ছোট।

কৃষ্ণ। হাঁ মায়ি ?

মীরা। সে বালক হয়েও সব করত ;

কৃষ্ণ। তবে—

মীরা। বালক ! আমার কোলে এস বালক—আমার যে কেউ নেই !—এস আমার সঙ্গে এস—আমি তোমায় বাঁশী কিনে দেব—বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ সাজাব—তুমি কৃষ্ণ সাজবে আর আমি—

কৃষ্ণ। সে কি বল্‌ছিস্ মায়ি—কেউ নাই কি বল্‌ছিস্ ? তোর যে সিঁথিপর সিন্দূর রয়েছে মায়ি—সিন্দুর যে তোর ধক্‌ধক্ জ্বল্‌ছে রে মায়ি ?

মীরা। হাঁ আছে—স্বামী আছে।

কৃষ্ণ। তবে ত তোর সব আছে রে—নেই কি ? ওঃ—ছেলিয়া নেই বুঝি ?

মীরা। না—নেই ; তুমি আমার ছেলে হবে ?

কৃষ্ণ। হাঁ—

মীরা। মা বলে ডেকে কোলে আস্‌বে ?

কৃষ্ণ। হাঁ—

মীরা। তবে এসো—(হস্তপ্রসারণ)

কৃষ্ণ। মা ! মা ! হামায় কোলে নে মায়ি ! (কোলে উঠা)

মীরা। দয়াময় ! তুমি সব আশাই একে একে পূর্ণ করলে ! প্রভো ! পুত্রস্নেহে বঞ্চিতা ছিলাম ; তাও পূর্ণ করলে। সে আশাও মিটালে !—আর বাকী কি প্রভু !

কৃষ্ণ। মা ! তুই কি ভাব্‌ছিস মায়ি ?

মীরা। না বৎস! আমার একটি অভাব ছিল, তাও পূর্ণ হল; তাই ভাব্ছি। আহা! প্রাণ জুড়াল! তাপিত প্রাণ শীতল হল—কি পবিত্র! কি মধুর! কি শীতল!

কৃষ্ণ। কি অভাব ছিল মায়ি? ছেলিয়ার অভাব বল্ছিস?

মীরা। হাঁ বৎস!

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) এই ত মায়ি! হামি তোর ছেলিয়া আছে—আর ছেলিয়ার মায়া করিস না মায়ি—ছেলিয়ার মায়া করিস না;— ছেলিয়া সব মায়ার পুতুল আছে; শত্রু আছে—হামায় নামায়ে দে মায়ি! (নামিতে চেষ্টা)

মীরা। কেন বৎস?

কৃষ্ণ। হামি ভি তোর শত্রু আছে। হামায় ছাড়িয়ে দে—

মীরা। না বৎস! তুমি আমার মিত্র হতেও মিত্র; তোমায় বুকে নিয়ে আমার সব জ্বালা দূর হয়েছে। আমি নামিয়ে দেব না—

কৃষ্ণ। আচ্ছা মায়ি! তোর স্বামী কোথা আছে রে! তুই স্বামী ছেড়ে কোথায় চলছিস মায়ি?—

মীরা। স্বামী? স্বামী আমার বৃন্দাবনে আছে; আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছি। তুমিও বৃন্দাবনে যাবে? চল না আমার সঙ্গে?

কৃষ্ণ। আহা! মায়ি তোর যে মুখ শুকিয়ে গেছে রে! কিছু খাবি মায়ি?

মীরা। না—কিছু খেতে হবে না; বল আমার সঙ্গে যাবে? আমি যে বৃন্দাবন চিনি না—

কৃষ্ণ। এই যে মায়ি! এই ত বৃন্দাবনের পথ আছে—তুই একটু দাঁড়া মায়ি! হামি কিছু খাবার নিয়ে আস্বে। (কোল হইতে অবতরণ)

মীরা। না, না—কোথা যাবে বৎস? যেও না—

কৃষ্ণ। তুই বসিয়ে থাক ; হামি জল্‌দি আস্‌বে।

(প্রস্থান)

মীরা। আহা কি সুন্দর বালক !—ঐ যে—

(একটি পাত্রে দুধ লইয়া বালকের পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মায়ি ! ঈ দুধ খাইয়ে লে মায়ি। ঈ গাইয়া দুধ আছে মায়ি ! খাইয়ে লে—তোর সব ভুখ সব তিয়াস চলিয়ে যাবে।

মীরা। দয়াময় ! এ তোমারি দান—তোমারই প্রসাদ ; দাও বৎস—দাও ; (গ্রহণ ও নিরীক্ষণ)—এ যে অনেক ; তুমিও একটু খাও না ?

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) ভক্তের দান আমার বড় প্রিয় ; (প্রকাশ্যে) দে মায়ি ! হামি ভি কুছ খাবে ; (তথাকরণ)

মীরা। এখনও অনেক আছে যে—আর ও একটু খাও বাবা ! (স্বগতঃ) আহা ! মা হয়ে ছেলেকে খাওয়াতে কত আনন্দ !

কৃষ্ণ। আচ্ছা—দে দে (পুনঃ পান) আবি তু খাইয়ে লে মায়ি !

মীরা। (দুগ্ধ পান করিতে করিতে কৃষ্ণের অন্তর্ধান) একি !—এ যে যত খাই কিছুতেই কমে না !—বৎস !—এ্যাঁ !—কই ?—বালক কই ! কই বালক !—ওহো বুঝেছি !—হায় ! হায় ! হায় !—আমি হাতে পেয়েও হারালাম ! (সরোদনে) বৎস ! বৎস ! কোথায় গেলে ? দয়াময় ! আমার ক্ষুধা দূর কর্‌বার জন্য ছলনা করে খাওয়াতে এসেছিলে !—প্রভু ! তোমার এত দয়া ! ভক্তের প্রতি তোমার এত করুণা ! দয়াময় !—দেখা দাও ! দেখা দাও ! আর এক বার দেখা দাও !

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আনন্দীর বিরাম উদ্যান

(লতামঞ্চোপরি উপবিষ্ট মহারাজ ও পদপ্রান্তে আনন্দী)

নর্ত্তকীগণের গীত

আহা ! কেমন করে বল্‌ব বল তোমায় কত ভালবাসি ?
তুমি আমার হৃদয়ের ধন তুমি আমার হাসিরাশি।
তুমিই আশার অতীত ধন, অন্ধ আমার তুমি নয়ন ;
আমি তোমার তুমি আমার হৃদাকাশে প্রেমশশী।
তুমি আমার জীবনধন প্রেমিক রতন নারীর ভূষণ ;
নয়নমণি প্রেমের খনি আমি তোমার চরণদাসী।
তুমি বিনে ভূমণ্ডলে, কে আছে আর আমার বলে ?
তুমি আমার প্রেমের পাথার আমি তোমার প্রেমপিয়াসী॥

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

আনন্দী। মহারাজ ! দাসীর প্রতি প্রসন্ন হউন—কেন অমন ম্রিয়মান হয়ে বসে আছেন ?

কুম্ভ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে) আনন্দী ! বল—আজ একটি সত্য কথা বল্‌বে ?

আনন্দী। অনুমতি করুন, দাসী ত আপনার চরণাশ্রিতা ;

কুম্ভ। আচ্ছা—আজ যদি শুনি মীরা বেঁচে আছে (আনন্দীর চমকিত ভাব দেখিয়া) চম্‌কে উঠ্‌লে যে আনন্দী ?

আনন্দী। (স্বগতঃ) হায় ! এখনও মহারাজের মীরাগত প্রাণ ! পাপীয়সী ! তুমি এমন করেই স্বামীকে আপনার করে নিয়েছিলে ? স্বামীর সমস্ত হৃদয় অধিকার করে বসেছিলে ?

কুম্ভ। কি ভাব্‌ছ আনন্দী ! বল তা হলে কি হয় ?

আনন্দী। কিসের কি হবে মহারাজ! (স্বগতঃ) এখনও তোর নাম এ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হল না?

কুম্ভ। যদি মীরা বেঁচে আছে শুনি?

আনন্দী। মহারাজ! কেন আবার ও পাপকথা মুখে আন্ছেন। ও কলঙ্কিনীর কথা ভুলে যান; অন্য কথা বলুন।

কুম্ভ। অন্য কথা?—আনন্দী! ভালবাসা কি জিনিষ তা তুমি জান না; প্রাণ দিয়ে কাকেও ভালবাস নি—ভালবাসা কি জিনিষ তা যদি জান্তে তা হলে আর মীরা কলঙ্কিনী, তার কথা পাপকথা—এ আর আমার সম্মুখে বল্তে পার্তে না। আনন্দী! আমি জানি মীরা দোষী, মীরা অপরাধিনী, তবু যে কেন এ পোড়া প্রাণ তার জন্য অহর্নিশি ধূ ধূ করে জল্ছে, নয়ন তার জন্য সজল হয়ে উঠ্ছে, তার কথা মনে হলে হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে—কিছু বুঝ্তে পার কি? আনন্দী! বল্তে পার কি—কেন তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুল্তে পার্ছি না—তাকে একবার দেখ্বার জন্য সর্ব্বদা মন প্রাণ হু হু কর্ছে? তার মুখের কথা, তার সুমধুর প্রিয় সম্ভাষণ শোনবার জন্য শ্রবণ সতত ব্যাকুল হয়ে আছে—তার কিছু কারণ বল্তে পার কি? বল, বল আনন্দী! সরল প্রাণে আজ একবার তার কথা বল।

আনন্দী। মহারাজ! আমি আপনার এত সেবা এত শুশ্রূষা কর্ছি, দিবানিশি আপনার পদপ্রান্তে পড়ে আছি; তবু—তবু আমি আপনার মন পেলাম না!

কুম্ভ। তাই ত বলি, তুমি জগতে কাকেও প্রকৃত ভালবাস্তে পার নি আনন্দী!

আনন্দী। (স্বগতঃ) বিলক্ষণ! আমি ভালবাস্তে পারি নি!

কুন্ত। বল তুমি কাকেও পবিত্র মনে সত্য সত্য ভালবেসেছ ?

আনন্দী। নিশ্চয় বেসেছি ;

কুন্ত। ভাল, বল দেখি—তুমি সে ভালবাসার লোককে ভুল্‌তে পার কি ?

আনন্দী। না ;

কুন্ত। কখনও ভুলেছিলে ?

আনন্দী। কখনও নয় ;

কুন্ত। তাকে ভুলে আর কাকেও ভালবাস্‌তে পার ?

আনন্দী। মৌখিক পারি ; আন্তরিক নয়।

কুন্ত। তবে ত আমার চেয়ে তোমার একটা বেশী গুণ আছে দেখ্‌ছি ; মৌখিক ভালবাসাও শিখেছ।

আনন্দী। তা আমি কেন ? মানুষমাত্রেই—

কুন্ত। মানুষ কাকে বল্‌ছ আনন্দী ? হাত পা থাক্‌লেই কি মানুষ হয় ? সবারই কি মনুষ্যত্ব আছে ?

আনন্দী। সে কি বল্‌ছেন ! মনুষ্যত্ববিহীন মানুষ আবার কিরূপ ?

কুন্ত। আছে ; সব মানুষ যদি মানুষ হত, মনুষ্যত্বসম্পন্ন হত, তাহলে সব সমান হয়ে যেত। আনন্দী ! জগতে প্রেমের হাট বসে যেত ; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হত না—স্বামীস্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘট্‌ত না—একতা, সৌজন্য, সহৃদয়তা, সকলের হৃদয় ভূষণ হত ; দয়া ধর্ম্ম, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা ও পরোপকার বিশ্ববাসীর নিত্য ব্রত হত ; তাহলে জগতে দুঃখ দারিদ্র্য, কলহ বিবাদ, এ সবের পরিবর্ত্তে শান্তি তৃপ্তি ও আনন্দ ঘরে ঘরে বিরাজ কর্‌ত।

আনন্দী। মহারাজ ! আপনি যাই বলুন না কেন—আমার ভালবাসা পবিত্র—

কুম্ভ।　　তা হবে—

(জনৈকা সখির প্রবেশ)

সখি।　　(আনন্দীর প্রতি) রাণীমা! গুরুদেব এসেছেন ; মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

কুম্ভ ও আনন্দী।　(সচকিতভাবে) এঁ্যা! গুরুদেব এসেছেন ?

কুম্ভ।　　যাও ; এখানেই নিয়ে এস। যাও আনন্দী! তুমি সঙ্গে যাও—(স্বগতঃ) গুরুদেবের যখন আগমন হয়েছে, নিশ্চয় কোন শুভ সংবাদ পাব। (প্রকাশ্যে) দাঁড়াও! আনন্দী! আমিই যাচ্ছি—

(প্রস্থান)

আনন্দী।　তাই ত—গুরুদেবের আগমনবার্ত্তা শুনে বুক কাঁপ্‌ছে কেন ? সখি! যাও ত—শোন ত—মহারাজের সঙ্গে গুরুদেবের কি কথাবার্ত্তা হয় ; যাও শিগ্‌গির যাও—

(সখির প্রস্থান)

(সাদর সম্বর্দ্ধনাসহকারে গুরুদেব তন্ত্রাচার্য্যকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ।　　(লতাকুঞ্জের আসন দেখাইয়া) আসুন গুরুদেব! দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। (কুম্ভ ও আনন্দীর ভূমিষ্ঠ প্রণাম)

তন্ত্রাচার্য্য।　　দীর্ঘজীবি হও বৎস!
করি আশীর্ব্বাদ ;
স্থির হয়ে শুন এবে—
মীরার দুর্ভাগ্যবার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে,
সত্য মিথ্যা পরীক্ষা কারণ
ছদ্মবেশে গিয়াছিনু বাদশাহ পাশে।
(আনন্দীর ভয়বিহ্বল দৃষ্টি)
শুনিলাম যাহা—(কুম্ভের সাগ্রহে শ্রবণ)

পত্রপাঠে পাবে তার স্পষ্ট পরিচয় (পত্রদান)
অবিলম্বে শুভাশুভ হবে অবগত।

কুম্ভ। (সাগ্রহে পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে) এ্যাঁ! —আকবরের ধর্ম্মমাতা মিবার ঈশ্বরী!—কলঙ্কিনী নহে মীরা মিবারজননী?—খোদার শপথ! রণমল্ল সনে কভু হয় নাই কথা।—সত্যই ত! এ যে দিল্লীশ্বর স্বাক্ষরিত।
(ব্যাকুলভাবে) গুরুদেব! গুরুদেব! করুন আদেশ—
(বক্ষে করাঘাত করিয়া) এ পাপীর প্রায়শ্চিত্ত কিবা;
বুঝিয়াছি—সমস্তই চক্রান্ত ইহার!
(আনন্দীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ)
মুগ্ধ হয়ে পাপিনীর কপট ছলনে
সর্ব্বনাশ করিয়াছি মীরার আমার!
ওহো—গুরুদেব! আমারি আদেশে সে যে
আত্মহত্যা করিয়াছে বহুদিন হল;
হায় সর্ব্বনাশী! কি করিলি তুই!

তন্ত্রাচার্য্য। স্থির হও বৎস!
ধর্ম্মহীন হয় নাই ধরা;
জানিয়াছি যোগবলে আমি—
মীরাবাই এখনও জীবিতা; (আনন্দীর মর্ম্মাহত ভাব)
ব্রজপুরে শ্রীহরির শ্রীচরণধ্যানে
মিবারলক্ষ্মী মীরার কাটিতেছে দিন।

কুম্ভ। (বিস্ময় ও পুলক সহকারে)
এ্যাঁ! এ্যাঁ! মীরাবাই জীবিতা আমার!
আত্মহত্যা মহাপাপ হতে
ধর্ম্ম তারে রক্ষা করেছেন গুরুদেব!

আনন্দী। (সাশ্রুলোচনে) গুরুদেব! গুরুদেব!
না জানি কি অপরাধ
করিয়াছি পদে! তাই আজ দুখিনীর
শত্রুরূপী হয়ে—
লয়ে এই অশুভ সংবাদ
এসেছেন মহারাজপাশে!

কুম্ভ। ধিক! ধিক তোরে পাপীয়সী!
গুরুদেবে অবিশ্বাস! হায়!
না জানি কি পরিণাম তোর?

তন্ত্রাচার্য্য। মহারাণী! শত্রু মিত্র আমি কিছু নহি;
সত্য যাহা জানিয়াছি যোগবলে—
আজি দেখাইতে আসিয়াছি তাহা।
কার হৃদে কার ছবি যতনে অঙ্কিত—
দিবানিশি একমনে বসি
কার ধ্যানে রত কোন জন—
তাই আজ মহারাজে করাব দর্শন!

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে) এঁ্যা! এঁ্যা! যোগবলে!
গুরুদেব! গুরুদেব!
(পদতলে উপবেশন পূর্ব্বক)
কৃপা করে এ দাসের মিটান সংশয়;
দিব্য জ্ঞান না করিলে দান
হবে না প্রত্যয় এ পাপীর;

আনন্দী। (বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে) বুঝিয়াছি গুরুদেব!
ইন্দ্রজাল শিখিয়াছ ভাল;
তাই তার দিতে পরিচয়
আসিয়াছ সুযোগ বুঝিয়া।

কুম্ভ। কি বলিলি পাপীয়সি! (ক্রুদ্ধভাবে উত্থান)
গুরুদেবে অবিশ্বাস পুনঃ!
এসেছেন গুরুদেব ইন্দ্রজাল শিখি
ছলনা করিতে এই দাসের সম্মুখে?
গুরুদেব! গুরুদেব! করুন আদেশ
উপযুক্ত শাস্তি কিবা করিব বিধান।
গুরু নিন্দা মুখে!
আরে আরে বিলাসিনী নারী!
এ ঔদ্ধত্য কোথায় শিখিলি!

তন্ত্রাচার্য্য। ক্ষান্ত হও মহারাজ! রাণী!
প্রত্যয় না হয় যদি বচন আমার—
হের অগ্রে আপন হৃদয়ে
সযতনে কার ছবিখানি
রাখিয়াছ চিত্রিত করিয়া।

কুম্ভ। গুরুদেব! কৃপা করে বলুন দাসেরে—
প্রাণাধিকা মীরা মোর
কার মূর্ত্তি অদ্যাবধি করিতেছে ধ্যান?
সযতনে হৃদয়ে আঁকিয়ে
কার প্রেমছবিখানি রেখেছে লুকায়ে?
কার ছবি নয়নে নয়নে তার?
কার তরে তপ্ত অশ্রু ঝরে নিশিদিন?

আনন্দী। (স্বগতঃ) হায়! হায়! কি হবে উপায়?
নিরুপায় হেরি চারিদিক;
বুঝি আজ রাষ্ট্র হল সব।

দুখিনীর ভাঙ্গিল কপাল ;
সব সুখ সব আশা ফুরাইল আজি !

তন্ত্রাচার্য্য। (কমণ্ডলু হইতে মহারাজের মস্তকে জল ছিটাইয়া)
হের বৎস ! হের ওই আকাশের গায়
জলদের কোলে ধ্যানমনা
কাহার মূরতি ? কোন সে প্রতিমা ?
(আকাশের গায়ে ধ্যানমগ্না মীরা মূর্ত্তি)

কুম্ভ। (দর্শনে পুলকিতভাবে) মীরা ! মীরা !
গুরুদেব ! মীরার মূরতি এ যে !

তন্ত্রাচার্য্য। হের এবে যাঁর ধ্যানে রত নিশিদিনি—
সম্মুখে তাহার এসে দাঁড়াল এবার।
হেরিছ কি মহারাজ ? (শূন্যে কৃষ্ণমূর্ত্তি)

কুম্ভ। অতীব আনন্দময় দর্শন দয়াল !
জয় ! জয় ! দয়াময় ! প্রভু ! (প্রণিপাত)

তন্ত্রাচার্য্য। নব ঘনশ্যাম মদনমোহন
বংশীধারী শ্রীমধুসূদন
হেরিলে কি মহারাজ ?

কুম্ভ। হেরিলাম ; জুড়াইল নয়ন আমার।

তন্ত্রাচার্য্য। হের ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তি হল অন্তর্ধান। (মূর্ত্তি অন্তর্ধান)

কুম্ভ। আহা ! চলে গেল ? গুরুদেব !
দেখান আবার সেই অমিয় মূরতি।

তন্ত্রাচার্য্য। স্থির হও ; হেরিবে এবার
মীরা. হৃদে কোন দেব ছবি। (বলিয়া জল ছিটাইয়া দিলে মীরামূর্ত্তি মহারাজের মূর্ত্তিতে পরিণত হইল)
হের হের মহারাজ !
হের রাণী ! নয়ন মেলিয়া—

কুম্ভ। আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য অতি !
অদ্যাবধি মীরাহৃদে আমি !
আমাময় মীরার হৃদয় !

আনন্দী। (ধৈর্য্যহারা হইয়া)
মহারাজ ! অসম্ভব !
ইন্দ্রজাল ! ভোজবিদ্যা ! (কুম্ভের ক্রুদ্ধভাব)

তন্ত্রাচার্য্য। শুন রাণী ! অসম্ভব নহে কভু
এ দৃশ্য জগতে ;
যোগবলে বলীয়ান যেবা—
এ অসাধ্য সেই সাধিতে সক্ষম ;
অবহেলে পারে সেই
প্রত্যক্ষ করাতে অজ্ঞানীরে—
নয়নের অগোচর যাহা।
এ ত অতি সামান্য বিষয় ;
কিবা তব মনে হয় ? মহারাজ !

কুম্ভ। গুরুদেব ! প্রার্থনা চরণে--
দেখান আমারে এই পাষাণী হৃদেয়ে
কার মূর্ত্তি রয়েছে অঙ্কিত।

তন্ত্রাচার্য্য। (বাধাদিয়া) তাহে আর কিবা প্রয়োজন ?
মহারাণী ! দেখাব কি তব হৃদিপট ?

আনন্দী। (চকিত ও ভীতভাবে)
নিশ্চয় এ ইন্দ্রজাল তব ;
যাদুবিদ্যা শিখিয়াছ ভাল।

তন্ত্রাচার্য্য। (অট্টহাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তাই যদি হয়
তুমিই বল না শুনি—

তব হৃদে কোন পূণ্য ছবি ?
বল—বল রাণী !

কুম্ভ। বল ! বল শুনি সর্ব্বনাশী !
কার ছবি তোর হৃদে আঁকা ?
নিরুত্তর কেন এবে ?
কাঁপিতেছে অঙ্গ তোর কেন থর থরি ?
দৃষ্টি কেন ব্যথাভরা—বদন মলিন ?

তন্ত্রাচার্য্য। মহারাজ ! সে শক্তি কি আছে আনন্দীর ?
হের রাণী মম পানে ; (জলের ছিটা দিলেন)
সাবধান ! মিথ্যা নাহি কহিবে কদাপি।

আনন্দী। উহু—পুড়ে গেল—পুড়ে গেল
সর্ব্বাঙ্গ আমার !
গুরুদেব ! গুরুদেব !—
মহারাজ ! মহারাজ ! (কুম্ভের পদতলে পতন)
অপরাধী তব পদে আমি
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মোরে ;
কৃপা কর নিজগুণে অবলার প্রতি।
ভালবাসা পাপতৃষা জেগেছিল প্রাণে ;
দগ্ধ এবে আমি তার বিষম দহনে। (ক্রন্দন)

কুম্ভ। গুরুদেব ! গুরুদেব ! বুঝিয়াছি সব ;
বুঝিয়াছি পাপিনীর চক্রান্ত ভীষণ !
আরে আরে পাপীয়সী ! দুশ্চারিণী নারী
দূর হরে ! সম্মুখ হইতে।

আনন্দী। (সকরুণ দৃষ্টিতে) মহারাজ ! মহারাজ !
(চক্ষে বস্ত্রদান)

কুম্ভ। (ক্রুদ্ধভাবে) সাবধান !—গুরুদেব !
আর না রহিব আমি হেথা ;
এ সংসার অতীব ঘৃণিত !
পাপ তাপ অশান্তি ও জ্বালা
অবিশ্বাস অত্যাচার এর পরিণাম।
চলিলাম ছাড়ি রাজ্য ধন—
ছাড়ি এই রাজদণ্ড বিলাসভবন।
পারি যদি করিবারে মীরার উদ্ধার,
পাই যদি হৃদে পুনঃ তারে,
আসিব ফিরিয়া হেথা ;
অন্যথা—আপন ইচ্ছামত
যথা তথা করিব ভ্রমণ। গুরুদেব !
আপনার যথা ইচ্ছা চিতোর আমার
যার করে হয় সুবিচারে—
অসঙ্কোচে করিবেন দান।
(উচ্চৈঃস্বরে) কে আছ কোথায় ?

(জনৈকা সখির প্রবেশ)

যাও ত্বরা ; মুক্ত করি শান্তিরে আমার
সমাদরে লয়ে এস হেথা। (সখির প্রস্থান)
গুরুদেব ! কিছুকাল পূর্ব্বে যদি
দিতেন দর্শন, হেন পাপ অভিনয়
হত না এ পুরে।
বীর বন্ধু রণমল্ল বদ্ধ কারাগারে ;
স্বামীহারা রাজ্যহারা সতীলক্ষ্মী মীরা !

(শান্তিকে লইয়া সখির প্রবেশ)

শান্তি ! শান্তি ! আয় শান্তি !
বুকে আয় মোর। (আলিঙ্গনোদ্যত)

শান্তি। (ব্যাকুলভাবে) দাদা ! দাদা ! (চক্ষে বস্ত্রদান)

কুম্ভ। (সালিঙ্গনে) শান্তি ! কাঁদিও না আর ;
গুরুদেবে কর প্রণিপাত ; (শান্তির তথাকরণ)
তাঁর অনুগ্রহে আজি ঘুচেছে সংশয়।
জীবিতা রয়েছে মীরা বৃন্দাবনধামে ;
চলিলাম আমি তারে ফিরাইতে ত্বরা।
যাও তুমি লয়ে গুরুদেবে
রণমল্লে করিতে উদ্ধার ;
কহিও সকল কথা অকপটে তারে।
আমার হইয়া তুমি
ক্ষমাভিক্ষা চাহিও তাহার।
গুরুদেব ! আশীর্ব্বাদ করুন দাসেরে—(প্রণিপাত)
পাই যেন পুনঃ হৃদে মীরারে আমার !
শান্তি ! প্রাণের ভগিনী !
ক্ষমিও এ হতভাগ্য দাদারে তোমার।
মীরা ! মীরা ! প্রাণাধিকে ! (গমনোদ্যত)

আনন্দী। মহারাজ ! মহারাজ ! (অগ্রসর)

কুম্ভ। দূর হ রে পাপীয়সী ! সম্মুখ হইতে। (প্রস্থান)

শান্তি। দাদা ! দাদা ! শুনে যাও—শুনে যাও ;
একটু দাঁড়াও—

(প্রস্থান)

তন্ত্রাচার্য্য। "আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠম্
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

(প্রস্থান)

আনন্দী। [হতাশ্বাসে] তবে আর কেন ?—আনন্দী ! এ ছার জীবনে আর কোন প্রয়োজন !—না, না, মর্‌ব না—এখনও মর্‌তে পার্‌ব না—দেখ্‌ব, দেখ্‌ব এ পোড়া জীবন পুড়্‌তে পুড়্‌তে কোথায় গিয়ে নিঃশেষ হয়—দেখ্‌ব—শেষ দেখ্‌ব—জীবন নাটকের শেষ দৃশ্যাভিনয়; তারপর যবনিকা—

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন শ্রীরূপগোস্বামীর আশ্রম

সম্মুখস্থ সুরম্য পথ—

(গাহিতে গাহিতে মীরার প্রবেশ)

"কাঁহা জীবনধন বৃন্দাবনপ্রাণ কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা !
শূন্য হৃদয় পূরি আও আও মুরারি ! মোহন বাঁশরি বাজা।
নয়ন সলিলে বসন তিতাওল, সাধ কি সাগর হিয়াপর শুকাল ;
শির তাজ মেরি শির পর আজা।
নয়নকি রোশনি নয়না ছোড়্‌কে, ঘুরত ফিরত কাঁহা ফাঁকে ফাঁকে
হা হা পিয়া বঁধু এ কোন সাজা ॥"

(জনৈক বৈষ্ণবের প্রবেশ ও মীরাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যভাবে)

বৈষ্ণব। একি ! গুরুদেবের আশ্রমের সম্মুখে স্ত্রীলোক !—এঁ্যা ! কে ? কে তুমি মা ?—হরিবল ! হরিবল !

মীরা। কে ? বৈষ্ণব ! দিন, পায়ের ধূলা দিন ; আমায় পবিত্র করুন ! (পদধূলি লইতে চেষ্টা)

বৈষ্ণব। (দূরে সরিয়া) হরে কৃষ্ণ ! হরে কৃষ্ণ ! কি কর মা ! কি কর ! হরিবল—হরিবল।

মীরা। বাবা ! আমায় চরণধূলি নিতে দিলেন না ?—আমি অনাথিনী বলে কি আমায় ঘৃণা কর্‌লেন ?—হরি ! দীনবন্ধু !

বৈষ্ণব। না মা ! বৈষ্ণবকে পায়ের ধূলা দিতে নাই ; বৈষ্ণব মাত্রেই বিষ্ণু। জয় গুরু ! জয় গুরু গোস্বামী কি জয় !

মীরা। প্রভো ! শুনেছি বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী আছেন ; তাঁর আশ্রম কোথায়—আমাকে বলে দিতে পারেন কি ?

বৈষ্ণব। কেন মা ! তিনি ত স্ত্রীলোককে দর্শন করেন না ?

মীরা। এ্যাঁ ! সে কি !—শুনেছি শ্রীরূপ গোস্বামী একজন প্রধান বৈষ্ণব। আর—তি—নি—

বৈষ্ণব। হাঁ মা ! প্রধান বৈষ্ণব ! তিনিই সম্প্রতি বৃন্দাবনচন্দ্রস্বরূপ ; বৃন্দাবনের আবালবৃদ্ধের গুরু স্থানীয়।

মীরা। তাঁহার আশ্রম ?

বৈষ্ণব। (অঙ্গুলিনির্দ্দেশে) ঐ তাঁর আশ্রম ;

মীরা। তবে কৃপা করে সংবাদ দিন—আমি তাঁর কাছে হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিতা হব।

বৈষ্ণব। না মা ; তিনি তাতে কিছুতেই রাজি হবেন না।

মীরা। আপনি একবার গিয়েই দেখুন না ; যদি মহাপ্রভুর দয়া হয়—

বৈষ্ণব। আচ্ছা মা ! আমি যাচ্ছি ; তুমি এখানে দাঁড়াও। (স্বগতঃ) কে এ রমণী ? একি দেবী না মানবী ! হরিবল ! হরিবল !

(প্রস্থান)

(খঞ্জনীহস্তে কতিপয় বৈষ্ণবের প্রবেশ ও হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান)

মীরা। আহা! বৃন্দাবনধাম কি সুন্দর! কি মনোরম রম্য ভূমি! এই বৃন্দাবনেই ত আমার বৃন্দাবনচন্দ্র গোপগোপীদের সঙ্গে লীলা খেলা করেছিলেন। আহা! আনন্দের রাজ্য! আনন্দময় ভক্ত নিকেতন! সকলেই যেন আনন্দলাভের জন্য উন্মত্ত! আহা! যেন চিরবসন্ত বিরাজিত। শুদ্ধ সত্ত্ব নির্ম্মল আনন্দ পরিপূর্ণ নবস্বর্গ! যেন এখনও সকলে সেই সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে ভাবে বিভোরা হয়ে গদগদ চিত্তে একের গায়ে অপরে ঢলে পড়্ছে; যেন বৃন্দাবনময় নিকুঞ্জবন, বৃন্দাবনময় নিধুবন, বৃন্দাবনময় মৃদুমধুর নূপুরধ্বনি—বেণুরব! কি সুন্দর স্বভাবের শোভা! কি মনোরম! কি প্রেমময়! কি ভাবময়!

(সরোদনে পূর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রবেশ)

বৈষ্ণব। মা! মা! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার উপায় কর মা! —গুরু আর আমার মুখাবলোকন কর্বেন না বলেছেন—ওহোঃ হোঃ—হরি! দীনবন্ধু! কি কর্‌লে!—

মীরা। (সবিস্ময়ে) সেকি বৈষ্ণব!—কেন? কি হয়েছে?

বৈষ্ণব। আমি স্ত্রীলোক দর্শন করেছি; স্ত্রীলোকের সহিত কথা কয়েছি—তাই।

মীরা। তাই ত! আচ্ছা—স্থির হও বৈষ্ণব! এর প্রতিবিধান আছে। —দেখ বৈষ্ণব! তুমি আবার তোমার গুরুদেবের কাছে যাও।

বৈষ্ণব। না না—তাহলে তিনি আমায় ভস্ম করে ফেল্‌বেন;

মীরা। না না, শুন বলি; তুমি গিয়ে বল্ যে সে স্ত্রীলোকটী বল্‌লে—বৃন্দাবনময় সব স্ত্রীলোক; গোস্বামীজিও স্ত্রীলোক; পুরুষ একমাত্র জ্যোতির্ম্ময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; আর সব প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রী। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"।—যাও

দেখি, এই কথা বল গিয়ে ; তাহলে তিনি সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

বৈষ্ণব। বুঝ্‌তে পার্‌বেন মা ? (স্বগতঃ) "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"। (প্রকাশ্যে) তবে যাব মা ?

মীরা। হাঁ নিশ্চয় !—(বৈষ্ণবের প্রস্থান) হায় ! মানুষ কি মোহভাবে বিমুগ্ধ ! আমি তুমি আমার তোমার এইভাব নিয়েই বিব্রত ! কি ধনী কি দরিদ্র—কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলের সমান অহঙ্কার—সমান মায়া ! যতক্ষণ আমি ততক্ষণ অহঙ্কার ; যতক্ষণ আমার ততক্ষণ মায়া ! এই দুইটি না কাটাতে পার্‌লে, আমি আমার ভুলে বিরাট আমিত্বে ক্ষুদ্র আমি না ডুবাতে পার্‌লে, সাধন ভজন যে সব মিথ্যা হবে পরমেশ ! না জানি জগৎকে তুমি কবে সে শক্তি দান কর্‌বে ? জগৎবাসী মায়ামুক্ত ও নিরহঙ্কার হবে। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে জগতের জীব আত্মহারা হয়ে উঠ্‌বে ; হরিনাম প্রেমরসে জগৎ ডুবে যাবে ; জাতি বিজাতি ছোট বড় সব এক হবে ; এক সমান হবে।

(বৈষ্ণবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরূপগোস্বামীর প্রবেশ)

বৈষ্ণব। গুরুদেব ! ঐ যে—ঐ যে—ঐ দাঁড়িয়ে—

রূপ। (ব্যগ্রভাবে) মা ! মা ! কে মা তুমি ?—তুমি ত সহজ রমণী নও মা ! এ অধমকে আত্মপরিচয় দিয়ে কৃতার্থ কর মা !

মীরা। (আপন মনে)

"নিত নহানেসে হরি মিলে ত জলজন্তু হোই ;
ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাদুড় বাঁদরাই।
তুলসী পূজন্‌সে হরি মিলে ত পূজুঁ তুলসী ঝাড়
পত্থর পূজন্‌সে হরি মিলে ত মৈঁ পূজুঁ পহাড়।

তিরন ভখন্‌সে হরি মিলে ত বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে ত বহুত রহেহৈ খোজা।
দুধ পিনেসে হরি মিলে ত বহুত বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা ॥"

রূপ। (স্বগতঃ) এঁ্যা! এই ত—একেই ত দেখলুম!—হাঁ—তাই ত কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! (করজোড়ে প্রকাশ্যে) মা! জ্ঞানদাত্রী! শুভঙ্করী! মা! অজ্ঞানান্ধকারনাশিনী বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী মা!—এই অধমের অপরাধ ক্ষমা কর মা! মা! গুরুমুখে শুনেছিলাম—সাহস, দুর্নীতি, চাপল্য, মায়া, অবিবেকিতা, অশৌচ ও নির্দ্দয়তা নারীহৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে—তাই মা! এতদিন নারীমুখ দর্শন করি নাই; কিন্তু নারী যে আবার শক্তিরূপিণী—সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী ভাবময়ী ও প্রেমময়ী হয়—তা জানতাম না ত মা! মা! এ হতভাগ্যকে এক অমূল্য জ্ঞান দিলে; তাই তুমিও আমার গুরু হলে।—আমায় চরণধূলি নিতে দাও মা! আমি স্পর্শ করে পবিত্র হই। (পদধূলি লইতে উদ্যত)

মীরা। (দূরে সরিয়া) রক্ষা করুন; রক্ষা করুন গুরুদেব! আপনিই আমার গুরু! আমাকেই পদধূলি নিতে দিন। (পদধূলি লইতে উদ্যত হইয়া)

গীত

"ঠাকুর তেঁই শরণহি আয়া।
উতর গয়া মেরে মনকি সংশয়, যব তেরে দরশন পায়া।
অনা বোলতা মেরে বেরথা জানি, আপনা নাম জপায়া
দুখ নাটে সুখ সহজ গমায়া, আনন্দে আনন্দগুণ গায়া।

রূপ। এস মা! আমার সঙ্গে এস। আজ হতে বৈষ্ণবগণ এক নূতন ভাবে বিভোর হবে; তাদের দ্বৈতভাব দূর হয়ে যাবে; তারা স্ত্রীপুরুষ সকলকে সমান চক্ষে দেখ্‌বে। এস মা! আমার আশ্রমে পদধূলি দাও; আজ হতে তোমার চরণরেণু স্পর্শে আমার আশ্রম পবিত্র হোক।

মীরা। গুরুদেব! কেন আমায় এরূপভাবে লজ্জিতা কর্‌ছেন? আমি আপনার দাসী বই আর কেউ নই।

রূপ। না মা! ও কথা বল না; তুমি কৃষ্ণের আধা রাধা; তুমি বৈষ্ণবের আরাধ্যা। এস মা! আমি আজ ধ্যানাসনে বসে কৃষ্ণের পাশে রাধার পরিবর্ত্তে তোমাকেই দেখেছি! তুমি সহজ নও মা—তুমি বৈষ্ণবের মাতৃরূপিণী! এস মা! আশ্রমে এস! (প্রস্থানোদ্যত)

মীরা। জয়গুরু! জয়গুরু! জয়গুরু! চলুন গুরুদেব!

(রূপ ও মীরার প্রস্থান)

বৈষ্ণব। মরি! মরি! কি অদ্ভুত মাতৃশক্তি! এক একটি কথা যেন এক একটী মন্ত্র!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কারাগার

(বিষণ্ণমনে শৃঙ্খলাবদ্ধ রণমল্ল)

রণমল্ল। রণমল্ল! এখনও কি বুঝতে পার্‌ছ না কোন পাপে তোমার এই পরিণাম?—কোন পাপের ফলে মিত্র হয়েও শত্রু সেজেছ?—ভালবাসা ও স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে লাঞ্ছনা,

দুর্গতি ও কারাযন্ত্রণা ভোগ করছ ? রণমল্ল ! শৈশব সংসর্গ শৈশব ভালবাসাই এর একমাত্র কারণ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! এমন পবিত্র, এমন মধুর ভালবাসাও এমন দুঃখের কারণ হয় কেন ? আমি ত বেশ ছিলাম। আনন্দী রাজরাণী হওয়ায় আমি ত সুখীই হয়েছিলাম ; মুহূর্ত্তের জন্যও ত আমার কোনরূপ চাঞ্চল্য আসে নি।—আনন্দীর আহ্বানে যখন রাজবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করি, মহারাজকে বন্ধুরূপে পাই, তখনও ত আমার প্রাণে কোন দুরাশা বা দুরাকাঙ্ক্ষা জাগে নি ;—তবে কি আনন্দীর দুর্ব্বলতাই এর একমাত্র কারণ ?—না না, শুধু তা নয় ; মিবার রাজপরিবারের সংস্রবে থাকাই আমার এক মহাভুল ; আমাদের উভয়ের এই সান্নিধ্যই এর বিশেষ কারণ। হায় ! নারী প্রকৃতি ! জগতে কি এমন কোন সুখ, এমন কোন ঐশ্বর্য্য নাই, যার বিনিময়ে তুমি প্রথম জীবনের সহজ সরল ভালবাসা ভুলতে পার ? (চিন্তিতভাব)

(প্রহরীসহ বিষণ্ণভাবে আনন্দীর প্রবেশ)

আনন্দী। কই ! কোথায় আমার রণমল্ল ! এই যে !—(প্রহরীর দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রস্থান) রণমল্ল ! রণমল্ল ! (নিকটে গিয়া স্বগতঃ) হায় ! ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, রণমল্ল আমার মরমে মরে রয়েছে—রণমল্ল ! রণমল্ল !—

রণমল্ল। (চমকিতভাবে) কে ! কে তুমি ?—এই গভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কার করুণ আহ্বান আমার সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করে দিলে ?—কে, কে তুমি ?

আনন্দী। রণমল্ল ! ভাই ! আমি ;—আমাকে কি চিনতেও পারছ না ?

রণমল্ল। এঁ্যা! তুমি! আনন্দী! তুমি আবার এখানে কেন?—আবার কোন অভিলাষ পূর্ণ করতে ছুটে এসেছ?—আর কোন অভিলাষই বা তোমার অপূর্ণ রয়েছে আনন্দী!

আনন্দী। রণমল্ল! শোকে দুঃখে, ঘৃণায় লজ্জায়, দারুণ মর্ম্মবেদনায় একান্ত নিপীড়িত হয়ে আজ আবার তোমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি;—রণমল্ল! রণমল্ল! কোথায় তোমার নয়ন স্নিগ্ধকর সেই মনোহর মূর্ত্তি? কোথায় তোমার সে সুবিশাল বক্ষ, প্রশান্ত ললাট, প্রফুল্ল বয়ান?—হায়! আমি অভাগিনীই কপটতার পর কপটতা, চক্রান্তের পর চক্রান্ত, অত্যাচারের পর অত্যাচারের প্রচণ্ড পীড়নে তোমার কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়েছি। লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে তোমার সমস্ত হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। রণমল্ল!—ভাই! আমায় ক্ষমা কর;—আমার পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে;—আমায় কৃপা কর। আমি আজ সর্ব্বস্ব হারিয়ে নিরুপায় হয়ে আকুল প্রাণে তোমার কাছে ছুটে এসেছি; আমার উপায় কর ভাই!

রণমল্ল। এঁ্যা!—কি হয়েছে আনন্দী!—কি সর্ব্বস্ব হারিয়েছ?—মহারাজ ভাল আছেন ত?—রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত?—এখন তুমি মহারাজের প্রিয় হয়েছ ত?

আনন্দী। মহারাজের প্রিয়!—কে প্রিয়? রণমল্ল!—আনন্দী!—উঃ রণমল্ল! দেখ্‌বে এস ভাই!—(কারাদ্বার মুক্ত করিয়া) তুমি মুক্ত; আমার সঙ্গে এস। দেখে যাও আনন্দীর অদৃষ্টগগনে কোন ধূমকেতুর উদয় হয়েছে—

রণমল্ল। (দূরে সরিয়া) না না, বুঝেছি;—কুহকিনীর কুহক!—তুমি আবার আমায় পাপ প্রলোভনে ভুলাতে এসেছ। নন্দনের

ছবি নয়নে ফেলে, মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করে, আবার আমায় নরকের পথে টেনে নিয়ে যেতে এসেছ।

আনন্দী। না না, তা নয়; নরক নয়—এস ভাই।

রণমল্ল। হাঁ হাঁ, নরক; নরক!—মায়াজাল! মায়াজাল!—

আনন্দী। না ভাই! এস—আমার বুক জলে যাচ্ছে; এস (ধরিতে উদ্যত ও বাধা প্রাপ্তি)

রণমল্ল। আনন্দী!—আর কেন?—এখনও কি তোমার তৃপ্তি হল না? —রাক্ষসী!—ওঃ বুঝেছি! বুঝেছি!—যতক্ষণ রণমল্ল জীবিত থাক্‌বে ততক্ষণ আনন্দীর পাপতৃষা কিছুতেই সংযত হবে না। শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কারাগৃহের কোনে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন অতিবাহিত কর্‌ছি—তাতেও পাপিনীর পাপতৃষা সংযত হল না। না না—আর না—যাব—রাজা ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব।

(গমনোদ্যত)

আনন্দী। (ক্ষিপ্রহস্তে হাত ধরিয়া) রণমল্ল! রণমল্ল!—

রণমল্ল। ছেড়ে দাও—ভুল্‌তে পার্‌বে, সুখী হবে—ছেড়ে দাও; (টানাটানি করিতে করিতে) রাখ্‌ব না—এ প্রাণ, এ তুচ্ছ প্রাণ—আর কিছুতেই রাখ্‌ব না—ছাড়্‌বে না? যেতে দেবে না?—তবে মর—মর রণমল্ল! এখানেই মর—(নিজহস্তে নিজের গলা টিপিয়া ধরিলেন)

আনন্দী। (যথাশক্তি বাধা দিতে দিতে) ওহো—কি কর! কি কর রণমল্ল!—হায়! হায়!—কি হবে! কি কর্‌লাম!—

রণমল্ল। ছেড়ে দাও!—ছেড়ে দাও! ছার প্রাণ! এখনও রয়েছিস্? এখনও এ দেহে রয়েছিস্? (পুনঃ পুনঃ কারাপ্রাচীরে মস্তক আঘাত ও রক্তপাত)

আনন্দী। (সরোদনে) হায়! হায়! কি হলো! একি! রণমল্ল! আমি অবলা, আমায় ক্ষমা কর; আমি আর কিছু বল্‌ব না —ওহোঃ (পুনঃ পুনঃ বাধাদিতে চেষ্টা) কি করি! (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো! কে কোথায় আছ? রক্ষা কর, রক্ষা কর;—খুন হল —খুন হল—রক্ষা কর—রণমল্ল! রণমল্ল! (বারম্বার বাধা দিতে চেষ্টা)

রণমল্ল। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে আনন্দী!—আমায় ছেড়ে দে!—

(দ্রুত শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। (রক্তাক্ত কলেবর রণমল্লকে দেখিয়া) এঁ্যা—একি! একি! করেন কি সেনাপতি! (হাত চাপিয়া ধরিয়া) ছিঃ ছিঃ আত্মহত্যা যে মহাপাপ! বৌদি! তুমি আবার এখানে কেন এসেছ?

রণমল্ল। উঃ মর্‌তে দিলে না! আমায় মর্‌তে দিলে না—শান্তি! মহাপাপ কর্‌লে;—মর্‌তে দিলে না!—আমার সুখের মৃত্যুতে বাধা দিলে? মহাপাপ কর্‌লে!

আনন্দী। ভাই রণমল্ল!

রণমল্ল। ছুঁয়ো না; কাছে এস না।

আনন্দী। (স্বগতঃ) আনন্দী! আর কেন? এখন প্রস্তুত হও; এবার নিজের পথ দেখ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর—আর কেন?

শান্তি। হায়! হায়! সেনাপতি!—কি কর্‌লেন!—কি কর্‌লেন! দেখুন দেখি,—নিজের হাতে এত কষ্ট—উঃ কত রক্ত! কত রক্ত!—(যত্ন সহকারে মুছাইয়া দিতে ব্যাপৃত হইলে)

রণমল্ল। হয়েছে; যাও শান্তি! যেতে দাও—আমি আর এ পাপ সংসারে থাক্‌ব না; (গমনোদ্যত)

আনন্দী। রণমল্ল! রক্তটা ভাল করে মুছিয়ে দিই ভাই। (স্বীয় অঞ্চলের দ্বারা রক্ত মুছিয়া লইলেন)

রণমল্ল। না না, যেতে দাও; যেতে দাও। (শান্তি ও আনন্দীর বাধাদান)

শান্তি। (স্বগতঃ) হায়! হায়!—কি করে আট্‌কাব?—কই? গুরুদেব এখনও আস্‌ছেন না কেন? (প্রকাশ্যে) কোথায় যাবেন সেনাপতি!—আপনার পায়ে পড়ি—ক্ষান্ত হউন! স্থির হউন! শুনুন রাজবাড়ীর কি দুরবস্থা!—মিবারেশ্বর মিবারেশ্বরীর অভাবে চারিদিক বিষাদময় মরুভূমির মত ধূ ধূ কর্‌ছে! বীর অভাবে চিতোর আজ মহা শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে!—আবার সুযোগ বুঝে শত্রুগণ চিতোরের বিরুদ্ধে মাথা তুল্‌ছে—

রণমল্ল। (কিঞ্চিৎ সংযতভাবে) এ্যাঁ! সে কি? রাজারাণী তবে কোথায়?—এ সব কি বল্‌ছ শান্তি!

শান্তি। রাজারাণী রাজ্য ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়েছেন; রাজ্যের রাজা এখন গুরুদেব!

রণমল্ল। সেকি? গুরুদেব! হায়!—এ সব কি শুন্‌ছি? শান্তি! শান্তি! এই সংবাদ শুনাতেই কি আমার মৃত্যুতে বাধা দিলে? দাও—ছেড়ে দাও! মহারাজ! মহারাজ!—এ দাসকেও সঙ্গে লও—(বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে মুক্ত তরবারি হস্তে গুরুদেব তন্ত্রাচার্য্যের প্রবেশ)

তন্ত্রাচার্য্য। রণমল্ল! রণমল্ল!
কোথা যাও—কার অন্বেষণে?
ধর ধর করে এই শাণিত কৃপাণ—
মুছে ফেল দুর্ব্বলতা অন্তর হইতে;
যোগবলে জানিয়াছি আমি

হবে পুনঃ কুম্ভসনে মীরার মিলন ;
ফিরিবে চিতোরে দোঁহে প্রফুল্ল অন্তরে।
ধর, ধর রণমল্ল! ধর অসি তীক্ষ্ণধার
শত্রু বিনাশিনী (অসি প্রদানোদ্যত)
নবোৎসাহে নবীন উদ্যমে।
দাঁড়াও আবার যদি অগ্রগামী হয়ে—
হেরি বীর বপু তব
চিতোরের সন্তপ্ত হৃদয়ে
শান্তিবারি হইবে সিঞ্চিত ;
ধমণীতে তপ্ত রক্ত বহিবে আবার ;
দ্বিগুণ উৎসাহে সবে হবে উৎসাহিত।
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নাচিবে আবার
রণপ্রিয় সৈন্যগণ ; মুমূর্ষু মিবারে
হবে পুনঃ সজীব সকলে।
চল ত্বরা ; শুভ কার্য্যে বিলম্ব না কর।
(অসি দান ও রণমল্লের গ্রহণ)

রণমল্ল। চলুন ; চলুন গুরুদেব!
ভীত নহে রণমল্ল সমর আহ্বানে ;
এই মম জীবনের সাথী ; এই মম
জীবনের ব্রত সুমহান।

(প্রস্থান)

শান্তি। গুরুদেব! গুরুদেব! হায়! কি করিলে!

(প্রস্থান)

আনন্দী। হায়! হায়! সব শেষ হল!

তন্ত্রাচার্য্য। বল জয়! মিবারের জয়!

(প্রস্থান)

আনন্দী। (স্বগতঃ) ছিঃ ছিঃ—কি লজ্জা! কি ঘৃণা! আনন্দী! বিলাসব্যসনমত্তা আনন্দী!—তোমার পথের সাথী কে? জীবনের শেষ সম্বল কি? এখনও কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? প্রজ্জ্বলিত চিতানল, শাণিত ছুরিকা, উদ্বন্ধন, হলাহল—অনেক আছে—সুপথ দেখ—সুসঙ্গী বেছে নাও।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীরূপগোস্বামীর আনন্দকুটীর

(সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডোপরি উপবিষ্টা বৈষ্ণববেশিনী ধ্যানমগ্না মীরাবাই)

(খঞ্জনীহস্তে গাহিতে গাহিতে ব্রজবালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

গীত

এখন ও কি বুঝ্‌লি না মন!
কাট্‌লি না এ মায়ার পাশ?
ছাড়্‌লি না তুই ছার পরিবার
হল না তোর আশার নাশ?
ধরম করম কর্‌বি কখন?
ভোগ বিলাসে সদাই মগন,
শেষের সেদিন আস্‌বে যখন
বল্‌বি কি তুই তাঁহার পাশ?

রবে না তোর কেহ তখন
ছেড়ে যাবি শমন সদন ;
কাঁপবে দেহ পাপের কারণ
ঘুচ্‌বে তোর ঐ মুখের হাস।
আমি তুমি আমার তোমার,
এ উপাধি সবই মায়ার
এ সংসারে সবই অসার
হেথায় কেবল হাহুতাশ।
চিন্তাকর চিন্তামণি
এ সংসার যে মায়ার খনি,
মায়ায় মুগ্ধ সকল প্রাণী
রেখ মনে এ বিশ্বাস।
এই যে দেহ সোণার মত
দিন ফুরালে রবে না ত ;
শিয়াল কুকুর খাবে হয় ত
কিম্বা হবে ভস্মরাশ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (বারেক মীরার দিকে তাকাইয়া) আহা ! আমার ধ্যানে মীরা আমার আত্মহারা ! কিন্তু আমি যে অহর্নিশি কাছে কাছেই রয়েছি তা আর কিছুতেই জান্‌তে পার্‌ছে না ; মনে করেছে সত্য সত্যই আমি ব্রজবালক অনাথ গোপাল —কি করেই বা বুঝ্‌বে ? এখনও যে তার অর্দ্ধ অঙ্গ ভোগের ভাবনায় অস্থির। পতি পত্নীর উভয়ের কর্ম্মভোগ শেষ না হলে ত আমার স্বরূপ দর্শন হয় না। ঐ যে—এবার খেলাটা মন্দ হবে না দেখ্‌ছি।

(প্রস্থান)

মীরা। (চোখ চাহিয়া) কই? দয়াময়! কোথায় তুমি? একবার এস! একবার কাছে এসে দাসীকে দেখা দিয়ে যাও প্রভু!—কই? আমার গোপালও আজ এত ক্ষণ আস্‌ছে না কেন? আহা! গোপাল আমার বেশ ছেলেটি; দেখ্‌লে চোখ জুড়ায়; কোলে কর্‌লে বুক জুড়ায়। সব দুঃখ সব জ্বালা দূরে যায়—(চিন্তা)

(অন্যদিক দিয়া ছদ্মবেশী কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। এই ত আনন্দ কুটীর! কিন্তু কই? আমার মীরাকে ত কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছি না। হায়! আজ রাজমহিষী মীরা আমার দীনহীনা নিরাশ্রয়া কাঙ্গালিনী। আজ হয় ত মীরার সেই শ্রী নেই, সেই শোভা নাই; আজ হয় ত স্বর্ণময়ী মীরার হৃদয় শূন্যময় মরুভূমি! (করজোড়ে) দয়াময়! দীনবন্ধু! না জানি প্রাণাধিকার আজ কি দুর্দ্দশা দেখ্‌ব—উঃ!

(চক্ষে বস্ত্রদান)

(আপন মনে মীরার গীত ও বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে কুম্ভের দর্শন ও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ)

গীত

মীরা। চোখে চোখে তারে হল না রাখা;
আঁখির পলকে ফিরে পাইনে দেখা।
ভাবিনিকো ভাল করে কেমন মূরতি তার—
কালা কি শুধুই কাল না কিছু আছে বাহার;
মজায়ে গোপিনীদল, প্রেমে বুঝি ঢল ঢল
ও তার টলমল আঁখিটি বাঁকা;
আঁখিটি বাঁকা আনন অমিয় মাখা।
যবে, মোহন মুরলী করে দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গঠামে
ধড়াচুড়াপরা বনমালী—

পীত বসন শোভা মরি কিবা মনোলোভা
শিখিপুচ্ছ পড়েছে তায় হেলি ;
এখন, কোথায় লুকাল তার কেলি করা ?
কোথায় মিশিল সে ভাবে কারা ?
সবে ভবভাবে হয়েছি বিভোরা ?
তারে দেখি দেখি করে পাইনে দেখা ;
আমি পাইনে দেখা ভালে কত কি লেখা !

কুম্ভ। আহা ! কে ? কে এই রমণী ? কে এই বৈষ্ণবী ? বোধ হয় এই আমাকে আমার মীরার সন্ধান দিতে পার্‌বে (ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া মীরার প্রতি) কে তুমি ? কে তুমি দেবী ! সুললিত কণ্ঠে দশদিক মুখরিত করে তুলেছ—কে তুমি দেবী ?

মীরা। আমি চিরদুখিনী দীনা হীনা ভিখারিণী—আপনি কে প্রভো ?

কুম্ভ। আমিও চিরদুখী দীনহীন ভিখারী।

মীরা। ভিখারী !—এ্যা ! তবে কি আপনি হরিপ্রেমভিখারী ব্রজবাসী ?

কুম্ভ। না—আমি তা নই ; —তবে বিশেষ প্রয়োজনে এই ব্রজধামে এসেছি।

মীরা। কি প্রয়োজন ?

কুম্ভ। দেবী ! শুনেছি এখানে আমার হারানিধি আছে ;—আমার বড় সাধের বড় যত্নের বড় আদরের একটি পাখী শুন্‌লাম নাকি তোমাদের এই ব্রজপুরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। —তাই তাকে খুঁজ্‌তে এসেছি ; তোমরা কি কেউ আমার পাখীটিকে দেখেছ ?—তোমরা কি কেউ আমার পাখীটিকে

ধরে রেখেছ ? যদি দেখে থাক, যদি রেখে থাক, তবে বল না আমার পাখীটি এখন কোথায় আছে ? (ব্যাকুলভাবে) আমি যে তাকে দেখ্‌বার জন্য বহুদূর হতে ছুটে এসেছি—দয়া করে বল না।

মীরা। (সবিস্ময়ে) একি ! কে এই মহাপুরুষ !—পাখী ? কোন পাখী ?—এ নিশ্চয় আমার কাল পাখীর সন্ধানে এসেছে ; আমার নীলকান্তমণির সন্ধানে এসেছে ; ভক্ত—পরম ভক্ত।

কুম্ভ। দেবি ! তুমি ত আনন্দকুটীরেই থাক ? এই ত আনন্দ কুটীর ? তবে বল না কে আমার প্রাণের পাখীটিকে ধরে রেখেছে ? বল না—

মীরা। প্রেমিক ঠাকুর ! দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন ; (প্রণিপাত)

কুম্ভ। (প্রতিনমস্কার করিয়া) না না না ; আমায় নমস্কার কেন ? আমি উন্মত্ত—আমি লক্ষ্মীভ্রষ্ট মহাপাতকী—আমি যে চণ্ডাল হতেও নীচ ; আমায় নমস্কার কর্‌লে কেন দেবি ? বল, বল—আমার পাখীটি কোথায় ? হৃদপিঞ্জর ভেঙ্গে পাখীটি আমার এখানে উড়ে এসেছে ; তাই আমি উধাও হয়ে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বল বল—আমার পাখী তোমরা কোথায় রেখেছ বল ? রেখেছ কিনা বল ? দেখেছ কিনা বল ? —সে যে আজ কবছরের উপর হল পালিয়েছে।

মীরা। একি ! সহসা আমার পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠ্‌ছে কেন ? সেই রূপ, সেই শব্দ, সেই স্পর্শ, হৃদয়ে অনুভূতি হচ্ছে কেন ? তাই ত ! তবে কে এই মহাপুরুষ !

(কুম্ভকে বারেক দর্শন করিয়া অবনতমস্তকে চিন্তা)

কুম্ভ। বল্‌লে না ? বল্‌লে না ? হায় ! কত প্রভেদ ; দেখ্‌তে শুন্‌তে এক হলেও হৃদয়ের কত প্রভেদ ! আমার এত দুঃখ দেখে

—এ যদি আজ সে হত—আকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ত—কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিত—

মীরা। প্রভু! বলুন, বলুন আপনি কে? আর ছলনা করবেন না; আপনার প্রকৃত পরিচয় দিন। (অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিলেন)

কুম্ভ। তাই ত!—এও ত দেখ্‌ছি কেঁদে ফেল্লে; এও ত দেখ্‌ছি আমার দুঃখে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। তবে—তবে—

(দ্রুত গোপালবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা! মা! রাণীমা!—এ তোর কে মা? তুই কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস মা?

মীরা। (বস্ত্রাঞ্চল হইতে মুখ তুলিয়া) কে? গোপাল!

(সাদরে কাছে টানিয়া লইলেন)

কুম্ভ। (স্বগতঃ) এ্যা—রাণীমা!—তবে কি এই আমার মীরা!

(বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দর্শন)

কৃষ্ণ। হাগা! তুমি আমার মার দিকে অমন করে চেয়ে আছ কেন? কি দেখ্‌ছ?—মা! তোকে অত দেখ্‌ছে কেন? (উভয়ের দিকে চাহিয়া) হাঁ—বুঝেছি—বুঝেছি; বেশ হয়েছে—ঠিক হয়েছে।

মীরা। চুপ কর—গোপাল!

কৃষ্ণ। তা হলে আমি চলে যাব; তোমার কাছে আর আস্‌ব না। হাঁ—

মীরা। কে বলেছিল আস্‌তে? যাও না দেখি?

কৃষ্ণ। যাব? আচ্ছা,—আচ্ছা—আর আমায় ডাক্‌লেও কিন্তু আসব না; চল্লুম। (গমনোদ্যত ভাবে ফিরে ফিরে দেখা)

মীরা। ঈস্! বড় যে আদর? এই এলেন—আবার এখুনি চল্লুম!

কৃষ্ণ। ডাক্‌লে না?—যেতে বারণ কর্‌লে না?—তবে আমি যাই;

(গমন)

মীরা। না না, যেও না; যেও না গোপাল! (দ্রুত গিয়া হাত ধরিলেন)

কৃষ্ণ। এখন কেন? ছেড়ে দাও না—চলে যাই;

মীরা। না গোপাল! এ জীবনে আর তোমায় ছাড়্‌তে পার্‌ব না;

কৃষ্ণ। তা আমিও জানি।

মীরা। কি করে জান্‌লে?

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) তা বুঝি জান না? আমি যে সবজান্তা;

মীরা। ঈস্!

কৃষ্ণ। হাঁ—আমি সব জানি; সত্যি বল্‌ছি।

কুম্ভ। (স্বগতঃ) আহা—কি সুন্দর বালক! কি অমিয় ভাব! কি সুকুমার গঠন! কি সুন্দর পদ্মপলাশ নয়ন! মরি মরি কি মধুর কথা! তার উপর—কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত মাতৃভাব!

কৃষ্ণ। সত্যি বল্‌ছি মা! বিশ্বাস কর্‌ছ না?

মীরা। সত্যি বৈ কি—তুমি না হলে আর সবজান্তা কে হবে?

কৃষ্ণ। (কুম্ভকে) হাঁগা! তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ? আমাদের দেখ্‌ছ? আমরা কেমন খেল্‌ছি দেখ্‌ছ?—মা ছেলের কেমন ভাব তাই দেখ্‌ছ?

মীরা। তুমি বুঝি আমার ছেলে?—না প্রভু! মিথ্যা কথা।

কৃষ্ণ। হাঁ—মিথ্যা বৈ কি—

মীরা। তবে বুঝি তুমি সত্যি আমার ছেলে?

কৃষ্ণ। তা না ত কি? আমি বুঝি তোমায় মা বলে ডাকি না?—ও—বুঝেছি—আমি তোমার পেটের ছেলে নই কি না?—সবজান্তা ছেলে কি না?

মীরা। আবার সবজান্তা?

কৃষ্ণ। নয়? আচ্ছা মা! বল, আমি যা বল্লুম ঠিক তাই ভাব নি?

মীরা। তাই ত!

কৃষ্ণ। কেমন? এখন দেখ্‌লে ত সবজান্তা কি না?

মীরা। আচ্ছা সবজান্তা! বল দেখি ইনি কাকে খুঁজ্‌ছেন?

কৃষ্ণ। হাঁ—নিশ্চয় বল্‌ব। আচ্ছা দেখুন! আপনি একবার বলুন ত আপনার কি হারিয়েছে?

মীরা। বাঃ—এই বুঝি তুমি সব জান? বেশ সবজান্তা ত?

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) ও—আমায় সব বল্‌তে হবে?—আচ্ছা দেখুন! না না (অন্যমনস্কভাবে) হাঁ মা! তুমি কি বল্‌তে বল্লে?—ও—ইনি তোমার কে হন তাই?

মীরা। তুমি বড় দুষ্টুমি শিখেছ গোপাল! এখান থেকে যাও এখন—

কৃষ্ণ। ছিঃ! ছিঃ!—মা হয়ে বুঝি ছেলেকে যাও বল্‌তে আছে?—এস বল্‌তে হয়।

কুম্ভ। (স্বগতঃ) আহা! ছেলেটির কি পাকা বুদ্ধি!

মীরা। হাঁ—আমি অন্যায় বলেছি; রাগ করো না গোপাল! আমি বল্‌ছিলাম—ইনি কাকে খুঁজ্‌ছেন?

কৃষ্ণ। তোমাকে—আবার কাকে?

মীরা। না না; আমাকে কেন খুঁজ্‌বেন? একটি পাখী খুঁজ্‌ছেন বল—তবে ত সবজান্তা হবে?

কৃষ্ণ। তা হলে তুমিই সেই পাখী; আর আমিও ঠিক সবজান্তা।

মীরা। বেশ!—আমি বুঝি পাখী? আমি ত মানুষ;

কৃষ্ণ। হাঁগা!—তুমি মানুষপাখী খুঁজ্‌ছ না?

কুম্ভ। দেবি! বালক সত্য কথাই বলেছে; আমি একটি মানুষ পাখীই খুঁজ্‌ছি।

কৃষ্ণ। কেমন ? দেখ্‌লে ? আচ্ছা দেখুন, আপনার পাখীটা দেখ্‌তে খুব সুন্দর ; না ?

কুম্ভ। হাঁ—খুব সুন্দর ;

কৃষ্ণ। দেবী প্রতিমার মত হবে ?

কুম্ভ। হাঁ ঠিক ;

কৃষ্ণ। আচ্ছা—কৃষ্ণগুণগান করে ? হরি হরি বলে ?

কুম্ভ। হাঁ গায়—বলে ;

কৃষ্ণ। কেমন মা ? তোর সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে ত ?—আচ্ছা, আপনার পাখীর নামটা কি মীরা ?

মীরা। চুপ ! দুষ্টু ছেলে—

কুম্ভ। আর কেন ভ্রান্ত মন ! আর জান্‌বার বাকি কি রইল ? বালক ! তুমি ঠিক বলেছ—(স্বগতঃ) এই ! এই আমার হারাধন মীরা !

কৃষ্ণ। কেমন বলে দিয়েছি ? এইবার কি পুরস্কার দেবেন দিন ;

মীরা। (স্বগতঃ) এঁ্যা ! তবে কি সংসারে আমি একা নই ? আমার পথের পথিক আরও আছে ?

কৃষ্ণ। কই ? দিন—

কুম্ভ। বালক ! আজ ভিক্ষায় যা কিছু পাব তোমাকেই সব দিয়ে যাব। দেবি ! আমায় একটি ভিক্ষা দিতে হবে ;

মীরা। ভিক্ষা !—সেকি প্রভু ! আমিও যে ভিখারিণী ; আমার কাছে কি ভিক্ষা চাইবেন ?—আপনি ধনীদের গৃহে যান ; প্রচুর ভিক্ষা পাবেন। (বিনীতভাবে) প্রভু ! আমি যে অতি দীনা হীনা কাঙ্গালিনী—ভিক্ষা দেওয়ার অধিকার যে ভগবান আমার ফিরে নিয়েছেন—আমার যে আর এমন কিছুই রাখেন নি—যে একজন ভিখারীকেও দান কর্‌তে পারি।

কুম্ভ। আছে ; প্রকৃত ভিক্ষা দেওয়ার শক্তি তোমারই আছে। ধনীদের সাধ্য কি যে আমার অভিলাষ পূর্ণ করে ?

মীরা। যদি এ দাসীর সাধ্যাতীত না হয়—আজ্ঞা করুন।

কুম্ভ। আমায় ক্ষমা ভিক্ষা দাও দেবি !

মীরা। সেকি ! ক্ষমা ভিক্ষা কি ? আপনি ত আমার কাছে কোন অপরাধ করেন নি—আপনি ত অপরাধী নন।

কুম্ভ। মীরা ! মীরা ! এখনও কি অপরাধীকে ধরতে পারলে না ? এখনও কি চিনতে পারলে না ? প্রাণাধিকে ! ক্ষমা ভিক্ষা ভিন্ন আমার আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত কি আছে বল ?—আমি যে অত্যাচারী পত্নীপীড়নকারী মহা অপরাধী কুম্ভসিংহ ! (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া) বল—এখন চিনতে পেরেছ ?

মীরা। (সাশ্রুলোচনে) স্বামিন ! স্বামিন ! তুমি !—ছদ্মবেশে তুমি ! প্রভু ! দাসীকে কি তোমার এখনও মনে আছে ? —দয়াময় ! দয়াময় ! (চক্ষে বস্ত্রদান ও পদতলে পতন)

কুম্ভ। মীরা ! মীরা ! প্রাণাধিকে ! আমায় ক্ষমা কর। (তুলিতে তুলিতে) এস—এ দগ্ধ হৃদয় শীতল কর। আমি মহাপাপী, পাপের জ্বালায় আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ; প্রেমালিঙ্গন দিয়ে শীতল কর। (আলিঙ্গন) আশ্চর্য্য ! মীরা ! রাজ্যেশ্বরী আমার ! এক বছরেই কি হয়ে গেছ ?—কি ভীষণ পরিবর্ত্তন !

মীরা। স্বামিন ! আবার আমি তোমায় পেয়েছি।

কুম্ভ। হাঁ মীরা ! আমিও আবার তোমায় পেয়েছি।

মীরা। স্বামিন ! আমি যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম—দয়াময় দীনবন্ধু হরি আমায় রক্ষা করেছিলেন ; তাই আমি আবার তোমাকে পেয়েছি। (সালিঙ্গনে মহারাজের বক্ষে মুখ লুকাইলেন)

কুম্ভ। মীরা! মীরা! আবার যে তোমাকে পাব—আবার যে তোমাকে এমনি করে বুকে ধর্‌ব—সে আশা আমার আদৌ ছিল না; কেবল তোমার দয়াময়ের দয়াতেই তোমায় পেয়েছি। দয়াময় দীনবন্ধু হরি তোমাকে আমায় ভিক্ষা দিয়েছেন। (বস্ত্রে চক্ষু মুছিলেন)

কৃষ্ণ। বা—রে! আমিই সব বলে টলে মিলিয়ে দিলুম; আর তোমরা সব দয়াময় দীনবন্ধু কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে? ও—বুঝেছি, পুরস্কার দেওয়ার ভয়ে; —নয়?

কুম্ভ। এস বৎস! আমি তোমায় পুরস্কার দিচ্ছি; (গ্রহণ ও চুম্বন) মীরা! এ তোমার সহজ ছেলে নয়; একে আদর করে বুকে নাও।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গা! তুমি কি আমার সত্যিকার বাবা?

মীরা। (সলজ্জভাবে) বালক! তুমি ত বলেছ তোমার কেউ নেই;

কৃষ্ণ। হাঁ—বেশ হয়েছে; তুমি আমার মা—আর এই আমার বাবা; বাবা! বাবা! আমায় কোলে কর।

কুম্ভ। আহা—হা কি সুমধুর সম্বোধন! এস বৎস—এ হতভাগ্যকে পবিত্র কর। (বালককে কোলে লইলেন)

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) আহা! কি সরলতা—কি সহজ সরল ভালবাসা! (প্রকাশ্যে) মা! এইবার তুই আমায় একবার কোলে কর;

মীরা। (হাত বাড়াইয়া) এস গোপাল! (কোলে লইয়া) স্বামিন! এই আমার অঞ্চলের ধন—অন্ধের নয়ন; এই আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ, সম্পদ, যা কিছু সব। এই আমার বৃন্দাবনের সাথী; সুখের সহচর। কি আনন্দ! আজ আপনি এসেছেন—দেখ্‌বেন এই বৃন্দাবনে কত আনন্দ! কত প্রেম! কত ঐশ্বর্য্য!

কৃষ্ণ। মা! তোরা এখন গুরুদেবের কাছে যা; আমি ভিক্ষা করতে যাই। (কোল হইতে অবতরণ)

কুম্ভ। না বালক! আর ভিক্ষা করতে হবে না;

মীরা। এই গোপাল আমায় দুধ ফলমূল ভিক্ষা করে এনে খাওয়ায়; আমি আর অন্য কিছু খাই না।

কৃষ্ণ। হাঁ সত্যি; আমার মা আর অন্য কিছুই খায় না। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) যেখানে পবিত্র প্রেম—সেখানে আমি এমনি করেই বাঁধা পড়ি। (প্রস্থান)

কুম্ভ। চল মীরা! গুরুদেবের নিকট গিয়ে বিদায় গ্রহণ করি;

মীরা। সেকি! বিদায়! এত শীঘ্র! দিন দুই আমার কাছে থাকবেন না? বৃন্দাবনের সব শোভা দেখ্‌বেন না?

কুম্ভ। মীরা! তুমি কি মনে করেছ যে আমি তোমায় এখানে রেখে বিদায় হব?

মীরা। তবে আমি কোথায় যাব স্বামিন!

কুম্ভ। আমি যেখানে যাই সেখানে যাবে; আমাদের কি যাওয়ার কোন স্থান নাই? মীরা!

মীরা। ক্ষমা করুন স্বামিন! আর আমি এই আনন্দধাম বৃন্দাবন ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না। আপনি আমাকে সে অনুরোধ করবেন না; আমার অনুরোধ আপনিও আর সকলকে নিয়ে এখানে চলে আসুন।

কুম্ভ। পাগল তুমি! আর আমার কে আছে? মীরা!

মীরা। কেন? দিদি আছেন; তারপর—

কুম্ভ। (বাধা দিয়া) উঃ মীরা!—আর না—আর ও পাপ নাম মুখে এন না মীরা! শুনলে প্রাণ কেঁপে ওঠে—

পাষাণী—আনন্দী পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি !—আর ও নাম উচ্চারণ করো না। উঃ—কি বিচিত্র নারী চরিত্র !

মীরা। স্বামিন ! জীবিতেশ্বর !

কুম্ভ। চল—চল মীরা !—চল চিতোরে ফিরে যাই ; আমি যে তোমায় ছেড়ে একদণ্ড স্থির থাক্‌তে পারি না মীরা !

মীরা। তবে চলুন—গুরুদেব কি আজ্ঞা করেন শুনি গিয়ে ; আমার মতে ওসব দেশ—রাজ্য ছেড়ে এই নিত্য আনন্দময় বৃন্দাবনধামে এসে থাক্‌লেই ভাল হয় ; এই বৃন্দাবন স্বর্গরাজ্য, প্রেমের রাজ্য ; শান্তির রাজ্য। এখানে ছোট বড় ভেদ নাই—জাতি বিজাতি বোধ নাই—সমাজ শাসনের তীব্র কশাঘাত নাই—সংসারের বিভীষিকা নাই। এখানে কেবল আনন্দ ! কেবল প্রেম ! কেবল শান্তি !

কুম্ভ। কিন্তু মীরা ! আমি যে একটা রাজ্যের রাজা—আমি যে রাজপুত—আমার যে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। তুমি কি জান না মীরা !—যে জপ, তপ, পূজা, ধ্যান সবই আমার জননী জন্মভূমি ? মীরা ! যে জন্মভূমিকে অতি কষ্টে অতি যত্নে মহাশত্রুর করাল কবল হতে উদ্ধার করেছি, তাকে আজ কি করে পরের হাতে বিলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব ? মীরা ! কি করে আত্মগৌরব বিলিয়ে দিয়ে শিশোদীয় বংশের জাতি ধর্ম্ম কুল মর্য্যাদা অতল বিস্মৃতি সলিলে নিমজ্জিত কর্‌ব ? মীরা ! জন্মভূমিকে শত্রুর কবলে ফেলে দিয়ে কি করে রাজপুত কুলরবি বাপ্‌পারাওয়ের নিষ্কলঙ্ক উন্নত শিরে কলঙ্ক পশরা তুলে দেব ? মীরা !—পার্‌ব না—কিছুতেই পার্‌ব না। ঐ শুন মীরা ! মা আমাদের ডাক্‌ছেন ; এস—চল—আর বিলম্ব করো না। মীরা ! যদি মিবারে

ফিরে যাও, দেখ্‌তে পাবে, এরই মধ্যে তোমার অভাবে ঐশ্বর্য্যময় হয়েও রাজা হতশ্রী, অতুল বৈভবের মধ্যেও নিদারুণ দারিদ্র, অফুরন্ত বিলাসের মধ্যেই নিদারুণ পেষণ, দিগমণ্ডল মুখরিত হাস্যের পাশেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ! —সর্ব্বত্র কলহ বিদ্রোহ অবিচার ও অত্যাচারের আভাস! —আর দেখ্‌বে, রাজ্যব্যাপী এক অসন্তোষের সৃষ্টিছাড়া কোলাহল। দেশের এ দুর্দ্দশা আর উপেক্ষা করো না মীরা! মিবারের রক্ষা আমাদের কুলধর্ম্ম! আর ধর্ম্মসাধনে অমত করো না দেবি! চল আমরা গুরুদেবের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে মিবারে ফিরে যাই।

(মীরার হাত ধরিয়া উভয়ে গমনোদ্যত)

মীরা। চলুন—গুরুদেব কি আদেশ করেন শুনি;

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মিবারের গ্রাম্য পথ

(উগ্রমূর্ত্তি জনৈক পথিকের নিকট ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে ছিন্নবাস জরাজীর্ণ দেবলের প্রবেশ।)

পথিক। (বিরক্তভাবে) যা—যা—যা বেটা—যা; হবে না কিছু —যাঃ (গমন)

দেবল। (অনুসরণ করিয়া) দিয়ে যান বাবা—নারায়ণ আপনার মঙ্গল করবেন—একটি পয়সা দিয়ে যান বাবা! (হস্তপ্রসারণ)

পথিক। (হাত ঠেলিয়া) বলছি হবে না; বেটা জ্বালিয়ে মার্‌লে—কি আপদ!—বেটাদের জ্বালায় রাস্তায় বেরোবার জো নেই—(হাত দিয়ে পকেট পরীক্ষা)

দেবল। (আশান্বিতভাবে পুনঃ হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক) দিন বাবা! একটি পয়সা—আজ দুদিন খেতে পাই নি।

পথিক। (অন্যমনস্কভাবে) দিন দিন যেন আরও বাড়্‌ছে—পয়সা কড়ি সঙ্গে নিয়ে বেরোবার জো নেই ; যত সব চোর ছ্যাঁচড় বাটপাড় বেটাদের হাত থেকে যদি বা পরিত্রাণ পেলুম—এই বেটা ভিখিরীদের হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই। (গমন)

দেবল। (নৈরাশ্য সহকারে) কই বাবা! কিছু দিলেন না?—দয়া করুন বাবা!—দু দিন খাই নি—(পা জড়াইয়া ধরিয়া) একটি পয়সা দিয়ে যান বাবা!—চানা কিনে খাব—

পথিক। পা ছাড় বেটা! পা ছাড়—তুই খেতে পাস নি তা কার কি?—কোথাকার আপদ মর্‌তে এসেছে?—(পা টানিয়া) ছাড়্‌লি নি? ছাড়্‌লি নি? তবে খা হারামজাদা! এই চানা খা (বলিয়া পদাঘাত ও দেবলের চিৎ হইয়া পড়িয়া "বাবা গো! কি শাস্তি! উঃ ভগবান!" বলিয়া রোদন ও "মার্‌বেন না—মার্‌বেন না" বলিয়া দ্রুত শম্ভুসিংহের প্রবেশ)

শম্ভু। কি মহাশয়! (দেবলকে তুলিয়া) লোকটাকে লাথি মেরে ফেলে দিলেন? যদি মাথাটা ফেটে যেত? (ধীরে ধীরে উদগ্রীব দৃষ্টি সহকারে শম্ভুপত্নী উদাসিনীর প্রবেশ)

পথিক। (রাগিয়া) হাঁ—হাঁ ; ফাট্‌লেই হল আর কি? ও ফাট্‌বার মাথা কি না?—বেটা পয়সা দাও, পয়সা দাও, করে একেবারে পাগল করে তুলেছে।

উদা। হায়! হায়! একটি পয়সার জন্য লোকটা এমন করে লাথি মার্‌লে? (স্বগতঃ) লোকটিকে যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—(ক্রমশঃ নিকটস্থ হইলেন)

শম্ভু। না হয় একটা পয়সা দিতেনই—

দেবল। (শম্ভুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) নারায়ণ! মধুসূদন! (গমনোদ্যত)

পথিক। দিতে হয়—আপনি দিন না মহাশয়!

(প্রস্থান)

শম্ভু। হায়! একটা পয়সা দিতে হলে মানুষ মনে করে বুঝি চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করলুম; কিন্তু এতে যে নিজের কত লাভ তা মানুষ ভেবে দেখে না; দান যে একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাও মনে করে না। (দেবলের প্রতি) দাঁড়াও ভিখারী! —কল্যাণী! কি দেখ্‌ছ? এই সংসারের ধারা—মায়ার খেলা; একে দেবার মত কিছু আছে কি? (কল্যাণীর কানে কানে কিছু বলা)

কল্যাণী। (সন্নিহিতভাবে শম্ভুর মুখের পানে চাহিয়া) স্বামিন! স্বামিন! এখনও কি এ ভিখারীকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না? —(স্বগতঃ) আহা! কি হয়ে গেছে? দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়!

শম্ভু। কে—কে কল্যাণী?—কে এ ভিখারী?—কে তুমি ভিখারী?

দেবল। এঁ্যা—আমি? (উদাসিনীর প্রতি) আপনিই কি কল্যাণ সিংহের ভগ্নী কল্যাণী? মা! আপনি আমায় কি করে চিন্‌লেন?

শম্ভু। (উদাসিনীর প্রতি) কল্যাণী! কে এ?

কল্যাণী। এখনও চিনতে পার্‌ছেন না? এ যে সেই দেবল!

(দেবলের বিস্মিত ভাব)

শম্ভু। তাই নাকি ? (দেবলের প্রতি) তুমি সেই ? কল্যাণীকে এখনও চিনতে পার নি ?—সেই রাজবাড়ীর উদাসিনীটিকে চিনতে ত ? ইনিই সেই ;

দেবল। (আশ্চর্য্যভাবে) কে ? উদাসিনী মা ? ইনি ! (সরোদনে) মা ! মা ! বড় ভুল করেছিলাম ! তখন জীবন ভিক্ষা চেয়ে বড় ভুল করেছিলাম—ওঃ কি যন্ত্রণা—মা ! মা ! আজ আমার সেই শাস্তি দিয়ে আমায় নিষ্কৃতি দে মা !

(পদতলে উপবেশন)

শম্ভু। আহা—কি কর ! কি কর ! তুমি যে ব্রাহ্মণ ! (কল্যাণীর পশ্চাদপসরণ) এস—কোন চিন্তা নাই ; আমার সঙ্গে এস।

(হাত ধরিয়া উঠাইলেন)

কল্যাণী। ঠাকুর ! আমায় ক্ষমা করবেন ; আমিই সেই উদাসিনী। আমি সব শুনেছি ; রাজবিচারে আপনি সব হারিয়েছেন— আমাদের সঙ্গে আসুন। মহারাজ আপনার এ অবস্থা দেখ্‌লে—আবার আপনার সব ফিরিয়ে দেবেন।

দেবল। মা ! আমি মহাপাপী ; আমায় দেখে কি রাজার দয়া হবে ? আজ দু'দিন খেতে পাই নি ; কেউ আমায় দয়া করে একটি পয়সা পর্য্যন্ত ভিক্ষা দেয় নি। ওঃ—কি যন্ত্রণা !

শম্ভু। চল ব্রাহ্মণ—কিছু খাবে চল ; (কল্যাণীর প্রতি) কল্যাণী ! কিছু খাবার দাও।

কল্যাণী। এস ঠাকুর !

(সকলের প্রস্থান ও বিপরীত দিক হইতে একটী পুঁটুলি বগলে করিয়া ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে তুলারামের প্রবেশ)

তুলারাম। (আপন মনে) না আঁচালে বিশ্বাস নেই বাবা ! (এক বগল হইতে পুঁটুলি অন্য বগলে সযত্নে লইয়া) আগে

বাড়ীতে না পৌছালে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না ; যে যা ছিল সব ঠিক রইল মাঝখান থেকে কিছু ফাঁক করে নিয়ে আসা গেল। এখন (পুঁটুলিতে হাত দিয়া) নিরাপদে ঘরে তুল্‌তে পার্‌লে বাঁচি। উঃ—বড়রাণী কি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রেই আমায় লিপ্ত করেছিল!—কি কূট বুদ্ধি!—কি কৌশল!—কিন্তু বাবা! ধর্ম্মের কি কল! কিছুই কর্‌তে পার্‌লে না—"কড়ি দিয়ে কানা গরু কেনাই সার হল।" যাই হোক বাবা! শর্ম্মারাম কিন্তু ফাঁকে পড়্‌বার ছেলে নয় ; হাঁ, হাঁ বাবা! (সোৎসাহে তারিফ করিয়া পুঁটুলিতে টোকা মারিতেই অতর্কিতভাবে তিন চারি জন দস্যু আসিয়া তুলারামকে ঘিরিয়া পুঁটুলি ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিলে প্রাণপণে বাধা দিতে দিতে)—দোহাই বাবা!—রক্ষা কর—ছেড়ে দাও—কিছু নেই বাবা! (দস্যুগণের প্রহার ও "চোপ শালা—চেঁচাবি ত" বলিয়া একজন দস্যু গুপ্ত ছুরিকা দেখাইলে ও সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন হস্তে ছুরিকাঘাত করিলে তুলারাম পুঁটুলি ছাড়িয়া দিতেই তৎসহ দস্যুগণের প্রস্থান)

তুলারাম। (আহত হাত চাপিয়া ধরিয়া সরোদনে) ও হো হো হোঃ—আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে গো—আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে! —কে কোথায় আছ—ধর—ধর—দস্যু! দস্যু!

(বলিতে বলিতে দস্যুদিগের অনুসরণ করিয়া প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

অন্তঃপুর বিলাসকানন

(আনন্দীর কক্ষসম্মুখস্থ দরদালান ; বিষপানরতা আনন্দী)

আনন্দী। (বিষের পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া) যাক ; নিশ্চিন্ত হলুম—সব আপদ চুক্‌ল—সকল জ্বালার শেষ হল। উঃ! পিতামাতা

যদি একটু বিবেচনা করে কাজ করত—আমার মন বুঝে আমার কথা শুনে আমায় বিবাহ দিত—তাহলে কি এই সুখের জীবনে এমন বিষময় ফল ফল্‌তো—না বিষপানেই আমার জীবন নাটকের আজ শেষ দৃশ্য অভিনয় হত ? হায় ! ঐশ্বর্য্যের মমতা না করে যদি অন্তরের ভাব লক্ষ্য করত—তাহলে কি অন্তঃসারশূন্য হয়ে সংসার সাগরে পাপতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে আজ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যেতাম ? হায় অদৃষ্ট ! জীবন যবনিকার অন্তরালে আনন্দীর এই শোচনীয় পরিণাম লিখেছিলে ? আঃ—আর পারি না ; (বসিয়া পড়িলেন ও ক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে) ওই ! ওই সম্মুখে পাপের পারাবার ! অসীম অনন্ত অকুল পারাবার ! কুল নাই—কিনারা নাই—আদি নাই—অন্ত নাই—কেবল পাপের তরঙ্গ ; পাপের প্রহেলিকা। কোথায় যাব ? হায় !—কে আমায় এ বিপদে রক্ষা করবে ? উঃ পিতা !—পিতা ! দেখে যাও !—দেখে যাও !—মেয়ের অদৃষ্টে কি সুখের ছবি এঁকে দিয়েছিলে—দেখে যাও ! ওঃ—

(আনন্দমনে জনৈকা সখির প্রবেশ)

সখি। বড় রাণী ! বড় রাণী ! (চমকিতভাবে) এঁ্যা—একি ! এরকম দেখ্‌ছি কেন ? বড়রাণী !—

আনন্দী। (আপন মনে) ওই !—ওই মঙ্গলা !—যমদূত পরিবেষ্টিতা ছিন্নমস্তা হয়ে দাঁড়িয়ে—ওই ! ওই আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে !—ওই তার পার্শ্বে নরপিশাচ দেবল দাঁড়িয়ে পৈশাচিক হাসি হাস্‌ছে—ওই ! ও আবার কে ?—ঐ যে ! তার পার্শ্বে আবার তুলারাম দাঁড়িয়ে কাতর স্বরে হাত

জোড় করে মঙ্গলার কাছে ক্ষমা চাইছে—ওহো কি ভীষণ! কি ভয়ানক!—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

সখি। হায়! সর্ব্বনাশ হয়েছে! নিশ্চয় কিছু খেয়েছে! মীরাবাই ফিরে এসেছে শুনে বিষ খেয়েছে! (আনন্দীর কাছে গিয়া) রাণী! বড়রাণী! তুমি অমন কর্‌ছ কেন?

আনন্দী। কে তুমি?—কি বল্‌ছ?—ওই! ওই!—আবার সব মিশিয়ে গেল—

সখি। তুমি অমন কর্‌ছ কেন রাণী?—মীরাবাই এসেছে; তোমায় খুঁজ্‌ছে।

আনন্দী। এঁ্যা! মীরাবাই এসেছে?—মহারাজ?

সখি। হাঁা—মহারাজও এসেছেন।

আনন্দী। ভাল—ভাল—সুখে থাক্; মীরা মহারাজ সুখী হোক্। সখি! যাও—মীরাকে বলগে—ওঃ—আর স্থির থাক্‌তে—পার্‌ছি—না (শয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন)

সখি। সর্ব্বনাশ! তুমি কি করেছ রাণীমা?—সত্য সত্যই বিষ খেয়েছ! (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো! সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! বড়রাণী বিষ খেয়েছে!

(প্রস্থান)

(ত্বরিতপদে মীরার প্রবেশ)

মীরা। দিদি! দিদি! কি করেছ? কি অপরাধে আমাদের ছেড়ে চলেছ দিদি?

(সন্নিকটে গিয়া উপবেশন)

আনন্দী। (কম্পিতকণ্ঠে) ভগ্নি! মীরা! এসেছ?—আমায়—ক্ষমা কর্‌তে—এসেছ? কই? আর—এক—জন?

মীরা। (চক্ষু মুছিয়া) দিদি! দিদি! স্থির হও; আমি নিয়ে আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

আনন্দী। উঃ—রণমল্ল!—ভাই!—তোমার কি—এখনও—যুদ্ধ—শেষ হল না?—এত বড় একটা—জীবনযুদ্ধ—নিমিষে শেষ হতে চলেছে—আর তোমার—ওঃ—এ যুদ্ধ—এখনও—শেষ হল না?—আমার যে—একটা আশা—অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে।—রণমল্ল!—একবার এস—আঃ—

(কুম্ভকে লইয়া মীরার প্রবেশ)

মীরা। (সরোদনে) স্বামিন!—দেখুন—দেখুন! দিদি কি সর্ব্বনাশ করেছেন;—দয়াময়! তুমি একি দেখাচ্ছ?—দিদি! এই যে তোমার আরাধ্যদেব এসেছেন।

(মীরার সন্নিকটে গিয়া উপবেশন)

আনন্দী। (মাথা তুলিয়া) কে?—স্বামী—দেবতা—এসেছ?

কুম্ভ। (মধুর সম্বোধনে নিকটে যাইতে যাইতে) আনন্দী! আনন্দী!—কি করলে?

(সন্নিকট গমন)

আনন্দী। (মাথা সরাইয়া) না না—আমায়—ছুঁয়ো না;—দেবতা!—আমায়—ছুঁয়ো না; আমি—মহাপাতকিনী—আমায় ছুঁয়ো না। আঃ—মীরা! ভগ্নী আমার—আমায়—পায়ের ধুলো নিয়ে দে!—আমায় পবিত্র কর—মীরা!—আমি যে—হিন্দু নারী—স্বামী যে—হিন্দুনারীর—একমাত্র আরাধ্য!—দে—দে মীরা!—এই শেষ সময়—

মীরা। (কাতরদৃষ্টিতে কুম্ভের দিকে বারেক চাহিয়া) স্বামিন! স্বামিন!

কুম্ভ। (মীরার অন্তরের ভাব বুঝিয়া) আনন্দী! আনন্দী! (কাছে বসিয়া আনন্দীর মাথা কোলে লইয়া) পাপের চিন্তায় আর দগ্ধ হয়ো না;—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় ক্ষমা করছি।

আনন্দী। আঃ—কি তৃপ্তি!—কি আনন্দ!—পবিত্র—আজ পবিত্র হলাম!—কে জান্‌ত? মরণের পথে—এত শান্তি—এত সুখ! স্বামিন!—এতদিন—চিন্‌তে পারি নি। দাও—(পদধূলি গ্রহণ) আঃ! মীরা!—ভগ্নি! আমায় ক্ষমা করেছ? আমায়—ক্ষমা করেছ? আমি যে তোমায়—আজীবন—

মীরা। দিদি! দিদি! ভগবান আপনাকে ক্ষমা করেছেন; আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

আনন্দী। কি করে বুঝ্‌ব ভগ্নি?

মীরা। না হলে কি কখন স্বামীর কোলে মাথা রেখে—সজ্ঞানে শেষ সময় স্বামীর পদধূলি নিয়ে—দিদি! দিদি! আশীর্ব্বাদ কর—আমিও যেন তোমার মত সৌভাগ্যশালিনী হতে পারি।

(কুম্ভ ও মীরা চক্ষু মুছিলেন)

আনন্দী। আমি যে—আত্ম—হত্যা—

মীরা। (বাধাদিয়া) না দিদি! না; আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—এই আত্মহত্যার অন্তরালে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা রয়েছে—প্রাক্তন।

আনন্দী। মহারাজ!—

কুম্ভ। বল—বল আনন্দী!

আনন্দী। আমার—একটি—বাসনা—

মীরা। কি বাসনা দিদি!

(দ্রুত শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। বৌদি! বৌদি!—হায়! কি করলে? নৈরাশ্যের অন্ধকারে সব আচ্ছন্ন করে দিয়ে কোথায় চল্‌লে?—দাদা! দাদা!

এদিকে ত এই দেখ্‌ছ ; ওদিকে গিয়ে দেখ আবার কি এক নূতন বিপদের সৃষ্টি হচ্ছে।

মীরা ও কুম্ভ। কি হয়েছে ?—ওদিকে আবার কি হয়েছে শান্তি ?

আনন্দী। এস শান্তি—কাছে এস ;—কি হয়েছে বল—আঃ—আর পারি না—(অস্থিরভাব)

শান্তি। (আনন্দীর সন্নিকট হইয়া) বৌদি ! তোমার বিষপানের কথা শুনে বীরবপু রণমল্ল সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করেছেন ; শুন্‌লাম গৈরিক পর্য্যন্ত ধারণ করেছেন। (সকলের অস্থিরভাব)

কুম্ভ। রণমল্ল সংসার ছেড়ে চলেছে !—রণমল্ল !—বন্ধু রণমল্ল ! (উঠিতে চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে গৈরিক বেশ পরিহিত রণমল্লের প্রবেশ)

রণমল্ল। এই যে মহারাজ ! আমি এসেছি ; আপনাদের নিকট বিদায় নিতে এসেছি। আনন্দী ! আনন্দী !—নিজের পথ নিজেই পরিষ্কার করেছ ?—বেশ করেছ ; (সন্নিকট গমন করিয়া) চেয়ে দেখ ভগ্নি ! (শান্তির প্রস্থান)

আনন্দী। ওঃ রণমল্ল !—আমার কি হবে ?—আমার যে—একটি বাসনা —অপূর্ণ রয়ে গেল—

কুম্ভ। বন্ধু ! এই কি তোমার শেষ বিবেচনা ? এই কি তোমার মিবারেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য ?

রণমল্ল। ক্ষমা করুবেন মহারাজ ! আর নয় ; আনন্দীবাইএর সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত কর্ত্তব্যের শেষ হয়েছে। আনন্দী ! ভগ্নি ! আবার কি বল্‌ছ ? সব ভুলে যাও। কোন ভয় নাই —আমি রইলুম ; আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত সাধনা দিয়ে তোমায় নিষ্পাপ করুতে ; এই আমি তোমায় স্পর্শ করে শপথ করছি—তোমার সমস্ত পাপ আমি মাথায় করে নিলাম।

কুম্ভ। ধন্য ! ধন্য রণমল্ল ! তুমিই আনন্দীকে যথার্থ ভালবেসেছিলে ; তোমার ভালবাসাই সত্য।

মীরা। সেনাপতি ! বোধ হয় দিদির বাসনা ছিল—শান্তির সঙ্গে আপনার বিবাহ দিয়ে আপনাকে সুখী করেন।

আনন্দী। হাঁ—হাঁ মীরা !—ঠিক বলেছ—ঠিক ধরেছ—রণমল্ল !—

রণমল্ল। অসম্ভব ! আমি আজ হতে গৃহত্যাগী উদাসী—আর শান্তি রাজকন্যা—

(গৈরিক বসন পরিহিতা শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। আর আমি রাজকন্যা নই ; আমিও আজ থেকে গৃহহীনা উদাসিনী। (রণমল্লের অপ্রস্তুতভাব)

কুম্ভ। শান্তি ! শান্তি ! এসব কি বল্‌ছিস্ ?—কি কর্‌ছিস্ ?

মীরা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া শান্তির হাত ধরিয়া) এস ভাই ! —এই ত চাই !—এই ত নারীর ধর্ম্ম !—একেই ত বলে প্রাণের টান ! (আনন্দীর প্রতি) দিদি ! দিদি ! এই নাও —এস সেনাপতি !—দিদির বাসনা পূর্ণ কর।

রণমল্ল। (অস্থিরভাবে) অসম্ভব !—তা কেমন করে হতে পারে ?

আনন্দী। (রণমল্লের প্রতি) রণমল্ল ! কাছে এস ; (রণমল্লের সন্নিকট গমন ও আনন্দী কর্ত্তৃক রণমল্লের হস্তধারণ এবং শান্তির হস্ত রণমল্লের হস্তে স্থাপন) রণমল্ল !—এই তোমার—যুদ্ধজয়ের— উপযুক্ত—পুরস্কার !—আজ হতে—তুমিই শান্তির—স্বামী।— আর শান্তি ! আজ হতে—তুমি রণমল্লের—সহধর্ম্মিণী।— রণমল্ল !—আমার জন্য—দুঃখ করো না—আমি—আজ— পরম—সুখী। এস—কাছে বস—(উভয়ে সলজ্জভাবে নিকটে উপবেশন)

কুম্ভ। ধন্য আনন্দী ! ধন্য তোমার প্রেম পুরস্কার !

মীরা। দিদি! বল—আর কি বাসনা আছে? (চক্ষে বস্ত্রদান)

আনন্দী। আর—বাসনা?—ভগ্নি?—পূর্ণ করতে—পারবে কি?—আর যে—সময় নেই—গলা—শুকিয়ে আস্‌ছে—জিভ টান্‌ছে (শান্তি চক্ষু মুছিলেন)—একবার—তোমার—রাধা-মাধব—যে তোমায়—সব বিপদ থেকে—রক্ষা করেছিল—সে এখন কোথায়?—ভাই!—এক্‌বার—আস্‌বে কি?—বল না—তোমার—সেই স্বরে—একবার বল না—(পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে করিতে) আঃ—আর—পারি না—মীরা!

(মীরার গীত ও শম্ভুসিংহসহ কল্যাণীর প্রবেশ এবং "দিদি দিদি" বলিয়া শয্যায় উপবেশন ও চক্ষে বস্ত্রদান ; আনন্দীর নীরব আহ্বান)

গীত

মীরা। সে, এখনও আছে তারে ডাকিলে আসে ;
সে এসে কাছে মৃদু মধুর হাসে।
সে, এখনও বাজায় বেণু কদম্ব মূলে—
এখনও চরায় ধেনু রাখাল দলে ;
সে, যমুনা জলে নিয়ে গোপিনীদলে,
এখনও করে কেলি দুকূল নাশে ;
সে, এখনও বাঁশির স্বরে উদাস করে ;
এখনও খেলে হোলি ব্রজপুরে।
এখনও সে কুঞ্জবনে বিহরে শ্রীরাধা সনে—
এখনও কালা বাঁধা প্রেম পাশে ॥
(বাঁধা কুটিল কালা প্রেম পাশে)

আনন্দী। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া) আঃ—আছে?—তোমার কাছে কাছে—আছে?—

মীরা। আছে বৈকি (করজোড়ে ব্যাকুলভাবে)—গোপাল! প্রাণের গোপাল আমার! একবার এস!—আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত সাধনা সমস্ত পূজার বিনিময়ে—একবার এসে দিদিকে দেখা দাও। দিদি!—দিদি!—(আনন্দীর স্থির নয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি) স্থির দৃষ্টিতে কি দেখ্‌ছ দিদি!

আনন্দী। আহা!—বড় সুন্দর!—বড় সুন্দর!—ঐ যে—(উপরে রাধা-শ্যামের মূর্ত্তি ও আনন্দীর মুখের উপর জ্যোতি পতন)

সকলে। জয়! জয় রাধামাধবের জয়!

কুম্ভ। ধন্য! ধন্য আনন্দী! দেখ—দেখ মীরা! সকলে দেখ আনন্দীর মুখমণ্ডল কেমন জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। আনন্দী! আনন্দী!

রণমল্ল। ধন্য! ধন্য আনন্দীবাই!

শম্ভু। দিদি! দিদি! (চক্ষে বস্ত্রদান)

আনন্দী। আঃ—কি সুন্দর!—আঃ—যাই—স্বামী—দে—ব—তা

(মৃত্যু)

মীরা। চলে গেল! চলে গেল!—ওহোঃ (ক্রন্দন)

(শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে রাজগুরু তন্ত্রাচার্য্যের প্রবেশ)

তন্ত্রাচার্য্য। **বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।**
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যবনিকা পতন

সমাপ্ত

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলী ঃ—

শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর প্রণীত পুস্তকাবলী ঃ—

১। স্বপ্নজীবন

(পঞ্চম সংস্করণ)

(শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুরের আত্মজীবনী)

প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; সুন্দর বাঁধাই; ইহাতে জীবনীর সত্যসন্ধান, উপন্যাসের মাধুর্য্য, ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশ ও ভক্তের সহিত ভগবানের অপূর্ব্ব লীলার আস্বাদ পাইয়া তৃপ্ত হইবেন। মূল্য ৩৷৹

২। রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

সপ্তম সংস্করণ মূল্য ২৲

প্রায় যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গলা, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদিতে উচ্চ প্রশংসিত শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর কর্ত্তৃক অলৌকিক ভাবে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমৃতময়ী উপদেশবাণী।

৩। মা

(মূল্য এক টাকা)

সাধকের মধুর মাতৃভাবের এবং জগদগুরু রামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে গুরুভাবের উচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতগুচ্ছ।

৪। সখা

(মূল্য এক টাকা)

অতি অপূর্ব্বভাবে রঞ্জিত সখ্যভাবের সুললিত সঙ্গীতগুচ্ছ

৫। মণিহারা

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মুনি ঋষি প্রদর্শিত পথে পরিচালিত, আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের অপরূপ চিত্র, শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের দাম্পত্য জীবনের শেষাংশ তাঁহারই শ্রীহস্ত লিখিত অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

৬। মণিমালা

ঠাকুর মহাশয়ের রচিত অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাবলী।

সদ্য প্রকাশিত। মূল্য ১।০

ব্রহ্মচারী জ্ঞানভাই প্রণীত :—

৭। আদ্যাপীঠ প্রসঙ্গে ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশবাণী

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও পরিণতি প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র লক্ষ্য ভগবান রামকৃষ্ণের আদিষ্ট কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনামূলক পুস্তিকা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

———

ওঁ মা
দক্ষিণেশ্বর
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ
আদ্যাপীঠ